কীর্ত্তন রস স্বরূপ

প্রথম সংস্করণ

১৩৬৩

শ্রী গুরুপ্রিয়া দেবী

কীর্ত্তন রস স্বরূপ

প্রথম সংস্করণ

১৩৬৩

শ্রী গুরুপ্রিয়া দেবী

ইতিহাস সহ মার নাম।

হরি বোল হরি বোল হরি বোল হরি বোল।

(দাদা মহাশয়ের মুখে মা ছোট বয়সে শুনিয়াছিলেন। পরে নিজের খেয়ালে এই নাম করিতেন। মা এই নাম করিতেন শুনিয়া কেহ কেহ এই নাম করেন।)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥

(মা পিত্রালয়ে অল্প বয়সে এই নাম শুনিয়া নিজের খেয়ালে কিছু সময় নাকি করিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া এই নামও কেহ কেহ করেন।)

জয় শিব শংকর ব্যোম্ হর হর

(ভোলানাথ হরিনাম বদলাইতে বলিলে মায়ের খেয়ালে আবার এই নাম। তাই কেহ কেহ এই নামও করেন।)

হরে মুরারে মধুকৈট ভারে

(পৌষ সংক্রান্তিতে কীর্ত্তনের সময় ভাবাবস্থায় মার মুখ হইতে এই নাম অনেকে শুনিয়াছিলেন। কেহ কেহ ইহাও করেন।)

ওঁ মা

(শাহবাগে একবার ভাবাবস্থায় মার মুখ হইতে 'ওঁ মা, এই নাম হয়। ইহা কেহ কেহ করেন।)

মা মা মা মা
মা মা মা মা।

[মা এই নাম-ও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ শুধু "মা" জপ করেন।]

রাম রাম রাম রাম রাম রাম রাম

[এই নাম মার মুখে শুনিয়াও কেহ কেহ জপ করেন।]

কৃষ্ণ কানাইয়া বংশী বাজাইয়া গৌয়া চড়াইয়া

কৃষ্ণ কানাইয়া
মেরে নাইয়া
প্রাণ কানাইয়া
পার লাগাইয়া
হে কানাইয়া
প্রাণ কানাইয়া
আও কানাইয়া
আও কানাইয়া
কৃষ্ণ কানাই
কাহা নাই
মোর কানাই
কাহা নাই
হা রে রে রে রে।

[একদিন মা তারাপীঠে অর্ধশায়িত অবস্থায় আছেন। তখন বেলা সাত কিংবা আট ঘটিকা হইবে। এক অলৌকিক প্রকাশের

মধ্যে মা। অসংখ্য নরনারী, বালক, বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া,—কাহারো কাহারো হাতে নিশানা পতাকা ইত্যাদি—আকুল ভাবে মাতোয়ারা হইয়া হেলিতে দুলিতে মহাধ্বনি ও অলৌকিক হৃদয়স্পর্শী সুরে গগনাপ্লুত করিয়া দীর্ঘ রাস্তা সীমাহীন একধারায় মহান ভাবের গতিতে এই কীর্ত্তনটী গাহিতে গাহিতে ধীরে ধীরে গমন করিতেছিল। —এই জাতীয় কথাই মায়ের শ্রীমুখে শুনিয়াছি।]

হরি হরি গায়ে যা প্রভূকো রিঝায়ে যা
প্রেম হরি নাম কো লিয়ে যা ভাই দিয়ে যা।

[মা শিলং পাহাড়ে মোটরে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় মোটর থামিয়া গেলে মা একটু পথ হাঁটিতে হাঁটিতে এই পদগুলি কীর্ত্তনাকারে মিলাইয়া মিলাইয়া নিজস্ব সুরে আপন মনে গাহিতেছিলেন। বিভূ কীর্ত্তনটী লিখিয়া রাখিয়াছে এবং সুর লিখিয়া নিয়াছে।]

শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব।

[এই পদের প্রসংগে মা এই জাতীয় বলিলেন। একবার মথুরায় রাত্রি প্রায় ১২ টার সময় মা বলিলেন,—"ধর না যেমন সরস সুকণ্ঠে একটী পাখী গাহিয়া গাহিয়া ধীরে ধীরে বহুদূরে চলিয়া গেলে যেমন শোনায়, তেমনি ভাবে নাদধ্বনি লয়ের মত, এই কীর্ত্তনটীর শব্দ বহু দূরে মিলাইয়া গেল।" সংগীয় যাহারা শুনিয়াছিল তাহাদের মা ডাকিয়া বলিলেন, "শুনেছিস্. শুনেছিস্?"

কেহ কেহ বলিল,—হ্যা, কি যেন শুনিলাম। পদগুলি মনে করিতে পারিতেছি না।"]

হে গোবিন্দ মাধব জগন্নাথ জগতবন্ধু
দীন নাথ দীন বন্ধু, জগন্নাথ জগতবন্ধু।

(একবার প্রয়াগে অর্ধকুম্ভে ডাঃ পান্নালালজী ত্রিবেণীর তটে মাকে নিয়া বাস করিবেন বলিয়া তাঁবু টাঙ্গাইয়াছিলেন। তিনি মাকে মোটরে বসাইয়া নিজের তাঁবুতে নিয়া যাইতেছিলেন। মা মোটরেই বসিয়া গুনগুন করিয়া নিজের ভাবে পদগুলি মিলাইয়া মিলাইয়া নিজস্ব সুরে এই কীর্ত্তনটী গাহিতেছিলেন। আমরা এই পদটী লিখিয়া রাখিয়াছি।)

জয় গঙ্গাধর শিরোপর পরিধানে বাঘাম্বর
দেব দেব মহাদেব, মহাদেব দেব দেব।

(এই অংশটুকু মিলাইয়া মা অনেকক্ষণ কীর্ত্তন করেন)

মা ঐবারই (অর্ধকুম্ভের সময়) একদিন যমুনার উপর দিয়া নৌকায় চলিতে চলিতে সংগমের দিকে যাইতেছিলেন। সংগমে পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই আপন মনে এই পদগুলি মিলাইয়া মিলাইয়া নিজস্ব সুরে গুনগুন করিয়া গাহিতেছিলেন। বিভু তাহা ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে সকলকে নিয়া গাহিতেছিল। মা ত বলেন, "এলোমেলো বা হইয়া যায়। ব্যস্।"

আও মেরে সলোনা ছলিয়ারে, বনমালিরে
আও মেরে সলোনা ছবিলারে বনোয়ারিরে।

সোলনের রাজা শ্রীযুত দুর্গা সিং [যোগী ভাই] সিমলায় একটী নূতন বাড়ী করিয়াছেন। তিনি মাকে সাগ্রহে ঐ বাড়ীতে নিয়া গিয়াছিলেন। তাহার ভিতরে একদিন সকাল ৭।৮টার মধ্যে মা শুইয়াছিলেন। আমি পাশের ঘরে থাকিয়া একটু কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিতেছিলাম, তাই তাড়াতাড়ি মায়ের ঘরে গেলাম। মা এলাইয়া আপন ভাবে ছিলেন। মা যেন কিরকম একটা অপূর্ব অবর্ণনীয় ভাবে ও সুরে গাহিতেছিলেন। আমি হৃদয়স্পর্শী সুর শুনিতে শুনিতে অবাক ও মুগ্ধ। চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। পদ, সুর ও ভাবে ঐ স্থানটী যেন এক অলৌকিক ভাব ধারণ করিয়াছিল,—তাহা অবর্ণনীয়। কিছুক্ষণ পরে মা বিভুকে ইঙ্গিতে ডাকিতে বলিলেন। মা ঐ সময় কথাও বলিতেছিলেন না। চক্ষু অর্ধ নিমীলিত। বিভু আসিলে মা ইঙ্গিত করিলেন সুরটী ধরিয়া রাখিবার জন্য। এখন না ধরিলে কিন্তু ধরিতে পারা যাইবে না, হইয়া যাইবে। ইশারায় ইহাও যেন বুঝিলাম। যেন বিশেষ কাহারও প্রকাশ, তিনি যদি চলিয়া যান, তাই তাহাকে যেন আদরে—আগ্রহে গ্রহণ করিতে হইবে। বিভু তাই খুব আগ্রহে ধরিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সে সুর ও পদগুলি অনেকটা বিশেষভাবে ধরিয়া নিল। পরে মা বলিয়াছিলেন,—"তুমি একান্তে বসিয়া মাঝে মাঝে একটু গাহিও।" দেখা যাইতেছে, কখনও সকলের মাঝে যখনই সে গাহিতে যায়, পদগুলি সবসময় সব গাহিয়া উঠিতে পারে না ; তাহার কেবল একটা ভাব হয়। মা বলিয়াছিলেন, 'কীর্ত্তন ও ধ্বনি যখন প্রকাশ তখন জল যেমন বরফ, তেমন এই শব্দগুলি তাল, সুর ও ভাব সহযোগে

শ্রীরাম বিগ্রহ স্বয়ংই আকুল আপ্লুত ভাব-প্রকাশ।

হে পিতঃ হে হিত হে ব্রহ্ম তত্ত্বম্

হে পিতঃ হে হিত হে ব্রহ্ম ভূতম্

হে পিতঃ হে হিত হে ব্রহ্ম স্বরূপম্।

(বেনারসে সংযম ব্রত হইতেছিল। সেই সময় সকাল ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত মৌন হইতেছিল। মা সেই সময়ে অর্ধশায়িত ভাবে ছিলেন। মায়ের সম্মুখে দক্ষিণ মুখে বসিয়া ৪।৫ বৎসরের একটি বালক মাথায় একটু লম্বা চুল, এলামাটী রংয়ের কাপড় পরা। সে ঐ পদগুলি গাহিতেছে। মা মৌনের ধ্যান ভংগ হইলেই ঐ কীর্ত্তনটী গাহিতে আরম্ভ করিলেন। বিভু কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দেখে, মা ঐ কীর্ত্তনটী গাহিতেছেন।

আমাদের প্রতি বৎসর সংযম সপ্তাহের মৌন-ভংগের পর এই পদটী মা গাহিতে বলিলেন। অন্য সময় গাহিতে নিষেধ করিয়া-দিলেন ; এবং পরে ঐ পদের শেষে "ব্রহ্ম স্বরূপম্" এই পদটী যোগ করিতে বলিলেন।)

ব্রজের বালকদল দল—হরিদ্বারে বিভু ওরা হরিবোল কীর্ত্তন করিতেছিল, মা কয়েকটী আখর বলিয়া বলিলেন 'এই পদগুলি ও ত তোরা গাহিতে পারিস।' পরে আমি "মায়ের বলা এই হরির নাম বোল হরি বোল"—এই পদটী যোগ করিয়া দিলাম। বিভু এই পদগুলি সুন্দর করিয়া মিলাইয়া গাহিতে লাগিল।

হরি বোল বোল, বোল হরি বোল।
ওরে ব্রজের বালকদল বোল হরি বোল॥
হরি বোল বোল, বোল হরি বোল।
ঐ নাম কোথা হ'তে কে আনিল বোল হরি বোল।
ঐ নাম গোলকে গোপনে ছিল বোল হরি বোল।
এই নাম জীবের ভাগ্যে উদয় হল বোল হরি বোল।
নামে পাপী তাপী উদ্ধারিল বোল হরি বোল।
নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল বোল হরি বোল।
নামে জগাই মাধাই উদ্ধারিল বোল হরি বোল।
নামে ধ্রুব প্রহ্লাদ তরে গেল বোল হরি বোল।
নামে ধ্রুব ধ্রুব লোকে গেল বোল হরি বোল।
ঐ নাম নারদ জপেন বীণা যন্ত্রে বোল হরি বোল।
ঐ নাম ব্রহ্মাণ্ড জপেন চতুর্ম্মুখে বোল হরি বোল
[ঐ নাম] পঞ্চানন গান পঞ্চমুখে বোল হরি বোল
[ঐ নাম] পার্ব্বতী লন মহাসুখে বোল হরি বোল
এমন মানব জনম হবে পাবে বোল হরি বোল
ভব নদী তরবি যদি বোল হরি বোল
[নামে] যে দিন গেল সে দিন ভাল বোল হরি বোল
ঐ নাম যত-ই বল তত-ই ভাল বোল হরি বোল

ঐ নাম নিতে নিতে লাগবে ভাল বোল হরি বোল
জিহ্বায় আপন বল থাকিতে বল হরি বোল
কণ্ঠাগত প্রাণ থাকিতে বোল হরি বোল
শ্বাসে শ্বাসে নাম হবে বোল হরি বোল
গৌরবল এই হরির নাম বোল হরি বোল
নিতাই বলা এই হরির নাম বোল হরি বোল
আঁধার হৃদয় হবে আলো বোল হরি বোল
সকল বিপদ দূরে যাবে বোল হরি বোল
সকল আশা পূর্ণ হবে বোল হরি বোল
জগাই মাধাই উদ্ধারিল বোল হরি বোল
শুষ্ক তরু মঞ্জুরিবে বোল হরি বোল
নিরস হৃদয় সরস হবে বোল হরি বোল
নাম বিনে আর নাইরে গতি বোল……
নামে দিয়ে সব রতি মতি বোল……
নামে মিলায় শুদ্ধ ভক্তি বোল……
নাম নামীতে নাইরে ভেদ বোল……
নামের গুণেই দেখবি অভেদ বোল……
বলার সুযোগ থাকতে হরি বোল……
একে একে গেলরে দিন বোল হরি বোল

নাম যে রে তোর পথের সম্বল বোল হরি বোল
মজবি যদি প্রেম রসে বোল হরি বোল
[যেই] হরি বিকায় নামের মূলে বোল হরি বোল
সেই হরি নাম রইলি ভুলে বোল হরি বোল
মানব জনম সদা হবে বোল হরি বোল
ভুবন মঙ্গল নাম বোল হরি বোল
দিক্ দিগন্ত শুদ্ধ হবে বোল হরি বোল
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বোল হরি বোল
হরে রাম হরে রাম বোল হরি বোল
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে বোল হরি বোল
রাম রাম হরে হরে বোল হরি বোল
'হরের্নামৈব' কেবলম্ বোল হরি বোল
নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা বোল হরি বোল
প্রাণ-খুলি বাহু তুলি বোল হরি বোল
নেচে নেচে বাহু তুলি বোল হরি বোল
হরি বোল হরি বোল হরি বোল হরি বোল।

জপ নাম অবিরাম, জপ নাম অবিরাম, প্রাণারাম প্রাণারাম।
কৃষ্ণ রাম জপনাম অবিরাম প্রাণারাম।

রাধাকৃষ্ণ সীতারাম শিবদুর্গা কালী নাম। জপনাম অবিরাম।

জপ নাম প্রাণারাম প্রাণারাম, প্রাণারাম।

প্রাণারাম প্রাণারাম প্রাণারাম প্রাণারাম।

রাম রাম রাম রাম

রামা রাম, রামা রাম॥

(মা বৃন্দাবনে হরিকুঞ্জে কুটিয়ায় ছিলেন। একদিন সকাল বেলার দিকে ডাঃ পান্নালালজী মায়ের কাছে গিয়া বসিলেন। পান্নালালজীর দিকে তাকাইয়া মা এই পদগুলি আপন ভাবে সুর মিলাইয়া মিলাইয়া গাহিতেছিলেন। পরে বিভু এই কীর্ত্তনটী মায়ের সংগে কখনো কখনো গায়।)

ক্যা করুঁ, ক্যায়সী করুঁ, ক্যায়সে ভোগ লাগায়া করুঁ।

(উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরেই মা হরিকুঞ্জেতেই একদিন শুনিতেছেন ও দেখিতেছেন : একটী স্থানে পূজার সামগ্রী, ভোগ ইত্যাদি নিয়া এক বৃদ্ধা বসিয়া আকুল ভাবে ভগবানের জন্য ক্রন্দন করিতেছেন, এবং পূজা করার চেষ্টা করিতেছেন ও উচ্চৈস্বরে গাহিতেছেন, "ক্যা করুঁ, ক্যায়সী করুঁ, ক্যায়সী ভোগ লাগায়া করুঁ ?". এই পদগুলি সুর বাঁধিয়া গাহিতেছেন। শুধু সুরই নয় যেন প্রাণ ঢালিয়া গদগদ ভাবে তাঁহার চরণে নিজকে সমর্পণ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

এই স্থানেও নাকি একটী বিশেষ অপূর্ব্ব প্রকাশ। মা আমাদের যেমন দেখেন সেইরূপ নানা ভাবে ভংগীতে আরও কত কি দৃশ্য অদৃশ্যের কথা বলেন। মা বলেন, "তোরা বলিস্ না? যত্র যত্র নেত্র হেরে, তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে।" তোরা কিন্তু মনে রাখিস্ ঐ অপ্রাকৃত লীলায় নানা ভাব ভংগীতে দৃশ্যে অদৃশ্যে, রূপ অরূপে স্বয়ংই যে।

ওম্ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

(শ্রীশ্রীপূন্য হরিবাবা মহারাজজীর মহতী ইচ্ছায় মা এই দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রটী গাহিয়া শুনাইলেন। তাহার পর হইতে মা কখনো কখনো এই মন্ত্রটী সকলকে নিয়া গান করেন। সেই হইতে কেহ কেহ মায়ের মুখে শুনিয়া নিত্য জপও করেন। মা ইহাও বলিয়া দিলেন, তোমরা কিন্তু নিজেরা ইহা উচ্চারণ করিয়া কীর্ত্তন করিও না। মহাত্মার মুখে শুনিলে সংগে সংগে কীর্ত্তন করিতে পার। কিংবা মহাত্মা আদেশ করিলে তোমরা কীর্ত্তন করিও। জপ করিতে মানা নাই।

ওহে বৃন্দাবন শ্যাম ওহে অখিলপতি শ্যাম
হে বিট্টল বিট্টল বিট্টল পাণ্ডুরংগা হরি।
হে পাণ্ডুরংগা হরি, হে পাণ্ডুরংগা হরি
হরি হরি হরি হরি, হরি হরি হরি॥

(বৃন্দাবন। মা কুসের কুটিয়াতে শুইয়া আছেন। মায়ের কাছে অদৃশ্যরূপে কেহ গাহিতেছেন।)

গুরু গোবিন্দ ব্রহ্মনাম, মা দুর্গা শিব রাম
সীতারাম জয় সীতারাম রাধেশ্যাম জয় রাধেশ্যাম।

(বম্বেতে মা নিজের খেয়ালে পদ মিলাইয়া মিলাইয়া গাহিয়া ছিলেন।)

মায়ের স্বরচিত সঙ্গীত।

(মা নিজের খেয়ালে মিলাইয়া মিলাইয়া এই গানগুলি কখনো কখনো গাহিয়া থাকেন।)

১

জীবের ভাগ্যে অবৈরাগ্যে পরম পদ মিলবে নারে।
তাই কর সার বৈরাগ্য বিবেক বাসনায় পরিহরি ॥
বৈরাগ্যের মাত্রা কত
বুঝবি কাজে হ'লে রত

এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ঘটনাটী উল্লেখযোগ্য। একদিন বৃন্দাবনে মা সৎসঙ্গে বসিয়া আছেন। নারায়ণ স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা শুনিলাম এবার নাকি কে একজন বৃন্দাবনে নিজের শরীরে আগুন লাগাইয়া যমুনার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রকৃত ঘটনা কি ?"

এই প্রশ্নের উত্তরে মা বলিতেছেন, "একজন লোক সস্ত্রীক বৃন্দাবনে আসিয়া সাধন ভজন করিতেছিল তাহার পুত্র গোয়ালিয়ারে কাজ করে। লোকটীর চেহারা অনেকটা গতবার তোমাদের আশ্রমে যে শ্রীমদ্-ভাগবৎ পাঠ করিতে আসিয়াছিল তাহার মতন। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। তাহার গুরুদেবও বৃন্দাবনেই বাস করেন। কী জন্য যেন তাহার

তখন দেখবি অবিরত
কোন দিকে তোর মন টানে রে।
সঁপে দিয়ে সর্ব্ব কর্ম
আচর মানব ধর্ম
নিত্য নির্বিকার তুমি চিত্ত চিন্তে বারে বারে
বাহির হ'তে ডাকি মন
হৃদে রাখ অনুক্ষণ
ব্রহ্ম ভেলায় করি ভর তরহ ভব সাগরে

সহিত উহার খুব বেশী মেলামেশা নাই—, যেন একটু মনোমালিন্যের মতনই।

লোকটী বেশ নিষ্ঠার সহিত সাধন ভজন করিতেছে এবং যমুনার তীরে তীরেই ভজন করে এবং শুয়ে বসে কাটায়। কাহারও সহিত বড় বেশী সম্বন্ধ রাখে না নিজের ভাবেই থাকে। যমুনার মধ্যেই নাকি একটী রাধাগোবিন্দ মূর্ত্তি পাইয়াছে। তাহারই সেবা পূজা করে এবং আপন মনে থাকে। কাহার কাছে না কি শুনিয়াছিল শ্রীবৃন্দাবনের রজঃ খাওয়া নাকি খুব ভালো, তাই সেখানকার রজঃ খাইতে খাইতে থাইসিস্ হইয়াছিল। চিকিৎসা করাইয়া ভাল হইয়াছিল। প্রায়ই নাকি সে বলিত, "যমুনা মাইয়া অব লে!" এবং যমুনার পারে পারেই বহু সময় এই ভাবটী নিয়া পড়িয়া থাকিত। একদিন সে কেরাসিন তেল, দেশলাই নিয়া যমুনার ধারে গিয়া উপস্থিত। তথায় গিয়া

হ'লে অহংকার হ'ত
সব দ্বন্দ নিবারিত
স্বভাবে হইবে স্থিত জ্ঞেয় সত্য পরাৎপরে ॥

২

আমি কারে বা এখন ডরি !
আমি বাহিয়া চলেছি তরী !
হোক না কেন তুফান ভারী
ডুববে না হয় তরী
যাঁরি যাত্রী তারি তরী

আর কি, গায়ে তেল ঢালিয়া দিল এবং দিয়াশলাই জ্বালাইয়া নিজের শরীরে লাগাইয়া দিল। তাহার পর যখন বেশ ধরিয়া উঠিল তখন যমুনায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। কাহারা জানি ইহা দেখিয়া ধরাধরি করিয়া যমুনার জল হইতে উঠাইয়া তীরে বালুর উপর উঠাইল, সমস্ত শরীরে দক্‌দকে ঘা। তাহার মধ্যে বালু লাগিয়া কেমন যেন একটা চাপটা বাঁধিয়া গিয়াছিল। বুঝতেই পারছ, দেখতে কেমন।

এই ঘটনার পর হইতেই এই শরীরটাকে (মাকে) দেখিবার জন্য সেই লোকটা বলিতেছে এবং এই শরীরটার নাম নিতেছে। এদিকে এ শরীরটাও ভাল যাইতেছিল না, হরিবাবা সৎসংগে ত সর্ব্বদাই সময় মত যাওয়াই হয় তবে সেই সময় শরীরটা খারাপ বলিয়া বাবার ওখানে না যাওয়ার কেমন একটা কথা হইতেছিল। সেই সময় ঐ

আমি তার ভরসাই করি।

আমি কারে বা·········।

(আরে) যে যাত্রী, সেই ত তরী

(আবার) সেই ত তুফান ভারি

সেই ডোবে সেই ভাসে

সেই যে ভাই কাণ্ডারী

আমি তার ভরসাই করি।

(শ্রীশ্রীমার রচিত ও শ্রীমুখে গীত। ১৩৪৫ সন দেহরাদুন।)

লোকটীর স্ত্রী এবং তাহার গুরুর বাড়ীর আর একজন স্ত্রীলোক, ২জনে আসিয়া এই ঘটনাটি বলিল, এবং শরীরটাকে সেখানে যাইতে বলিল।

ইহার পরে ঐ লোকটির ছেলেও আসিয়া সব সংবাদ বলিল। তাহাকে বলা হইল "আচ্ছা দেখা যাক কি হয়।" আবারও আসিয়া তাহারা যাইবার জন্য বলিল। তাহাদের বলা হইল, 'আচ্ছা বিকালে এসে।'

হঠাৎ তুপুর বেলা হইতেই শরীরটা বেশ ঝরঝরে বোধ হইতেছিল। বিকাল বেলার সৎসংগে হরিবাবার ওখানে যাওয়া হইল। তাহারা বোধ হয় আশা করে নাই সে সময় শরীরটা তথায় যাইবে। গিয়াই বলা হইল 'তুপুর হইতে শরীরটা যেন ভাল, তাই আসা হইয়াছে।' সেখানকার সৎসংগ শেষ হইলে আশ্রমে আসিয়া

৩

সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম

শান্তং শিবং অদ্বৈতং ব্রহ্ম

আনন্দ রূপম্ অমৃতং যদ্ বিভাতী

একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ॥

(এই পদটী মা প্রায়ই কীর্ত্তন করেন)

সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম—কখনো ইহাও বলেন। মোহ মুদ্গর।

মূঢ় জহীহি ধনাগম তৃষ্ণাং, কুরু তনুবুদ্ধিমনঃসু বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং, বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥১॥

পরমানন্দকে বলিলাম,—"চল ঐ লোকটিকে গিয়া দেখিয়া আসি। তাহারা বৃন্দাবনের একটী বহু পুরাতন মন্দিরে বাস করিত। তাহাদের বলাও হইয়াছিল, এই শরীর কোন গৃহস্থ বাড়ী যায় না। হরি বাবার ওখান হইতে ফিরতি মোটরেই তথায় যাইবার কথা হইল এবং রাস্তা হইতে যোগেন বাবাকে নিয়া নেওয়া হইবে কারণ সে এখানকার বহু পুরাতন লোক। সব বাড়ী ঘরই জানে। সেও এই সংগে চলিল। তথায় গিয়া দেখা গেল, লোকটাকে উপর হইতে নীচে নামান হইয়াছে। লোকটিকে দেখিলে খুব প্রসন্ন না হৌক, তাহার যে শরীরে কোন কষ্ট আছে ইহা অনুমান করা যায় না। বেশ শান্ত।

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥২॥
মা কুরু ধনজন যৌবন গর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কাল সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশান্ত বিদিত্বা ॥৩॥
নলিনীদলগতজলমতিতরলং, তদ্‌বজ্জাবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা ॥৪॥
যাবজ্জননং তাবস্মরণং তাবজ্জননী জঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারেঃ স্ফুটতরদোষঃ, কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥৫॥
দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ, শিশির বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥৬॥
অজং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দন্ত বিহীনং জাতং তুণ্ডম্।

তাহাকে যখন বলা হইল, "আমি আসিয়াছি" তখন সে চোখ খুলিয়া দেখিল ও হাত উঠাইল। এ শরীরটা তাহার মাথায় ও বুকে হাত দিল। সমস্ত শরীর হইতে রক্ত ক্লেদ বাহির হইতেছিল। একটু সময় তথায় থাকিয়া আশ্রমে আসা হইল। ইহার কয়েকদিন পরেই শোনা গেল সে শ্রীধাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

পরে আমরা শুনিয়াছি এই লোকটির নাম রামকুমার। এবং যে স্ত্রীলোকটী "ক্যা করুঁ" ইত্যাদি গাহিতেছিলেন, তিনি ঐ রামকুমারেরই স্ত্রী।

করধৃত কম্পিত-শোভিত দণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডম ॥৭॥
সুরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ, শয্যা ভূতলমহিনং বাসঃ।
সর্ব পরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ, কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥৮॥
শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, মা কুরু যত্নং বিগ্রহ সন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্বত্র ত্বং বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বম্ ॥৯॥
অষ্টকুলাচল সপ্তসমুদ্রাঃ ব্রহ্মপুরন্দর দিনকর রুদ্রাঃ।
নত্বং নাহং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥১০॥
ত্বয়িময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুর্ব্যর্থং কুপ্যসি মষ্যসহিষ্ণুঃ।
সর্বস্মিন্নপি পশ্যাত্মানং সর্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্ ॥১১॥
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত স্তরুণস্তাবত্তরুনী রক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোহপি ন লগ্নঃ ॥১২॥
অর্থমার্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ, সর্বত্রৈষা কথিতা নীতি ॥১৩॥
যাবদবিত্তোপার্জনশক্ত স্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জরদেহে, বার্তাং কোহপি ন পৃচ্ছতি গেহে ॥১৪॥
কামং ক্রোধং লোভং মোহং, ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যতি কোহহম্।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরক নিগূঢ়া ॥১৫॥
সৎসঙ্গত্বে নিসঙ্গত্বং নিঃসঙ্গত্বে নির্মোহত্বম্।
নিশ্চলিতত্বং নির্মোহত্বে, জীবন্মুক্তির্নিশ্চলিতত্বে ॥১৬॥

ষোড়শপজ্ঝটি কাভির শেষঃ শিষ্যাণাং কথিতোহভ্যুপদেশঃ।
যেষাং নৈষ করোতি বিবেকং তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম্ ॥১৭॥
ইতি মোহমুদ্গর সমাপ্তঃ।

চর্পট পঞ্জরিকা-স্তোত্রম্।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে।

দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ শিশির বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে—সন্নিহিতে খলু মরণে নহি নহি রক্ষতি
ভু কৃঞ করণে।ধ্রু।১।

অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানু রাত্রৌ চিবুক সমর্পিত-হানুঃ।
করতল ভিক্ষা তরুতল বাসস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপাশঃ॥
ভজ গোবিন্দম্ ইত্যাদি।২।

যাবদ্ বিত্তোপার্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্ত।
পশ্চাদ্ধাবতি জর্জর দেহে বার্তাং পৃচ্ছতি কোহপি ন গেহে।
ভজ গোবিন্দম্ ইত্যাদি।৩।

জটিলো মুণ্ডি কুঞ্চিত কেশঃ কাষায়াম্বর—বহুকৃত বেশঃ।
পশ্যন্নপি ন পশ্যতি মূঢ় উদরনিমিত্তং বহুকৃতবেশঃ।
(ভজ গোবিন্দম্ ইত্যাদি)॥ ৪ ॥

ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গাজললবকণিকা পীতা।
সকৃদপি যস্য মুরারি সমর্চ্চা তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চাম্॥
(ভজ গোবিন্দম্ ইত্যাদি) ॥ ৫ ॥

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দশন বিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশা-পিণ্ডম্॥
(ভজ গোবিন্দম্ ইত্যাদি) ॥ ৬ ॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত স্তরুণস্তাবৎ তরুণী রক্তঃ।
বৃদ্ধ স্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোহপি ন লগ্নঃ॥
(ভজ গোবিন্দম্ ইত্যাদি) ॥ ৭ ॥

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্।
ইহ সংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়াপারে পাহি মুরারে॥
(ভজ গোবিন্দম্ ইত্যাদি) ॥ ৮ ॥

পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ
পুনরপ্যয়নং পুনরপি বর্ষং তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম॥
(ভজ গোবিন্দম্ ইত্যাদি) ॥ ৯ ॥

বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ শুষ্কে নীরে কঃ কাসারঃ।
নষ্টে দ্রব্যে কঃ পরিবারো জ্ঞাতে তত্ত্বে কঃ সংসার॥
(ভজ গোবিন্দম্ ইত্যাদি) ॥১০॥

নারীস্তনভরণা [না] ভিনিবেশং মিথ্যা মায়ামোহাবেশম্।
এতন্মাংসবসাদিবিকারং মনসি বিচারয় বারং বারম্॥
(ভজ গোবিন্দম্ ইত্যাদি) ॥১১॥

কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ কা মে জননী কো মে তাতঃ।
ইতি পরিভাবয় সর্বমসারং বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিকারম্॥
(ভজ গোবিন্দম্ ইত্যাদি) ॥১২॥

গেয়ং গীতানাম সহস্রং ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রম্।
নেয়ং সজ্জন সঙ্গে চিত্তং দেয়ং দীনজনায় চ বিত্তম্॥
(ভজ গোবিন্দম্ ইত্যাদি)॥১৩॥

যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে।
গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে ভার্যা বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে॥
(ভজ গোবিন্দম্ ইত্যাদি) ॥১৪॥

সুখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ পশ্চাদ্ধন্ত শরীরে রোগঃ।
যদ্যপি লোকে মরণং শরণং তদপি ন মুঞ্চতি পাপাচরণম্॥
(ভজ গোবিন্দম্ ইত্যাদি) ॥১৫॥

রথ্যাচর্পটবিরচিত কন্থঃ পুণ্যাপুণ্য বিবর্জিত-পন্থঃ।
নাহং ন ত্বং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥
(ভজ গোবিন্দম্ ইত্যাদি) ॥১৬॥

কুরুতে গঙ্গাসাগর গমনং ব্রতপরিপালন অথবা দানম্।
জ্ঞানবিহীনে সর্বমনেন মুক্তির্ন ভবতি জন্মশতেন॥
(ভজ গোবিন্দম্ ইত্যাদি) ॥১৭॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য বিরচিতং চর্পটপঞ্জরিকা স্তোত্রং॥

(অপরে রচিত এই নাম মা কখনো কখনো গান করেন।)

দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা।

দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।

রাম রাম রাম রাম রাম রাম রাম হে॥

ইত্যাদি।

গৌরী শংকর সীতারাম ব্রজবাসী রাধে শ্যাম।

হে ভগবান হে ভগবান হে ভগবান হে ভগবান

জ্ঞেয় ভগবান ধ্যেয় ভগবান প্রেয় ভগবান শ্রেয় ভগবান

মঙ্গলময় হে ভগবান, শান্তিময় হে ভ গ।

প্রেমময় হে ভগবান, আনন্দময় হে ভগবান

হে ভগবান, হে ভগবান হে ভগবান হে ভগবান'

(অপরে রচিত গান, যাহা মা গান

কেরে নূতন যোগী এল নদের মাঝারে

মরি কিরূপ মাধুরী পাগল করিল মোরে॥

যোগীর মুখেতে কি ওকি মধুর ধ্বনি

আমি আর না শুনি এমন ধ্বনি

যে ধ্বনি শুনিয়া ধনী, সুরধূনী উজান ধরে॥

কৈশোর বয়সে মরি ওকি রূপ মাধুরী
কৌপীন করঙ্গধারী হয়েছেরে ব্রহ্মচারী
নাজানি কার প্রেমেব তরে—
(দেখলেম) 'রা' বলিতে নয়ন সরে
'ধা' বলিতে ধরায় পড়ে
এমন দেখি নাই আর ত্রিসংসারে ॥
আমার হ'ল একি বল বল সখী
যোগীর রূপ দেখিয়ে মুগ্ধ আঁখি
প্রাণ পাখী পড়েছে বাঁধা
(বাঁধা পড়েছে পড়েছে) বাঁধা পড়েছে জনমের তরে ॥
যোগীর প্রেম পিঞ্জরে।
প্রাণ পাখী আর উড়তে নারে
আমার গৃহে যেতে পা না সরে
আমি যোগীর পদে প্রাণ সপেছি
ঘরে যাবনা যাবনা এইত বাহির হয়েছি।
যোগীর সংগে যে যাব
আমি কারো বাঁধা মানব না গো সঙ্গে যে যাব।
আমি দ্বারে দ্বারে মেগে খাবো সংগে যে যাব।
আমি সংগের সংগী হয়ে থাকব সংগে যে যাব।

(মা অষ্টগ্রামে থাকাকালীন উল্লিখিত গানটি সুরের পথ দিয়া একজন গাহিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পর হইতেই মা এই সব পদগুলি গান। আশ্চর্য্যের বিষয় দূর হইতে একবার মাত্র শুনিয়া সমগ্র গানটী মার খেয়ালে রহিয়া গেল।)

———

গৌর শয্যা হ'তে উঠে জননীর উদ্দেশ্যে
প্রণমিয়ে করিলেন গমন।
তাঁর সন্ন্যাসের হইল মন, হায় হায়রে,
সন্ন্যাসে চলিলেন হরি বিষ্ণুপ্রিয়া পরিহরি
নবদ্বীপের ভাগিরথী সাতার দিয়ে হলেন গঙ্গাপার ॥
গঙ্গার কুলে বটবৃক্ষমূলে নদীয়ার চাঁদ্ উদয় হ'ল।
চাঁদ বলে চাঁদ নবদ্বীপের চাঁদ নিমাইচাঁদ হইলেন সন্ন্যাসী।
যে মায়ের গর্ভেতে এমম চাঁদের জন্ম
সে মাকে কাঁদায়ে কিসের ধর্ম্ম কর্ম্ম
কিসের বৃন্দাবন আর কাশী ॥

———

হৃদয় দুয়ারে আজি কে ডাকিল
কাহার মধুর বাণী শুনিলাম। ওকি শুনিলাম।
শুনিয়া সে বাণী তার, আমি রহিতে না পারি আর
হৃদয় আকুল আজি হইল হইল হইল।
(আমায়) ঘরের বাহির আজি করিল।

মোহ মদিরা পিয়ে আমি অচেতনে ছিনু শুয়ে
কে আজি আসিয়া মোরে জাগাল জাগাল জাগালো ॥

———

হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে
কেরে এখন নাচে গায় ধ্বনী কি মধুর শোনা যায়।
কান গিয়েছে যারা মাধাই, এসেছে কি তারা দুভাই
আজ কেন নামে মিঠা নাই, শুনে এখন প্রাণ জুড়ায়।
এই হরিনাম শুনি কত মনে তো ধরে না এত
আজ যেন কি মন্ত্রের মত, অন্তরে পশিল মাধাই ॥
শুনেছি ভাই কাঙ্গাল পেলে গৌরী নিতাই রাখবে গলে
আয় যাই তবে দুভাই মিলে, পড়িগে দুই ভায়ের পায় ॥
পাপের বোঝা দূরে ফেলে, দুভাই নিব দুভাই কোলে
নাচব গাব হরি বলে, ভয় কিরে আর সমনের ছায় ॥
হরিনামে দিয়ে সাড়া, ডেকে আয় ভাই সকল পাড়া
ভবপারের বাঞ্ছা করে যাঁরা তাদের তো এই সময় যায়।
এমন দয়াল গেলে চলে, পার কর পার কর বলে
কাঁদতে হবে ভবের কূলে, সময় গেলে কে কারে পায় ॥
কি জানি প্রেম কারে বলে, তা নাকি ভাই নামে ফলে
(দয়াল) গৌর নিতাইর শরণ নিলে, সে ধন নাকি পাওয়া যায় ॥

যে আনন্দে দু'ভাই নাচে, সে আনন্দ নামে আছে
এমন সুজন থাকতে কাছে, হেলায় কেন সে ধন হারাই ॥

আয় সবে মিলি বাহু তুলি তুলি
হরিগুণাবলি গাইরে ।
গাহিতে গাহিতে নাচিতে নাচিতে
আনন্দ ধামেতে যাইরে ।
পিকশুক সনে মিলাইয়া তান অলিকুল সনে মাতাইয়া প্রাণ
আয় সবে করি হরিগুণ গান
কে কোথা রহিলি ভাইরে ।
হরিবল হরিবল হরিবল ভাইরে ॥
সমীরণ সনে দিগন্ত ব্যাপিয়া তরুকুল সনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
গাও হরিনাম জীবে জাগাইয়া সময় বহিয়া যায়রে ॥ (হরিবল)
রাঙ্গাভানু সনে মিলিয়া মিশিয়া যুগল কমল চরণ চুমিয়া
চিদানন্দধনে হৃদয়ে লইয়া সদানন্দে থাকি ভাইরে ॥
(তারে) দেহমন প্রাণ দেহরে ঢালিয়া লহরে তাঁহারে আপন করিয়া
ভবপারে যাবে হাসিয়া হাসিয়া
বসিয়া দয়ালের নায়রে ॥
চৌদিকে ছাইয়া উঠিয়াছে রোল হরিহরি বোল, বোল হরিবল ।

অই শুন আবার কিসের কোলাহল

(দয়াল) নিতাই বুঝি ডেকে যায় রে ॥ হরিবল ২ ॥

———

হরিবল মন নিকটে শমন যাবে জীবন রবে না।

ডাকার মত করে ডাক যদি তারে

(তাহ'লে) শমনে শমন জারি করবে না।

যদি থাকে পূজি মাঝি হবে রাজি

অন্য কথা আর শুধাবে না।

ভাই বন্ধু যত দুইচার দিনের মত

সংগের সাথী কেউ হবে না।

রবি সূত এসে বেন্ধে নিবে কেশে

কারু কথা আর শুনবে না।

ঈশান বলে ভাই আর'ত সময় নাই

রাধা গোবিন্দ নাম ভুলোনা।

(আমি) যখন যা করি যাত্রা কালে হরি

শ্রীহরির নাম যেন ভুলো না।

———

রাধা মম প্রাণ, রাধা মম জ্ঞান
রাধা মম ধ্যান, রাধা নাম সার।
প্রেমময়ী রাধা রাধা অংগ আধা
রাধা নাম সাধা বাধা নাহি তার।
আমি দিবস রজনী রাধা নাম ধ্বনি
করি মাত্র জানি রাধা মূলাধার ॥
রাধা আদ্যা শক্তি, রাধা ভক্তি মুক্তি
রাধা অনুরক্তি ভক্ত শ্রীরাধার ॥
শ্রী রাধিকা মন্ত্রে, দীক্ষা রাধা তন্ত্রে
করি বাঁশী যন্ত্রে নয় রন্ধ্রে ফুংকার ॥
সে তন্ত্রে সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি সপ্তমা
আলাপ সংযমে বাজে সহস্রার ॥

———

ওমা নন্দরাণী, তোর নীলমনির জন্যে কী গোকুল ছাড়িব।
সে যা মনে লয় তাই করে, কিছুই কওনা তারে
(এমন দেখিলে আর জগৎ জুড়ে, মা তোর কানাইর মতন
সে কি তোর এতই আছুরে)
মা তোর ডরে ডরে আর কত সব (কিছুই কও না তারে)।

রাধা মাগো ভাণ্ডভরা ননী ছিকায় তোলা থাকে,
কি জানি কই থেকে কেমন করে দেখে
যখন ঘরে কেউ না থাকে, ঢুকে সেই ফাঁকে
কত খায় আর কত ছড়াইয়ে রাখে,
যদি কেউ বা কখন দেখে, তাড়া দেয় মা তাকে
করে ভাণ্ড ভেংগে কত উপদ্রব।

নন্দরাণী! রাধে সাত নয় পাঁচ নয় আমার একা নীলমনি
একমুখে কত খাবে ক্ষীর ননী (তোকি জাননা জাননা)
(আমার গোপাল যে কি সাধনের ধন, কত আরাধনা
করে, পূজে মহেশ্বরে, গোপাল ধনে কোলে পেয়েছি গো)
(আমার আর যে লক্ষ্য নাই গো রাধে)
(আমার মা বলে প্রাণ শীতল করে)
ঘরে কত আছে তবু তোদের কাছে কে গিয়ে যাচে
কিছুই না জানি যাহোক্ অবোধ বাছাধনে
মারিস্‌নে ধরিস্ নে (তারে কটু কথা বলিস্‌নে গো)
তোদের ননীর কড়ি সকল গুনে দিব।

রাধা। মাগো ননীর ক্ষতি বরং কড়ি দিলে সারে,
আর কত করে কি কব তোমারে।

আমরা থাকি ঘরে, সে যায় বনান্তরে
রাধা রাধা বলে বাঁশরী ফুকারে।
তার সে মুরলী স্বরে, কেউ না রইতে পারে
(বাঁশী বাজায় কত ভক্তি করে, শুনে যমুনার জল উজান ধরে)
বল মা আমরা কেমন করে কুল রাখিব (কিছুই কওনা তারে)

নন্দরাণী। রাধে বাঁশী বাজায় কানাই বলে 'দাদা' 'দাদা'
তুমি শুনলে শুনতে পার রাধা রাধা!
[যখন তার বলাই দাদা দূরে থাকে, দাদা দাদা
বলে ডাকে]

না হয় মেনে নিলেম বলে বরং রাধা
গুরুজনের নাম নিতে কিবা বাধা
[মিছে] সাদা মনে কাদা লাগাও কেন রাধা
কিসে বিনা দোষে তারে বাধা দিব।

রাধা। মাগো একটী দু'টি নয় কি কব তোমারে
মোদের সনে কানাই কত কাণ্ড করে
আমরা যাই ওপারে দধি বেচিবারে
পার ঘাটে থেকে সে পাটুনীর কাজ করে

ভাঙ্গা নায়ে ভরা ভরে ডুবায় সে সাঁতারে
ভয়ে আমরা কাঁদি কত উচ্চৈঃস্বরে
দেখে কানাই কত রঙ্গ করে
শেষে কি কানাইর হাতে পড়ে প্রাণ হারাব।
[কিছুই কও না তারে]

নন্দরাণী। রাধে কত ঘাট, কত নেয়ে মাঝি আছে,
তবু কেন সবে যাও কানাইর কাছে
[একা] তারে দোষ মিছে, তাদের ইচ্ছা আছে
নইলে কেন এত লেগেছ তার পাছে
[কেন] ভাল ডিঙ্গা থুয়ে উঠ ভাংগা নায়ে
তারে কি দোষ দেখাইয়ে মন্দ কর?

রাধা। মাগো আর এক দিনের কথা কইতে নাহি সরে
নাইতে গেলাম সবে বসন রেখে পারে
কানাই চক্র করে সে সব নিয়ে হরে
কদম গাছে চড়ে কতই ব্যঙ্গ করে
[আমরা] দাঁড়ায়ে জোড় করে, কত বিনয় করি তারে
তবে বসন দিল পেড়ে তোর কেশব।
[কিছু কও না তারে]

নন্দরাণী। রাধে আই মরি ছিছি একি লাজের কথা
মুখ তুলে তাই আবার বলতে আইলি হেথা
কূল বধু হয়ে লাজের মাথা খেয়ে
কূলে বসন থূয়ে কেবা নায় বল কোথা।
[ভাগ্যে] কানাই রাখল তুলে ভয়ে দিল ফেলে
[কানাই শিশুমতি দুধের ছেলে]
বসন অন্যে গেলে বল কিযে হত
তোদের জাতি কুল মান কই বা রইত
থাক রাই জটিলারে পেলে বলে দিব
[তোদের ঘটার কথা]

রাধা। মাগো, পায়ে পড়ি, হাতে ধরি শতবার
তোমার কাছে কয়ে একে হ'ল আর
থাক্ কানাইয়ের সাজা মোদের বাঁচা ভার
যা হোক্ কারে কিছু বলনা গো আর।
মা তোর কানাই যেন যায় নিতি যায় পাড়ায়
তবু জটিলারে বলিস্‌নে গো কে কি বলবে তায়
মা সে যত খেতে চায় খাওয়াইব।
[মা তোর একা কানাই কত বা খায়।]

———

ভজ রাধা কৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মুখে
নামে বুক ভরে যায় অভাব মিটায়
স্বভাব জাগায় মহাসুখে
হরি দীনবন্ধু, চিরদিন বন্ধু, জীবের চির সুখে দুখে
ভজরে অন্ধ চরণার বিন্দ, দুস্তর এ মায়া বিপাকে
ভজ মূঢ়মতি তব চিরসাথী যাঁহার করুণা লোকে লোকে
লীলাময় হরি এসেছে নদীয়া পুরী,
রাধার পিরীতি লয়ে বুকে।

———

রাই শ্যামের নিত্যলীলা নিত্যব্রজে
নব অনুরাগে সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগে
মধুর প্রেম সোহাগে যেন গোপীর প্রাণ বিদরে।
ও…ব্রজ গোপীর প্রেমেতে কদম তলার ঘাটেতে
হাটিতে হাটিতে কৃষ্ণ যায় হায় প্রেম জালায়,
মরি হায় মরি হায় মরি হায়, যমুনারি প্রেম তরঙ্গ
তরঙ্গে মিলায়ে অঙ্গ
ভেসে বেড়ায় শ্যাম ত্রিভঙ্গ রঙ্গিনীর আশায়॥
বৌ নিল বৌ নিল বলে সারা পড়ে গেল গোয়াল পাড়ায়

নতুন কুম্ভির এল যমুনায়,
তরঙ্গে অঙ্গ মিলায়ে ঘাটে ঘাটে চলে ধেয়ে
কুল বধু দেখ্‌লে পরে কুম্ভির এসে নিয়ে যায়॥

আমার হল কি ব্যারাম কেবল হেরি রাম
দূর্বাদল শ্যাম জটাধারী।
বিমান ধরাতে সন্মুখে পশ্চাতে
দক্ষিণ বামেতে রাম ধনুকধারী॥
কোথা গেল তেজ ইন্দ্রিয় নিস্তেজ
কফ পিত্ত বায়ু হইল সতেজ॥
যে মকরধ্বজে নাঙ্গিবে সে তেজে
কালক্রমে সে যে অন্তরে মেলায়॥
সুষুম্না ইড়া পিঙ্গলা ত্রিশিরা
বেগে বহে তারা রাখিতে নারি॥
সম্বিত আবল্যে নয়ন মুদিলে
রাম বলে প্রাণ ওঠে শিহরি।
রাম কষ্ট রোগে রাম কাল ভোগে
রাম বিনে কি আর ঔষধ আছে তারি—
ভাবিলে সে রাম ত্রিদোষ ব্যারাম
কত যে আরাম বলিতে নারি॥

———

কবি গান

রাবণ রাজার মৃত্যু কালে রামের আগমন।
দেখে রূপ পরম ব্রহ্ম স্বরূপ
কেঁদে বলে আমায় বিরোপ হয়োনা এখন।
একবার দাঁড়াও হে রাম কমল আঁখি
নয়ন ভরে তোমায় দেখি—
পরম ব্রহ্ম জ্ঞানেতে, একবার দাঁড়াও হে রাম সাক্ষাতে
আমি অপরাধ করেছি বড়
জন্মিয়াছি নিন্দাকর
আমার সেই অপরাধ ক্ষমা কর
জীবন অন্ত কালেতে॥
কোথায় আমার মন্দধরী কোথায় পুত্রগণ।
সোনার লঙ্কা ত্যজ্য করে ধুলাতে শয়ন
দয়া কর রাম দয়াময় শ্রীচরণে এই ভিক্ষা চাই।
অন্তিম সময় কালে শ্রীচরণে দিও ঠাঁই--
দয়া কর রাম দয়াময় শ্রীচরণে এই ভিক্ষা চাই।

———

রাই শ্যামের নিত্যলীলা নিত্য ব্রজে
নব অনুরাগে সর্বদায়ী জাগে

মধুর প্রেম সোহাগে, যেন কাকে নাহি ত্যাজে
আয় সমা সকল গোষ্ঠেতে কদম তলার ঘাটেতে
হাঁটিতে হাঁটিতে কৃষ্ণ যায়
হায় হায় প্রেম জ্বালায়
মরি হায়! হায়! হায়! পড়ে যমুনায়
কালিন্দীর কাল তরঙ্গ ঐ তরঙ্গে মিশায়ে অঙ্গ
ভেসে বেড়ায় ঐ শ্যাম ত্রিভঙ্গ রঙ্গিনীর আশায়।
বউ ধরা এক কুম্ভীর এল যমুনায়
পাড়ার বউ নিল, বউ নিল, বলে সাড়া পড়েছে—
গোয়াল পাড়ায়
পাড়ার বৌ ঝিয়ারি নিয়ে বেড়ায় বাড়ী বাড়ী
সারি সারি জলে যায়
দাদা সাবধান করে রাখবে বধুরে
কবে জানি কাল কুম্ভীরে খায়
বউ ধরা এক কুম্ভীর এল যমুনায়।

———

প্রহ্লাদ অগ্নিকুণ্ড সাক্ষাৎ হেরে
আসন্ন কাল মনে করে,
বলে আমি কোথা যাই
(আমি) কার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাই।

হায়! হায়!!
পিতা হয়ে বধে প্রাণে
এই দুঃখ কি আমার প্রাণে মানে
দীনবন্ধু হরি বিনে
এই নিদানে আমার বন্ধু নাই।

———

প্রেম কি পুতলিয়া ভজন কররে॥
প্রাণ কি পুতলিয়া ভজন কররে
কোন তোমারি বহিন ভানজি কোন তোমারি মাতা
কোন্ তোমারি সঙ্গ চলেগা কোন বনে গুরু মাতা॥
গঙ্গা হামারি বহেন ভানজি নদী যমুনা হামারি মাতা
পুণ্য হামারি সঙ্গ চলেগা, ধর্ম্ম বনে গুরু মাতা॥
কোন্ তোমারা দেবর লাগত হ্যায় কোন্ তোমারা জেঠ্।
কোন্ তোমারি ননদ লাগত হ্যায় চমকে চার দেশ।
চন্দা মেরা দেওর লাগত হ্যায় সূরজ মেরা জেঠ্
বিজুলি মেরা ননদ লাগত হ্যায় চমকে চার দেশ॥
কোন্ তোমারি সখা লগত হ্যায়
কোন তোমারি সাথী
কোন্ তোমারি পিতা লাগত হ্যায় কোন্ তোমারি পতি।

সত্য মেরা সখা লাগত হ্যায়, ধীরজ মেরা সাথী
পিতা মেরে জগত পিতা হ্যায়, আত্মা মেরে পতি ॥

দ্রঃ—উক্ত গানের "কোন তোমারি" হইতে "মেরে পতি" এই শেষ কয় পংক্তি 'মা' নিজ খেয়ালে মিলাইয়া লইয়া গাহিয়াছেন।)

———

মা আমারে দয়া করে শিশুর মত করে রাখ।
শৈশবের সৌন্দর্য্য ছেড়ে বড় হ'তে দিও নাকো।
শাস্ত্র পড়ে জ্ঞানী হতে সাধ নাই মা আর মনেতে
লুকিয়ে থাকব তোর কোলেতে ডাকতে চাই মা শিশুর ডাক
ক্ষুধা পেলে কাতর স্বরে শিশু যেমন মা মা করে
ভয় পাইলে নাহি ডরে পাইলে মায়ের লাগ
এমনি আমার শিশুর ধারা করে রাখ মা জন্মভরা
শরীর বাড়ুক তায় ক্ষতি নাই মনটী আমার নিও রাম।

———

আমি কি তার সংগ ছাড়া হই,
যে জন কাতর প্রাণে ডাকে আমায় মা কই মা কই।
হৃদয়ে জাগায়ে তাকে নামে প্রাণ মাখা থাকে
আর কিছু না দেখে চোখে এ ব্রহ্মাণ্ডে থাকা বই।

অন্য কথা কয়না মুখে ব্যথিত হয় সে ব্যথিত দেখে
সমান থাকে সুখে দুঃখে লোকের মন্দ শোনে কই।

[শিশু যেমন মাকে ডাকে]

মা ডাকে যার আঁখি ঝরে পারি কি তার থাকতে দূরে
অমনি এসে কোলে লই।

মন মোহনের মন দুরাচার শিশুর মত স্বভাব কই তার
মা ডাকের আর নাই পারাবার মা আমার (ঠিক)
আমি মার কই।

মা ডাক্ শোনেনা দেখা দেয় না
মা বুঝি মোর বেঁচে নাই।
আমি করব শ্রাদ্ধ, হব শুদ্ধ
যদি কৃষ্ণা একাদশী পাই।
আমি হয়েছি কুপুত্র, অতি অপবিত্র
পিতা মাতার যত্ন করি নাই।
আমি করব তিলপাত্র (রে) দিব পিণ্ড মাত্র
দেখাইব আমার কিছু নাই।
পিণ্ড প্রয়োজন মাত্র, জন্মিলে সুপুত্র
শাস্ত্রে আছে শুন্‌তে পাই॥

আমি মাতৃ নিরুদ্দেশে (রে) থাকি কি বিশ্বাসে
বেনা পুরে শ্রাদ্ধ কর্‌তে চাই॥
আমার মন বৃষটী আছে বেঁধে দিব গাছে
টাকার জন্য কোন ঠেকা নাই।
আমি করব্ বৃষোৎসর্গ [রে] যদি পাই স্বর্গ
অপবর্গ হলেও ক্ষতি নাই।
থাক পুরোহিতের মন্ত্র, পুরোহিতের মুখে
মন্ত্র কইলে তন্ত্র ভুলে যাই।
আমার মা মহামন্ত্র (রে) তার মন্ত্র কি স্বতন্ত্র
বাবার তন্ত্রে হেন লিখা নাই॥

———

আমার কি জাতি কি নাম, কোথায় বাসে ধাম
স্থির নাহি তার বলি কি করে।
বলিব কি আর, আমি নাহি কার
কেহ নহে আমার এ তিন পুরে॥
পিতা মাতা হীনা, কেউ ছিল জানি না
কেহত বলে না কোথায় না শুনি।
পতি গুণাধার কপালে আমার
শ্মশানে মশানে হ'ল কি জানি।

সে যাতনা ভুগি হয়ে গৃহ ত্যাগী
সংসার বিবেকী ফিরি বনে বনে।
অনিল সে বনে জীবন ধারণে
আছি একাকিনী প্রীতি সমরে ॥
বল আর কত দিন এমনি করে—
দেখিব না তোমায় প্রাণ ভরে
থাকিয়া থাকিয়া তোমারে
দেখিয়া মনের সাধ মিটে না।
(তাই) দাও দরশন, হে মনমোহন বাহিরে হৃদয় মাঝারে।
পরেরি মতন থাকিব কদিন আসিয়া তোমার সংসারে ॥
ওহে প্রাণনাথ, কর আত্মসাৎ রাখহ আপন করে।
আমি আপনা ভুলেছি প্রাণ সঁপেছি তোমারই হয়েছি দেখনা
তোমারি মতন এখন আপন নাহিক ত্রিজগত মাঝারে
অন্ধেরি মতন সারাটি জীবন ঘুরে ফিরে মরি বাহিরে
ওহে প্রাণ গোবিন্দ দাও প্রেমানন্দ ডুবিব আনন্দ নীড়ে
(আমি) সকল ভুলিব তোমারে ভাবিব সে দিন পাইব করে
কাহারো বারণ আর না শুনিব রাখিব হৃদয় মাঝারে।

———

বাউল একতালা

মিছে তুই ভাবিস মন !
তুই গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা, আজীবন।
পাখীরা বনে বনে, গাহে গান আপন মনে ;
নাই বা যদি কেহ শোনে, গেয়ে যা গান অকারণ।
ফুলটি ফোটে যবে, ভাবে কি কাল কি হবে ?
না হয় তাদের মত শুকিয়ে যাবি গন্ধ করি' বিতরণ।
মন-দুখ চাপি মনে, হেসে নে সবার সনে,
যখন ব্যথার ব্যথীর পাবি দেখা, জানাস প্রাণের বেদন।
আজি তোর যার বিরহে, নয়নে অশ্রু বহে,
হয়ত তাহার পাবি দেখা গানটি হলে সমাপন।

আমরা কারেও ছাড়তে পারব না
এই সব দেবতা তেত্রিশ কোটী।
কারো মনে ব্যথা দেব না দেব না
আমরা সবার গোলাম বটী ॥
বিষ্ণু ছাড়ি ত বৈষ্ণবে মারে রাম ছাড়ি ত হনুমান

শিব ছাড়ি ত ভূতে ঘাড় ভাঙ্গে
কালী ছাড়ি ত ডাকিনী বেটী ॥
আল্লা ছাড়িত মামদয় মারে,
যিশু ছাড়ি মারে ক্রিশ্চান
আউল বাউল দরবেশ ছাড়ি
তাতে নেড়া নেড়ি যায় চটি (এসব দেবতা)
সুর্য্য ছাড়িত গলে পচে মরি
আগুন ছাড়িত কলেরা।
আলোক ছাড়িত আঁধারেতে মরি,
আঁধার ছাড়িত ঘুমটি মাটি ॥
আকাশ ছাড়ি ত বোবা কালা হই
বায়ু ছাড়িলেই অক্কা
দেহের রস রক্ত সব জল হতে হয়
হাড় মাসগুলা হয় যে মাটী ॥
(তারাপীঠে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ মাকে গাহিয়া শুনান)

আমি চল্লেম সেই আনন্দ কাননে।
সংসারের লোক যারে শ্মশান বলে ভয় পায় মনে ॥
ভূতের বোঝা আজকে ভূতে মিশাইবার শুভদিন,
ঘটাকাশে আজ আমার মহাকাশে হবে লীন,

জল যাবে আজ জলাধারে, তেজ যাবে মোর বৈশ্বানরে
রন্ধ্রগত বায়ু যে মোর মিশ্‌বে মহা সমীরণে ॥
তোরা ভাবছিস বিকারে বা দারুণ বিভীষিকার ভয়ে
করছি আমি নানা প্রকার বিকট ভঙ্গী ভীত হয়ে
স্থির চক্ষু দেখে তোরা বলছিস আমায় 'হরিবোল'
আমি ত ভাই স্থির নয়নে দেখছি শ্যামা মায়ের কোল।
ঐ যে উমা সদয় হয়ে, দুই বাহু প্রসারিয়ে
বলছে আমায় আয় রে কোলে, কি ভয় দুরন্ত শমনে।
কণ্টক শয্যা দলে আমি করিব ভাই এপাশ ওপাশ
পাশ ফিরে যে দেখছি চেয়ে, কাটল কি না মায়ার পাশ
ভাই বন্ধু দারা সুত এইবার তো কারাগারে
দারুণ মায়ার শৃংখলে ভাই বেঁধে রেখেছিলো মোরে
তাই, ওরা সব এলে কাছে ভয় পাই আবার বাঁধে পাছে
তাই ত এদিক ওদিক চাই ভাই বিকট আকৃতি বদনে।
শিরঃ কুণ্ঠন হলে মায়ের কাছে মাথা নেড়ে ভাই—
আর হবে না বলে আমি কৃত পাপের ক্ষমা চাই
তোরা ভাবছিস্ মৃত্যুকালে তাই মৃত্তিকায়—শুয়েছি আমি
আমি যে ভাই চারিদিকে দেখিতেছি স্বর্ণভূমি
বৈতরণীর নয় তপ্ত হল, তথা আনন্দ উথলে কেবল

আনন্দময় হংস তায়, পার হচ্ছে সুখ সন্তরণে ॥
আনন্দ তরুতে পাখী আনন্দ সংগীত গায়
আনন্দময় ফুলদল দুলিছে আনন্দ বায়—
ঐ যে নিত্যানন্দপুরী—সে যে কিছু নয় আনন্দ বই
পিতা সদানন্দ সেথা, মাতা যে আনন্দময়ী
যদি কারো লাগে ক্ষুধা খেতে দেয় আনন্দ সুধা
তাই দ্বিজ গোবিন্দের আজ এত আনন্দ মরণে।

আমায় বাঁধ বাঁধ বাঁধ মা
আর আমি পালাব না।
বাধা তো পড়েছি আমি
কোথা যাব বল না!
বাঁধ বাঁধ বাঁধ মোরে
বাঁধ মা কঠিন ডোরে
মা বলে সকাতরে
তোমা পানে চাব না।
(তোর) প্রাণে ব্যথা দেব না।
'মা' 'মা' 'মা' বলে

ডাকিয়ে পরাণ গলে
কত সুধা উথলে মা!
তাকি তুমি জান না?

আমায় দেখা পাগল করে (ব্রহ্মময়ী)।
আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে॥
তোমার প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা
ওমা ভক্তি চিত্তহরা ডুবাও প্রেম সাগরে॥
তোমার এ পাগলা গারদে, কেব হাসে কেহ কাঁদে
কেহ নাচে আনন্দ ভরে;
ঈশা মুশা শ্রীচৈতন্য (ওমা) প্রেমের ভরে অচৈতন্য
হায় কবে হব মা ধন্য, (ওমা) মিশেতার ভিতরে॥
স্বর্গেতে পাগলের মেলা যেমন গুরু তেমনি চেলা
(ওমা তোমার) প্রেমের খেলা কে বুঝিতে পারে।
তুমি প্রেমে উন্মাদিনী, ওমা পাগলের শিরোমনি
প্রেমধনে কর মা ধনী কাঙ্গাল প্রেম দাসেরে॥

হা, রে রে, কানু, বাজায়ে বেণু আয় না ধেনু চরাতে যাই।
(চলনা ধেনু চরাতে যাই), (আয় না ধেনু চরাতে যাই)
(ওরে) গোঠের খেলা, কদম তলা, কিছুই কি তোর মনে নাই!
হা, রে রে, কানু..................ইত্যাদি।

[এ দেখ] পূরব গগনে উজল কিরণে
ভাতিছে ভানু রাঙা দেখা যায়
থাকি থাকি থাকি ডাকিছে পাখী
কোকিল সবে পঞ্চমে গায়
কূল কূল বধু ফুল ভরা মধু
প্রভাতে উঠিয়া প্রণতি জানায়
তোরে লয়ে সাথে যাব বন পথে
খেলব নূতন খেলা, বেলা বয়ে যায়॥
মায়ের কোল ছেড়ে ওঠরে ওঠরে
আমাদের প্রাণ তোর তরে চায়
মলয় পবনে কুসুম কাননে
হেলিয়ে দুলিয়ে চলিয়ে যায়
তোর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপ অনুপমা
মন মোহন তোরে দেখিতে চায়।
বাঁশীটি বাজাবি হাসিটি মেলাবি

যমুনা দোলাবি দেখিব তায়
তোর গাল ভরা হাসি বড় ভালবাসি
নাচিয়ে নাচিয়ে আয় রে আয়
আয় রে কানাই আয় আয় আয়
গোঠে যাবার সময় হ'ল, বেলা বয়ে যায়
ধেনুরা সব ক্ষিপ্ত প্রায় বনে ইতি উতি ধায়
সামাল সামাল ডাকছে রাখাল সামলানো দায়
বনমালা গল ধর রাংগা পায়ে নুপুর পর
রুনু রুনু ঝুনু ঝুনু বাজাইতে আয়
চল কানাই ত্বরা করি বংশী লাও হে বংশীধারী
সাধা বাঁশী রাধার নাম শুনে প্রাণ জুড়াই
সবাই বড় আশা করে এসেছি হে তোর দুয়ারে
কালো বরণ দেখব বলে এদিক ওদিক চাই।

—[★]—

সুরধুনী তীরে ওকে হরি বলে নেচে যায়!
যায়রে কাঁচা কাঁচা সোনার বরণ
চাঁদের কিরণ মাখা গায়।
শিরে চূড়া শিখিপাখা, রাধা নাম সর্ব অংগে লেখা
ও তার নয়ন বাঁকা ভঙ্গি বাঁকা বাঁকা নুপুর রাংগা পায়।

যে তনয় দেখেছি যারে বিমল যমুনার তীরে
[সে ত] এমনি করে বাঁশী ধরে মজাইত গোপিকায় গোপিকায়।
বিশ্বরূপ কহে ফুকারি ফুকারি চিনি চিনি মনে করি
ও তার বরণ দেখে চিনতে নারি স্বভাবে পাই পরিচয়।

————

মন চল যাই রজকের ঘাটে।
চৈতা ধোপা দিচ্ছে ভাটি
নিতাই গঞ্জের ঘাটে।
[মন রে ওরে অবোধ মন!]
পাঁচ রকমের সাজি মাটি
পরিপাটি ঘাটে—
ভাটি বেলায় ভাটি দিলে
ভাটির ফল কি ঘটে!
মন চল যাই………………।
বেদ বিধি সব তেলের দাগে
মন বসনে রটে
আড়ি করে বাড়ী দিলে
বসন যায় যে ফেটে।
মন চল যাই………………।

[দাদামহাশয়ের মুখে শুনিয়া মা এই গান গাহিতেন।]

ওগো, ও বাজীকরের মেয়ে, তোর যা কিছু তা সবই গোল !
তোমার কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা এ ভেল্কি বোঝাও গণ্ডগোল।
সূর্য চন্দ্র গ্রহতারা, আর এ-ধরাখানিও করলি গোল
তোমার আস্ত গোলের ভেল্কি দিয়ে এই বুড়ো বাবাকে করেছো পাগল
মা তুমি যে আলোতে ফুটিয়ে হাসি সাজাও সাধের রংমহল
আবার সেই আলোতেই শ্মশান ঘাটে কান্নাকাটির উঠাও রোল
যে পথে মা শুনাও তুমি বাজিয়ে বিয়ের সানাই ঢোল
আবার সেই পথেই মা শুনতে পাই গো গঙ্গা-যাত্রার হরিবোল
ওগো ও বাজীকরের মেয়ে কাতর হয়ে কইছে রাধা
ওমা তোর ভেল্কি ভয়ে হয়ে বিহ্বল
আমার ভেল্কি দেখার সাধ মিটেছে মা দাও মা এবার
শান্তি বোল

[একবার তারাপীঠে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ উল্লিখিত গানটি মার উদ্দেশ্যে রচনা করেন। এবং নিজেই মাকে গানটী গাহিয়া শোনান]

ধর লও ধর লও লওরে কিশরীর প্রেম নিতাই ডাকে আয়।
নিতাই ডাকে আয় আয় গৌর ডাকে আয়।
শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবুনা ফুরায়।

পার ভাঙ্গিয়ে ঢেউ লাগিল গোরাচাঁদের গায়।
প্রেম নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র আপনি বিলায়।
প্রেম যে যত চায় সে তত পায় তবু না ফুরায়।

———

হরিবল মন নিকটে শমন যাবে জীবন রবে না।
ডাকার মত করে ডাকো যদি তারে
[তা হ'লে] শমনে শমন জারি করবে না॥

———

"নগরে নদের ঘরে ঘরে, উঠল রে রব মধুমাখা
হরে কৃষ্ণ হরে।"
হরি নাম শুনিলে প্রেম উথলে অন্তরে। [হরিনামে
কত পাষাণ গলে, মধুর হরিনামে শুক্‌ন ডালে
মুকুল মেলে [আরে ও ওরে মধুর হরি নামে]।
[মধুর হরি নামে মরুভূমে জোয়ার খেলে, মধুর
হরি নামে আঁধার ঘরে মানিক জ্বলে]।
গৌর নিতাই আসিয়ে তু'ভাই সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে,
হরি নাম গাইয়ে প্রেম বিলায়ে
বেড়ায় নগর দিয়ে, (বলে হরিবল, বল

হরিবল, বলে হরিবল, বল হরিবল) ; (যেখানে
যে আছে, ডেকে আনে কাছে, যেচে যেচে
বলে হরিবল, ভবে হরিনামের কাছে, আর
কি ধন আছে, নেচে নেচে সবে হরি বল ; দু'টী
বাহু তু'লে একবার হরিবল, হবে ইহকাল পরকাল
ভাল) ; বাজে খোল করতাল সকাল বিকাল,
কালাকাল ভেদ নাইরে।
অন্ধে চড়ে খোঁড়ার কান্ধে [গউর] রূপ
দেখিতে ছুটে (এমন মধুমাখা নাম, কে করে গান,
তার রূপ দেখিতে, হায় গো ও তার রূপ দেখিতে,
কে গো হরি বলে, এমন সুধা ঢালে (এমন মন
প্রাণ আকুল করে), তারে আয় দেখে আসি সকলে।
(অন্ধ বলে) আমার আন্ধা আঁখি আজ খুলে গেল,
বুঝি কাঙ্গাল বলে তার দয়া হল (এত দিনের পরে)
হরিনাম গাইতে আসিয়ে পথে বোবার কথা
ফুটে, (বলে হরিবল, বল হরিবল, বলে হরিবল,
বল হরিবল) ; মিলে মুনিবে চাকরে, ঠাকুরে নফরে,
সবে নাচে গায়, বলে হরিবল, এসে গুরু-শিষ্যে
মিলে, ব্রাহ্মণে চণ্ডালে বাহু তুলে বলে হরিবল।

মিলে রাখাল বালকে, ভূপাল কৃষকে, গাইছে
পুলকে হরিবল ; যত দোকানী পশারী, ধায়
সারি সারি, মুখে বলে হরি হরিবল। নামে
ছোট বড়, সকল সমান করে, বাঁধে প্রাণে প্রাণে
একই তারে) ; কত কাঁকের কলসী রাখিয়ে
ঘাটে, কুল-বধু ধায়রে (হরিবল হরিবল বলে)।
যারা নামে বিজ্ঞ কাজে অজ্ঞ, বাজে
তর্ক করে, এমন কতশত কীর্ত্তনবাদী গড়ায় ধুলায়
পড়ে (বলে হরিবল, বল হরিবল ; বলে হরিবল,
বল হরিবল) কত স্বদেশী বিদেশী, দণ্ডী কি
সন্ন্যাসী, আসি দলে মিশি বলে হরিবল,
ছেড়ে ধনের গৌরব, মনের কৈতব, (যত) ধনী
মানী বলে হরিবল ; তরে ধনে মানে, আর কি
রাখতে পারে, যার মন ডুবেছে (হরি) প্রেম
সাগরে ; নামে ভাঙ্গিল গুয়ান, হিন্দু মুসলমান,
ভেদাভেদ জ্ঞান নাইরে।
আজ আছি বড় কাজের ভিড়ে,
কাল বলিব হরি, সবে এই বলিয়ে, মন বুঝায়ে থাকি
হেলা করি, (কত মাস যায় কত বছর যে যায়, তবু

কাল ফুরায় না, হায় গো তবু কাল ফুরায় না, কত
মাস যায় কত বছর যে যায়, দিন গন্‌তে গন্‌তে)
যদি আজ কাল বলে মিছে দিন খোয়ালি, (এখন
হরি সাধন না করিলি ; তোর আপনা কপাল
আপনি খালি (হরি না ভজিলি) ; বলা হয় না,
বলা হয় না, হরিনাম বলা হয় না : (কেবল খেলিতে
বেড়িতে লিখিতে পড়িতে শৈশব চলিয়ে গেলে ;
থাকে বিনাসেতে মন, হরিনাম সাধন, হয় না
যৌবন কালে। শেষে তৃতীয় বয়সে, অলসে অলসে
হয় না হরিনাম বলা, যখন তনু অন্তকালে ধরে
এসে কালে, কি করা যায় সেই বেলা (পরকালের কর্ম)
ঐ নাম আজ না নিলে, আর নিবি কবে ভবে আর
কি এমন জনম হবে), যদি আজ হয়ে যায়
শমন জারি কার হরি কে কয়রে [কথা কইতে
কইতে যদি দেখতে দেখতে]।

———

নিত্য প্রভাতী কীর্তন

শ্রীশ্রীমাতৃ ধ্যান।

ওঁ ধৃত সহজ সমাধিং বিপ্রতীং হেমকান্তিং
নয়ন সরসিজাভ্যাং স্নেহরাশিং কিরন্তীং।
মনসি কলিত ভক্তিং ভক্তমানন্দয়ন্তীং,
স্মিতজিত শরদিন্দুং মাতরং ধীমহীহ॥

তপনসকল কল্পং কল্পবৃক্ষোপমানং
শরণগত জনানাং তারকং ক্লেশ পাশাৎ।
হৃদয় কমল মধ্যে স্থাপয়িত্বেহমাতু
বিহিত বিবিধকল্পং পাদপীঠং ভজামঃ॥

———

ভজমা আনন্দময়ী জপমা আনন্দময়ী
গাওমা আনন্দময়ী নাম রে॥
ভজ মা জপ মা, গাও মা বল মা ভজ মা জপ মা॥
মা মা মা মা মা মা মা মা, মা মা মা মা মা মা মা।

———

জয় শিব শঙ্কর বম্ বম্ হর হর
হর হর হর হর হর হর হে
হরে মুরারে রাম রাম হরে হরে
রাম রাম রাম হরে
জয় রাম রাম রাম হরে॥

শ্রীগুরু স্তবাষ্টক

ভব সাগর-তারণ কারণ হে,
রবি নন্দন-বন্ধন খণ্ডন হে,
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে
গুরুদেব দয়া কর দান জনে ॥

হৃদি কন্দর তামস ভাস্কর হে
তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥

মন-বারণ শাসন অঙ্কুশ হে,
নর ত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে,
গুণগান পরায়ন দেবগণে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥

কুল কুন্তলিনী ঘুম ভঞ্জক হে,
হৃদি গ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে,
মম মানস চঞ্চল রাত্রদিনে
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥

রিপু-সূদন মঙ্গল নায়ক হে,

সুখ শান্তি বরাভয় ছায়ক হে,

এয় তাপ হরে তব নাম গুণে,

গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥

অভিমান-প্রভাব বিমর্দ্দক হে,

গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে,

চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে,

গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥

তব নাম সদা শুভ সাধক হে

পতিতাধম মানব পাবক হে,

মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে,

গুরুদেব দয়া কর দীন হে ॥

উদয় সদ্‌গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে,

ভব রোগ বিকার বিনানন্দক হে,

মন যেন রহে তব শ্রীচরণে

গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥

———

প্রণাম মন্ত্র

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন করাচরং ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

গুরুরব্রহ্মা গুরুরবিষ্ণু হর দেব মহেশ্বর
গুরু সাক্ষাৎ পরম্ ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

গুরোর্মধ্যে স্থিতা মাতা, মাতৃ স্থিতো গুরুঃ ।
গুরোর্মাতা নমস্তেহস্তু মাতৃ গুরুং নমাম্যহম্ ॥

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব ॥

অসতোমা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গয়া আবিরাবির্ম এ ধি ॥

ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধী সাক্ষিভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণ রহিতং সদ্‌গুরুং ত্বাম নমামি ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গঁল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোস্তুতে ॥
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশান্ শক্তিভূতে সনাতনী।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোস্তুতে ॥
শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্ব্যার্তি হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে ॥

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণ ত্রয় হেতবে
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বংগতি পরমেশ্বর ॥

সদ্য পাতক সংহন্ত্রী সদ্যত্বঃখ বিনাশিনী
সুখদা মোক্ষদা গংগা গঙ্গৈব পরমাগতি ॥
রামায় রামচন্দ্রায় রাম ভদ্রায় বেধসে
রঘু নাথায় নাথায় সীতায়া পতয়ে নমঃ ॥
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরায় পরমাত্মণে
প্রণতঃ ক্লেশ নাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥

ভবতাপ প্রণাশিণ্যা আনন্দঘনমূর্তয়ে
জ্ঞান ভক্তি প্রদায়িণ্যৈ মাতস্তুভ্যং নমোনমঃ।

যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ
পূর্ণ ভবতু তৎসর্বং তৎপ্রাসাদান্মহেশ্বরি ॥
ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে
ওম শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওম্ তৎসৎ ॥

সান্ধ্য কীর্তন

মাতৃ ধ্যান। (পূর্ব্ববৎ)

(জয়) হৃদয়বাসিনী শুদ্ধা সনাতনী
(শ্রী) আনন্দময়ী মা।
ভুবন উজলা জননী নির্মলা
পূণ্য বিস্তারিনী মা ॥
রাজ রাজেশ্বরী স্বাহা স্বধা গৌরী
প্রণব রূপিণী মা।
সৌম্যা সৌম্যতরা সত্যা মনোহরা
পূণ্য পরাৎপরা মা ॥
রবি শশ কুণ্ডলা মহাব্যোম কুণ্ডলা
বিশ্বরূপিণী মা।
ঐশ্বর্য্য ভাতিমা মাধুর্য্য প্রতিমা
মহিমা মণ্ডিতা মা ॥
রমা মনোরমা শান্তি শান্তা ক্ষমা
সর্ব্বদেবময়ী মা।
সুখদা বরদা ভকতি জ্ঞানদা
কৈবল্য দায়িণী মা ॥

বিশ্ব প্রসবিনী বিশ্বপালিনী

বিশ্ব সংহারিণী মা।

ভঁক্ত প্রাণরূপা মূর্ত্তিমতী কৃপা

ত্রিলোক তারিণী মা ॥

কার্য্য কারণ ভূতা ভেদা ভেদাতীতা

পরমা দেবতা মা।

বিদ্যা বিনোদিনী যোগিজন রঙ্গিনী

ভব ভয় ভঞ্জিনী মা ॥

মন্ত্র বীজাত্মিকা বেদ প্রকাশিকা

নিখিল ব্যাপিকা মা।

সগুণা স্বরূপা নির্গুণা নিরূপা

মহাভাবময়ী মা ॥

মুগ্ধা চরাচর গাহে নিরন্তর

তবগুণ মধুরিমা।

(মোরা) মিলি প্রাণে প্রাণে প্রণমি শ্রীচরণে

জয় জয় জয় মা ॥

ডাকো মা মা মা মা মা মা মা,

বলো মা মা মা মা মা মা মা।

ভজ মা মা মা মা মা মা মা। জপ মা মা মা মা মা মা মা

ডাকো বলো গাও ভজ জপ মা মা মা।

———

জয় শিব শঙ্কর বম্ বম্ হর হর ॥

———

হরি বোল হরি বোল হরি বোল হরি বোল

———

জয় রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে।

জয় রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে,

বল রাধে রাধে রাধে গোবিন্দ জয়

জয় রাধে শ্রীরাধে জয়, রাধে রাধে রাধে গোবিন্দ জয়।

গোপাল জয় গোবিন্দ জয়, রাধে রাধে রাধে গোবিন্দ জয়

বোলো রাধে গোবিন্দ রাধে।

———

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।

যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।

গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন ॥

নমঃ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত সীতা

হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা ॥

জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।

শ্রী জীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।

এই ছয় গোঁসাইয়ের করি চরণ বন্দন।

যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥

এই ছয় গোঁসাই যাঁর তার মুই দাস।

তা সবার পদ রেণু মোর পঞ্চগ্রাস ॥

তাদের চরণ সেবি ভক্তমনে বাস।

জনমে জনমে হোক এই অভিলাশ ॥

এই ছয় গোঁসাই যবে ব্রজে কৈলা বাস।

শ্রীরাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ ॥

মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন ॥

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।

হরি নাম সংকীর্তন গাহেন নরোত্তম দাস।

———

আনন্দময়ী মায়ে প্রেমময়ী মায়ে
অতি অদ্ভূত মধুরময়ী আনন্দময়ী মায়ে মায়ে
দয়াময়ী স্নেহময়ী, কৃপাময়ী করুণাময়ী
মধুময়ী অমৃতময়ী প্রেমময়ী শান্তিময়ী
চিন্ময়ী আনন্দময়ী মায়ে মায়ে মায়ে।

আরতির গান

ওঁ জয় জগদীশ হরে প্রভু জয় জগদীশ হরে।
ভক্ত জনোকে সঙ্কট ক্ষণমে দূর করে।।
যো ধ্যাওয়ে ফল পাওয়ে দুঃখ বিনসে মনকা।
সুখ সম্পতি ঘর আওয়ে কষ্টমিটে তনকা।।
মাতা পিতা তুম মেরে শরণ গহু ম্যায় জিসকী।
তুম বিনা ঔরন দুজ্জ্: আশ করু জিসকী।।
তুম পুরণ পরমাত্মা তুম অন্তর্য্যামী।
পারব্রহ্ম পরমেশ্বর তুম সবকে স্বামী।।
তুম করুণাকে সাগর তুম পালন করতা।
ম্যায় সেবক তুম স্বামী কৃপা করে ভরতা।।
তুম হো এক অগোচর সবকে প্রাণপতি।
কিসবিধ মিলু দয়াময় তুমকো ম্যায় কুমতি।।

দীনবন্ধো দুঃখ হরতা তুম ঠাকুর মেরে।
আপনা হাত বাড়াও দ্বার পরয়ো তেরে॥
বিষয় বিকার মিটাও পাপ হরো দেবা।
শ্রদ্ধা ভক্তি বড়াও সন্তন কি সেবা॥

বড়হংস সারঙ্গ—চৌতালা

(তাঁরে) আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ।
আসীন সেই বিশ্ব শরণ, তাঁর জগত মন্দিরে॥
অনাদি কাল অনন্ত গগন, সেই অসীম মহিমা মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ নন্দ নন্দরে॥
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি, পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,
কতই বরণ কতই গন্ধ, কত গীতি কত ছন্দরে॥
বিহগ গীত গগন ছায়, জলদ গায় জলধি গায়,
মহাপবন হরষে ধায়, গাহে গিরি কন্দরে।
কত কত শত ভকত-প্রাণ, হেরিছে পুলকে গাহিছে গান,
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে মোহ বন্ধ রে॥

জয় অম্বে গৌরী মাইয়া। জয় মঙ্গল মূরতী মাইয়া॥
তুমকো নিশদিন ধ্যাওত হরি ব্রহ্মা শিবজী।

মাঙ্গ সিন্দুর বিরাজত টিকা টিকা মৃগ মদকো ॥
কানন কুন্তল শোভিত নাশাগ্রে মতি
কোটিক চন্দ্র দিবাকর রাজত
রাজত সম জ্যোতি ॥
সিন্দুর কী খালি জয় কেশর কি প্যালী
গোলাব গেন্ধা চম্পা জুঁহি
লাওত ভেট চঢ়াওত নারী প্যারি হরিয়ালি ॥
গাওত সবজন আরতি শ্রীমাতাজী কো।
সেবা করকে গাওয়ত প্রেম ভকতি দেবন কো ॥

———

ওঁ জয় শিব ওঁকারা স্থর শিব ওঁ কারা
ব্রহ্মা বিষ্ণু সদাশিব অর্দ্ধাঙ্গী গৌরী ওঁজয় শিব ওঁ কারা ॥
একানন চতুরানন পঞ্চানন রাজে হে শিব পঞ্চানন রাজে।
হংসাসন গড়ুড়াসন বৃষবাহন সাজে ওঁ জয় শিব ওঁ কারা ॥
দোভুজ চার চতুর্ভূজ দশভূজ তে শোহে হেশিব দশভুজ দোহে।
তিনো রূপ নিরকতা ত্রিভুবন জন মোহে ওঁ জয় ॥
তক্ষমালা বন মালা মুণ্ডমালাধারী হে শিব মুণ্ডমালাধারী
চন্দন মৃগমদ শোহে ভালে শশধারী ॥
শেতাম্বর পীতাম্বর বাঘাম্বর অঙ্গে হে শিব বাঘাম্বর অঙ্গে

ব্রহ্মাদিক সনকাদিক প্রেতাদিক সঙ্গে··· ॥

করমে শ্রেষ্ঠ কমণ্ডল চক্র ত্রিশূল ধরতা হে শিব চক্র··· ।

জগকর্ত্তা জগ হর্ত্তা জগ পালন কর্ত্তা··· ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু সদাশিব জানত অধিবেকা হে শিব··· ॥

প্রণবাক্ষর মধ্যে তিনোঁথী একা ॥

(জয়গুণ) ইয়ে শিবজী কী আরতি যো কই গাওয়ে

কহত শিবানন্দ স্বামী মন বাঞ্ছিত ফল পাওয়ে।

ওঁ জয় শিব ওঁ কারা ॥

লুট

চাই আনন্দ চাই প্রেম, চাই হরির নাম নিবিকে

হরির নামের দেরিওয়ালা নিতুই নিতুই যায় ডেকে

আলো করে গংগার ঘাট ঐ মিলেছে চাঁদের হাট

তোরা দেখবি যদি শ্যাম চাঁদের হাট চোখের কপাট খুলে দে

সহজ ঠাকুর সহজ নাম সহজ তাহার সকল কাম

সহজ সাধন সহজ তার প্রেম সহজ হলে পায় তাঁকে।

হরিনামের মণ্ডা মিঠাই, লুটায়ে দিয়ে যায় নিতাই

আমরা সবাই আয় লুটে যাই, ঐ হরি নাম গাই সুখে।

———

হরি নামের লূট দিচ্ছে নিতাই, জীবের ভাগ্যের সীমা নাই
আয় পারে ভাই সবাই মিলে নিতাইয়ের কাছে যাই
(বাহু তুলে, হরি বল)
আয় নারে ভাই নাম লুটে খাই পারের ভাবনা নাই।

দিদিমার রচিত গান।

আর কিছু মা চাই না শ্যামা চাই শুধু চরণ দুখানি।
রবির সুতে বাঁধবে যখন দিস্ গো মা তুই অভয় বাণী ॥
যখন নিতে আসবে শমন হাত বাড়ায়ে ধরবি তখন
লুকিয়ে লুকিয়ে যাস নি মাগো দিস গো তোর চরণ খানি ॥
দশেন্দ্রিয় হবে অচল তোকে ডাকবার থাকবে না বল
কেমন করে ডাকব তোরে শিখায়ে দিস্ কানে কানে

জয় শিব শম্ভু, হে শিব শম্ভু, বৃহবাহন দিগম্বর হে।
শিঙ্গা ডমরু ত্রিশূল ধারী বম্ বম্ বোলে ডমরু বাজিছে ॥
শিরে জটা, কণ্ঠে বিষধর, কৈলাশ শিখরে বাসিন্দ হে
ভস্ম ভূষিত অঙ্গ, ঢুলু ঢুলু আঁখি ভূতপ্রেত সংগে নাচিছে হে ॥
কার্তিক লক্ষ্মী সরস্বতী ক্ষুধাননে কাতরে কাঁদিছে হে
সংগে ভগবতী, সবাই স্থির মতি তারি সংগে কলহ করিছে হে ॥

এসেছ মা বিশ্ব মাঝে ব্রহ্মময়ী নাম রটায়ে।
অচিন্ত্য রূপেতে আছ হৃদয় মাঝে লুকায়ে॥
তোর জগতে হাট বসায়ে তুই রইলি মা মুখ লুকায়ে
ডুবু ডুবু হ'ল জগৎ একবার তুই মা দেখ না চেয়ে॥
তোমারই ঘর তোমার বাড়ী,খাস্ তা লোকে বসত করে
[মোরা] ভূতের ব্যাগার খেটে মরি তোমাকে মা না চিনি॥
ষড় রিপুর মায়ার জালে তোমাকে মা রইলাম ভুলে
মাগো জাগিয়ে দেখা কুণ্ডলিনী নাভি মূলে চরণ তুলে॥
তোমার ঐ চরণ স্পর্শে শ্বাস চলিবে উর্দ্ধ পাশে
ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়ে অভয় পদে নাও মিশায়ে
ক্ষুধা ত লেগেছে শ্যামা খেতে মোরে দাও না মা
মাখন ছানা সর ননী, তোর কাছে মা চাই না আমি
সুধা পান করায়ে দেমা উদর পুরে শ্যামা॥
সুধার ভাড় তোমার ঘরে, মিলবে না আর কারো দ্বারে
ভাণ্ড কেন লুকায়ে রাখ কাহার-ই ডরে শ্যামা
ক্ষুধার জ্বালায় আকুল হয়ে ধরায় পড়ে রই লুটায়ে
তোর নামে কলঙ্ক রবে শ্যামা যাই যদি মরে শ্যামা।

———

কৃষ্ণ কেশব হরি নারায়ণ
কালীয়া দমন কারী।
দেবকী নন্দন খগেন্দ্র বাহন
পুতনা নিধনকারী।
বলিকে ছলিতে হরি আসিলেন বামন রূপ ধরি
স্বর্গ মর্ত পাতাল মস্তক জুড়ি।
ইন্দ্র বস্ত্র দমন গোপী জন রমন
গিরী গোবর্দ্ধন ধারী।
শ্রীনন্দের নন্দন বকাসুর নিধন
বৃহৎ দেহ রূপ ধারী।
হিরন্য নাসন প্রহ্লাদ উদ্ধারণ
নৃসিংহ রূপ ধারী॥

———

কোথায় হরি দীনবন্ধু দীনে দয়া কর না
সাধ করে আনলি ভবে কভু সাড়া মিলে না
বনে খুঁজি মনে খুঁজি তবু দেখা পেলাম না।
তোমার শ্রীচরণ বিনে ধেরজ না মানে প্রাণে
কাঙ্গাল বলে তুমি মোরে পায়ে ঠেলে ফেল না।
তোমার চরণ পাবার আশে খেয়া ঘাটে রইলাম বসে
তুমি মোর কাণ্ডারী হয়ে এবার পারে নাও না।

———

ভুল ভুল ভুল সকলি ভুল
ভুল ভাঙ্গিতে লাগে গুল।
ভুল ভাঙ্গিবার ভাবনা ভেবে
মন হয়ে যায় ব্যাকুল।
মনে ভাবি বলব সত্য .
বুদ্ধি এ করে বীরত্ব
ছয়টা রিপু ছয় দিকে যায়
জেগে ওঠে গণ্ডগোল॥
সুক্ষ্মরূপে আছেন যিনি
কাউকে দেখা দেন না তিনি
এক মিনিটে দেহ ছাড়ে
কান্নাকাটির পড়ে রোল।

———

দুর্গা দেবী বসো পূজার ঘরে
সিংহবাহন খাঁড়া হস্তে দেখিব তোমারে॥
লক্ষ্মী আর সরস্বতী কার্তিক গণেশ
শিবের পার্শ্বে মহাদেব শোভিয়াছে বেশ
বাঘছাল পরিধান হস্তেতে ত্রিশূল
বম্ বম্ বম্ বলে বাজাচ্ছে ডুম্বুর॥

হংস পেচক সাথে সাথে ইন্দুর ও ময়ুর
পদতলে শোভিয়াছে অসুর মহিষাসুর ॥
পদ্ম অর্ঘ দিয়া তোমার করিব বরণ
পুষ্প দুর্বা বিল্বদলে পূজিব চরণ ॥
ভোগ নৈবেদ্য সাজায়ে করব নিবেদন
ধূপ দীপ আরতি দিয়ে করিব পূরণ ॥

———

চিত্তেরি স্পন্দনে রয়েছি বন্ধনে মনত খুলিতে পারে না।
ওরে অবোধ মন সদাই করিস্ বিচরণ
দেশে বিদেশে তোর কভু নাই মান্য
আবার নীরবে আসিয়ে হৃদয়ে বসিয়ে
করিস্ নানা ছলের মন্ত্রণা
দেহ মধ্যে ছয়টা রিপু বলিয়ান
বুদ্ধির সংগে যুদ্ধ করে অবিরাম
তবু ত না কভু পাইলাম বিরাম
কারও কথা কেহ শোনে না ॥
সুক্ষ্ম রূপে আছে দেহের সারথী
সে তুষ্ট থাকিলে না হয় অধোগতি
সে যে সত্য সনাতন, নিত্য নিরঞ্জন
তারে কভু মন ভুল না।

———

নাম

গণেশ ঃ জয় গণেশ জয় গণেশ জয় গণেশ জয় গণেশ নমঃ
জয় গণেশ জয় গণেশ জয় গণেশ জয় গণেশ নমঃ
সিদ্ধিদাতা জয় গণেশ পার্বতী সুত জয় গণেশ।

গুরু ঃ জয় গুরু জয় মা, জয় গুরু জয় মা।
ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং
ন গুরোরধিকং শামন্বা।
গুরবে নমঃ, শ্রীগুরবে নমঃ শ্রীগুরবে নমঃ
গুরু কৃপাহি কেবলম্। শরণাগতোহম্ শরণ্যে।

নারায়ণ ঃ নারায়ণ নারায়ণ নমো নমো নমো নারায়ণ।
মধুসূদন বামন গরুড়-বাহন কংশকেশী নিসূদন
হরি কংসকেশী নিসূদন, হরি কংসকেশী নিসূদন
হরি কংসকেশী নিসূদন ॥
মুকুন্দ মুরারী বিপিনচারী গোলকবিহারী গোবর্দ্ধনধারী
গোপাল গোবিন্দ গকুলচন্দ কমলারমণ জনার্দ্দন
হরি কমলারমণ জনার্দ্দন [৩বার] ॥
শঙ্খ চক্রধর ত্রিভঙ্গ ঠাম, চাঁচর-কেশ বরণ শ্যাম
শিরে শিখিচূড়া, বাস পীত ধরা, নূপুর-রঞ্জিত শ্রীচরণ
হরি নূপুর-রঞ্জিত শ্রীচরণ [৩বার] ॥

গলে বনমালা কৌস্তুভ হার, পতিতপাবন দীন দুঃখহর,
যুগ অবতার, ভূভারহারী অসুর নাশন কারণ
হরি অসুর নাশন কারণ [৩বার] ॥
শ্রীকৃষ্ণ কেশব মদনমোহন যাদব মাধব শ্রীনন্দ নন্দন
শ্রীরাধা রমণ গোপীজন বল্লভ মোহিনীমোহন নারায়ণ
হরি মোহিনীমোহন নারায়ণ [৩বার] ॥

কীর্ত্তন

নারায়ণম্ ভজ নারায়ণম্
সত্যনারায়ণম্ শিব নারায়ণম্ ।
পঙ্কজ বিলোচন নারায়ণম্
ভক্ত সঙ্কট বিমোচন নারায়ণম্ ॥
অজ্ঞান নাশক নারায়ণম্
ভক্ত সুজ্ঞান পোষক নারায়ণম্ ॥
করুণা পয়োনিধি নারায়ণম্
তব শরণাগত নিত্যং নারায়নম্ ॥
শ্রীমন্ নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ
লক্ষী নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ ॥
নারায়ণ নারায়ণ ওঁম্ ওঁম্, নারায়ণ নারায়ণ ওঁম্
ওম্, নারায়ণ নারায়ণ ওঁম্ ওম্ নারায়ণ নারায়ণ
ওম্ ওম্ ।

শ্রীনারায়ণ হরি নারায়ণ
শ্রীহরি নারায়ণ নারায়ণ ॥

কৃষ্ণ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম
শ্রীরাধে গোবিন্দ।

কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ
বাসুদেব।

গোপাল জয় জয় গোবিন্দ জয় জয় রাধারমণ হরি
গোবিন্দ জয় জয়।

গোবিন্দ হরে গোপাল হরে জয় জয় প্রভু দীন
দয়াল হরে।

জয় গোবিন্দ জয় গোপাল, কেশব মাধব দীন দয়াল
হে মধুসূদন হে নন্দলাল বংশীধর শ্যাম মদনগোপাল।

গোবিন্দ গোবিন্দ মাধো মাধো রাধে রাধে জয়।

ভজ কৃষ্ণ গোবিন্দ শ্রীমধুসূদন রাম নারায়ণ হরে
ভজ রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ হরে।
ভজ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম
রাধামাধব রাধিকা নাম।
জয় জয় জয় হরি নারায়ণ জয় গোপীজন বল্লভ জয়।
শ্রীকৃষ্ণ কেশব রাধামাধব সাধন দুর্ল্লভ জীবনবল্লভ।
জয় জয় জয় জয় জয় জয় জয় গোপীজন বল্লভ জয়।
জয় শ্রীরাধে জয় নন্দ নন্দন জয় জয় গোপীজন
মন রঞ্জন।
হরি নাম জপো পরমার্থ এহি ঘুটে জন ব্যবহারী।
ভবতাপ হর মন শান্ত কর পিয়ো প্রেমামৃত ধারা।
গোপ গোবিন্দ গোকুলানন্দ জয় গোবিন্দ রাধে।

রাম

[নাম]

শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম।
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম।
সীতারাম সীতারাম ভজ প্যারে তু সীতারাম।
জয় হনুমন্ত রাম রাঘবারে
অসুর নিকন্দন রাম দুলারে, রাম দুলারে রাম দুলারে।

সীতাপতি সুন্দর রাজা রাম

ভক্ত জনাশ্রয় রাঘব রাম।

জয় বল শ্রীরাম কী জয় বোলো হনুমান কী।

রাম জপ রাম ভজ রে মন।

রাম গাহ রাম ভজ রে মন॥

শিব

(নাম)

হর হর হর হর হর মহাদেব

হর হর হর হর হর মহাদেব।

হর হর হর হর হরায় নমঃ ওম্

শিব শিব শিব শিব শিবায় নমঃ ওম্।

শিব

শিব শিব সুন্দর, শিব অতি সুন্দর

হে জগদীশ্বর দয়া কর॥ (কীর্ত্তণ)

হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেব দেব

গঙ্গাধর প্রমথ নায়ক নন্দিকেশ।

বাণেশ্বরান্ধ করিপোহর লোকনাথ

সংসার দুঃখ গহনাৎ জগদীশ রক্ষ॥

কৈলাস শৈল বিনিবাস বৃষাকপেহে
মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস।

নারায়ণ প্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ
সংসার দুঃখ গহনাৎ জগদীশ রক্ষ ।।

বিশ্বেশ বিশ্ব ভবনাশ্রয় বিশ্বরূপ
বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈক গুণাভিবেশ

(হে বিশ্ব বন্ধ) করুণাময় দীনবন্ধো
সংসার দুঃখ গহনাৎ জগদীশ রক্ষ ।।

কি আর চাহিব বল হে মোর প্রিয়
শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।

বলিব না রেখ সুখে, চাহ যদি রেখ দুঃখে
তুমি যাহা ভাল বোঝ তাই করিও ।।

যে পথে চালাবে নিজে, চলিব চা'ব না পিছে
আমার ভাবনা প্রিয় তুমি করিও ।।

(দেখ) সকলে আনিল মালা
ভকতি চন্দন থালা,

আমার যে শূণ্য ডালা
তুমি ভরিও ।।

নারায়ণ।

(নাম)

নারায়ণম্ ভজ নারায়ণম্

সত্য নারায়ণম্ শিব নারায়ণম্।

পঙ্কজ বিলোচন নারায়ণম্

ভক্ত সংকট বিমোচন নারায়ণম্॥

অজ্ঞান নাশক নারায়ণম্

ভক্ত সুজ্ঞান পোষক নারায়ণম্।

করুণা পয়োনিধি নারায়ণম্

ভব শরণাগত নিত্য নারায়ণম্॥

নারায়ণ নারায়ণ ওম্ ওম্

নারায়ণ নারায়ণ ওম্ ওম্

নারায়ণ নারায়ণ ওম্ ওম্

নারায়ণ নারায়ণ ওম্ ওম্

গৌর সঙ্গীত

জয় গৌর হরি জয় গৌর হরি

জয় জয় শচীনন্দন গৌর হরি।

জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন নদীয়া বিহারী।

জয় অদ্বৈত নিত্যানন্দ জয় শ্রীগৌরাঙ্গ
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ।
ভজ নিত্য গৌর রাধে শ্যাম
ভজ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।
সুন্দর লীলা শচী দুলালা
নাচে শ্রীহরি কীর্ত্তন মে।
ভালে চন্দন তিলক মনোহর
অলকা শোভে কপোলনমে ॥
শিরপে চূড়া দরশ নিরালে
গলে ফুল মালা হিয়া পর দুলে
পহেরে পীত পটাম্বর
বাজে রুনুঝুনু নূপূর চরণ মে ॥
কই গাওঅত পঞ্চম তান
কৃষ্ণ মুরারী হরিকে নাম
মঙ্গল তাল মৃদঙ্গ রসাল
বাজতে হ্যায় কৈ রঙ্গন মে ॥
রাধাকৃষ্ণ এক তনু হোয়ে
নিধুবনমে রঙ্গ মচায়ে
বিশ্বরূপ কি প্রভুজী সোই
প্রকট হ্যায় নদীয়া মে ॥

আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর নাচে নাচেরে।
তাথা থৈয়া থৈয়া বাজে বাজেরে॥
নাচে নাচে বিশ্বম্বর, নাচে সবার ঈশ্বর।
সুরধনীর তীরে তীরে ফিরেরে॥
মহাহরি ধ্বনি, চারিদিকে শুনি
মাঝে শোভে দ্বিজ রাজরে।
সোনার কমল করে টলমল
প্রেম সরোবর মাঝেরে॥
হাসিয়া হাসিয়া শ্রীভুজ তুলিয়া
মুখে হরি হরি বলেরে।
বলে হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল।

বিবিধ

(নাম)

সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রজ।
আনন্দরূপমৃতং ব্রহ্ম। একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম।
গুরু গোবিন্দ ব্রহ্ম নাম মা দুর্গা শিব নাম।
নমঃ শ্রীগুরবে, নমঃ শ্রীগুরবে, নমঃ শ্রীগুরবে নমোনমঃ
নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায় নমোনমঃ
নমো নারায়নায়, নমো নারায়নায়, নমো নারায়নায় নমোনমঃ

কমলাপতি কেশব কংশ হরে
করুণাময় রাঘব রাম হরে
গোপীকাপতি মাধব কৃষ্ণ হরে
পতিতাধাম তারণ গৌর হরে।
জয় গুরু জয় শিব জয় হনুমান
জয় সীতারাম জয় জয় রাধে শ্যাম।
জয় জগদম্বে সীতে রাধে গৌরী দুর্গে নমোনমঃ।
পালনকারিণী, সংকট হারিণী তারণ তারিণী নমোনমঃ।
দুর্গতি নাশিনী দুর্গে জয় জয়
কাল বিনাশিনী কালী জয় জয়
উমা রমা শিবা রুক্মিণী জয় জয়।
অসুর নাশিনী জয় দুর্গে অক্ষমে তারিণী জয় দুর্গে
আনন্দময়া মাত জয় দুর্গে শান্তি প্রদায়িনী জয় দুর্গে।
শংখ চক্র পীতাম্বরধারী করুণা সাগর রাম মুরারী।
অচ্যুতং কেশবং রাম নারায়নম্
কৃষ্ণ দামোদরং বাসুদেবং হরিম্
শ্রীধরং মাধবং গোপিকা বল্লভম্
জানকী নায়কং রামচন্দ্রং ভজে।

মহাপ্রভু

ভজ গৌর হরি ভজ গৌর হরি
জয় জয় শচীনন্দন গৌর হরি।
জয় শচী নন্দন জয় গৌর হরি
বিষ্ণু প্রিয়ার প্রাণধন নদীয়া বিহারী।
জয়াদ্বৈত নিত্যানন্দ জয় শ্রীগৌরাঙ্গ
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ।

গণেশ

জয় গণেশ জয় গণেশ জয় গণেশ দেবা।
মাতা তোজ্জে পার্ব্বতী পিতা মহাদেবা ॥
মোদ মন ভেদ ভরে উমা কী গেছে ভরে।
কার্য্য সব সফল করে দেবাধিপতি দেবা ॥
দুঃখ হরণ বিঘ্নহরণ মঙ্গল করণ
আয়ে হাম তেরা শরণ দেবেনকী দেবা ॥
গিরী গণেশ আমার শুভঙ্করী
পুজে গণপতি পেলাম হৈমবতী, চাঁদের মালা যেন চাঁদ আরি
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন
ঘরে আনব চণ্ডী, কর্ণে শুনব চণ্ডী

আসবে কত দণ্ডী জটাজুটধারী ॥
মেয়ের কোলে মেয়ে ছুটী রূপসী
লক্ষ্মী সরস্বতী শরতের শশী
সুরেশ কুমার গণেশ আমার
তাদের না দেখিলে ঝরে নয়ন বারি।

গুরু প্রথম অধ্যায়

জয় গুরুদেব দয়ানিধি ভকতন কে হিতকারী।
জয় জয় জয় মোহ বিনাশক ভব বন্ধন হারী ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু সদা শিবকা গুরু মূরতি ধারী
বেদ পুরাণ করত ব্যাখান গুরুকী মহিমা ভারী ॥
জপতপ তীরম সংযম দান গুরু বিনা নাহি হোয়ত জ্ঞান।
জ্ঞান খড়্গ মে করম কাটে গুরু সব্ পাতক হারী ॥
তন মন ধন সব অর্পণ কীহে পরমাগতি মোক্ষপদ লিহে
সবকে মার শতগুরুনামে অবিনাশী অধিকারী।

———

আমি বন্দি তোমারে গুরু।
তুমি যে আমার সুধার সিন্ধু আমি যে তৃষিত মরু
হে মোর জীবনের ধ্রুবতারা (আমি) আঁধারে ঘুরিয়া ঘুরি
হয়েছিনু দিশে হারা

তুমি জ্ঞানের প্রদীপ লইয়া "ভয় নাই" বলে পথ দেখাইয়া
আগে আগে শত ফিরে ফিরে চাও বুঝিয়া আমায় ভীরু
তুমি আমার পরম বন্ধু
আমার শত অনাদর লও সমাদরে
অপার দয়ার সিন্ধু,
দেখিতে আমার পাওনাকো দোষ,
নাহি অভিমান নাহি তব বোধ
সদা হাসি মুখ প্রশান্ত সুমুখ, আমার আশ্রয় গুরু।
তুমি অন্তরেতে মম প্রাণ, আবার বাহিরেতে বিশ্বরূপ ধরি
রহিয়াছ দৃশ্যমান।
তুমি-ই আমার দেহধারী হয়ে
কর অভিনয় দেহী মোরে লয়ে
(আমি) নমি বিশ্বপ্রাণ কর পরিত্রাণ
হে আমার কল্পগুরু॥

—

(ওগো) দিন তোমার আনন্দে যাবে জপলে গুরুর নাম।
জপ জপ গুরুর নাম।
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু শিব রাম
গুরুর সেবায় মোক্ষ মিলে ধর্ম অর্থ কাম।

মেঘ বরণ মুরলী মোহন বংশা বদন শ্যাম
যমুনা পুলিনে বসে জপেন সদা নাম।
আর কর সদ্‌গুরুর বাক্য মিলবে মনস্কাম
(ও তুই] আপনা ঘরে আপনি গিয়ে দেখবি আত্মারাম।

———

গাহরে গাহরে সবে, গুরু ব্রহ্ম নামকে।
ঐ নামে লভিবে ভাই, চিদানন্দ ধাম হে॥
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু, গুরু অপার প্রেম সিন্ধু।
গুরু নারায়ন শম্ভু গুরু মাতা পিতাহে॥
এস প্রভু পরাৎপর, ডাকে তোমায় চরাচর।
হৃদয় কমলে বস, এস প্রভু এস হে।

———

মালকোষ

মোরী লাগি লটকগুরু চরণষষ্ঠী
চরণ বিনা ঔর কছু নাহি ধ্যওয়ে
কুটি মায়া সব স্বপননকী॥
ভব সাগর জল সুখ পয়া হ্যায়,
কি কর নহি মোরে তরননকী॥

মীরা কহে প্রভু গিরধর নাগর
পুলক ভয়ী মোরে নয়ননকী॥

———

গুরু চরণ কমল বলি হারিরে।
মেরে মনকী দুবিধা টারীরে।।
ভব সাগরমে নীড় অপারা ডুব রহা নাহি মিলে কিনারা।
পলমে লিয়া উবারী রে॥
কাম ক্রোধ মদ লোভ লুটেরে
জনম জনমকে বৈরী মেরে।
সবকো দীনা মারী রে॥
দ্বৈতভাব সব দুর করায়া পুরণ ব্রহ্ম এক দরসায়
ঘট ঘট জোত নেহারী রে।
জোগ জগত গুরুদেব বতাই
ব্রহ্মানন্দ শান্তি মনমে আই,
মানুষ দেহ সুধারীরে॥

———

নমো শ্রী গুরবে নমো শ্রী গুরবে নমো শ্রী গুরবে নমোনমঃ
নমো নারায়নায় নমো নারায়নায়, নমো নারায়নায় নমোনমঃ
নমো গোবিন্দায় নমো গোবিন্দায় নমো গোবিন্দায় নমোনমঃ
নমো শ্রীবিষ্ণবে, নমো বাসুদেবায় নমো শিবায় নমঃ নমোনমঃ ।

———

(গুরুরগান)

ও ভাই গুরু-ই কর্ণধার।
ও ভাই কাজ কি রে তোর অপর ?
এ মায়া নদী পার হইতে গুরু-ই কর্ণধার।
পূর্ণ বিশ্বাস এনে ভাই
দেখবি গুরু বিনা এ জগতে আর তো কিছুই নাই
পারাপার থাকবে না আর
ঘুচবে রে মনের বিকার।
দেখবি রে এই হৃদয় পুরে
তখন কালী কৃষ্ণ শিব যে গুরু
গুরুময় এ সংসার।
গুরু মাঝি হয়ে আছে পার ঘাটে
ও তার কৃপা হলে যাবি পারে বাঁচাবি সকলে।

ও ভাই আসল সমল কেউ কারো নয়
ও ভাই গুরু বিনা সব আধার ॥
ও ভাই গুরু-ই কর্ণধার ॥

———

মন তুই শুধু বেয়ে যারে দাঁড়।
[যখন] তোর হালে বসে আছেন গুরু
[তখন] যেমন ফাল্গুন তেমনি আষাঢ় ॥
মাঝির ঐ গানের তানে
বেয়ে যারে দাঁড় আপন মনে
আর চাস্ নে রে তুই আকাশ পানে
হোক্ না ফর্সা হোক্ না আঁধার ॥
কাজ কি ভেবে কোথায় যাবি
কোথাও গিয়ে নাও ভিড়াবি [রে]
কখন গাঙ্গে লাগবে ঘাটি [রে]
কখন গাঙ্গে লাগবে জোয়ার
সে সব ভাবনা কেন আর।
মনে ভাবিস্ নিরবধি
যারি তরী তারি নদী

যে ফেলবে তোরে বানের মুখে
সেই তো তরীর কর্ণধার।

গাহরে গাহরে সবে গুরু ব্রহ্ম নাম হে।
ঐ নামে লভিবে ভাই চিদানন্দ ধাম হে।।
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু অপার প্রেম সিন্ধু।
গুরু নারায়ণ শম্ভু গুরু মাতা পিতা হে।।
এস প্রভু পরাৎপর, ডাকে তোমায় বারবার
হৃদয় কমলে একবার এস প্রভু বস হে।।

পর ব্রহ্ম রূপ গুরু করুণা নিদান
চির পূজ্য হে উজ্জ্বল মুক্ত মহান
দুর্গম পথ অতি ঘন তমসায়
চলিব সংসার পথে কোন ভরসায়
আমায় নিয়ে চল সাথে সাথে
তব পরিচিত পথে কলুষ বিনাশি প্রভু দাওহে কল্যাণ
কুটিল কুয়াসা ঘেরা পথ সীমানা
আধারে চলিব কোথায় নাহি ঠিকানা

আমার কেমনে ঘুচিবে আঁধি
তুমি না দেখাবে যদি
চির উদার উন্নত রিণ নিশান ॥
ভব সংসার মাঝে তুমি আলোক রেখা
পথ হারা পথিকেরে দিবে কি দেখা
আমায় দাও পথ পরিচয়
হে চির মঙ্গলময়
রাখহে গৌরব তব ও হে গরীয়ান ॥

রাম
(গান)

প্রেম মুদিত মনসে কহ রাম রাম রাম
শ্রীরাম রাম রাম, শ্রীরাম রাম রাম ॥
পাপ কাটে দুঃখ মিটে লেতে রাম নাম
ভব সমুদ্র সুখদ নাও এক রাম নাম ॥
পরম শান্তি সুখদ নাও নিত্য রাম নাম
নিরাধার কো আঁধার এক রাম নাম ॥
পরম গোপ্য, পরম ইষ্ট মন্ত্র রাম নাম

সন্ত হৃদয় সদা বসত এক রাম নাম॥
মহাদেব সতত জপত দিব্য রাম নাম
কাশী মরত মুক্ত করত কহত রাম নাম॥
মাতা পিতা বন্ধু সমা সবহি রাম নাম
ভকত জনম জীবন ধন এক রাম নাম॥

রঘুকূল পতি রামচন্দ্র অবধকে অধিকারী।
সুর নর জন পূজে চরণ মুনিজন ভয় হারী।
ঝলকে অরুণ বদন কমল, নীলপদ্ম নয়ন যুগল
দশরথ সুত সীতাপতি তপোবন বন চারী।
সত্য ধর্ম্ম পালক প্রভু রাজ মুকুট ত্যাগী
রত্নাকর শাসক প্রভু অনুজকে অনুরাগী
শিলা সতী অহল্যা ত্রাতা, জগত পূজ্য জগৎ পিতা
লংকাপতি মুক্তিদাতা অসুর নিধন কারী॥

ঠুমকি চলত রামচন্দ্র বাজত পৈজনিয়াঁ।
কিলকি কিলকি উঠত ধায়, গিরত ভূমি লটপটায়
ধায় মাতু গোদ লেত দশরথ কী রানিয়া॥
অঞ্চল রজ অংগ ঝারি বিবিধ ভাঁতি সো. দুলারি

তন মন ধন বারি বারি কহত মৃদু বচনিয়া॥
বিদ্রুম সে অরুণ অধর বোলত মুখ মধুর মধুর
সুভগ নাসিকা মে চারু লটকত লটকনিয়া॥
তুলসীদাস অতি আনন্দ দেখিকে মুখ অরবিন্দ
রঘুবর ছবি কে সমান রঘুবর ছবি বলিয়া॥

— —

আহা কষ্ট হরণ তেরা নাম রাম হো রাম হো
কমল নয়ন ওয়ালে রাম
চন্দন চমকত ললাট কাননমে কুণ্ডল বাহার
বস গই মন অন মন কমল নয়ন ওয়ালে রাম হো।
নব দুর্ব্বাদল শ্যাম তন মন হারী
(আহা) দেখত বনবাসী উমঙ্গ ভরি।
এ্যায়সা মনো হরণ ঠাম, কমল নয়ন ওয়ালে রাম হো।
জয় জয় দীন দয়াল
জয় জয় রাঘব কৃপাল
মুকুট সীশ চন্দ্রমান কমল নয়ন ওয়ালে রাম হো।

———

শুনারে শুনারে মন অমৃত ভরা হ্যায়
রামচন্দ্র কা নাম মনুয়া রামচন্দ্র কা নাম।

জনম জনম ভরা রাম নাম কর পুরত মনকা কাম।
সীতারাম সীতারাম বল বল সীতারাম মন্নুয়া
নারায়ণ নব ভেষ বানাওয়ে
শ্রীরামচন্দ্র ইহ জগমে আওয়ে
অপার লীলা জগকো দিখায়ে
ভজতে রহো রাম নাম।
সীতারাম, সীতারাম বল বল সীতারাম মনুয়া ॥

মুঝে রাম সে কৈ মিলাদে, রাম সে কোই মিলাদে।
বিনা লাঠিকা নিকালা অন্ধা
কৈ কহে বসে অবোধ মে, কৈ কহে বৃন্দাবন মে
কৈ কহে তীরথ মন্দির মে দেখা হ্যায় ম্যয় উন্‌কো
এই সে জোত জাগা দে ॥

পারব্রহ্ম পরমেশ্বর পুরুষোত্তম পরমানন্দ
নন্দ নন্দন আনন্দ কন্দ যশোদানন্দ শ্রীগোবিন্দ।
দীননাথ দুঃখ ভঞ্জন ভক্তবৎসল যদুনন্দন।
কাট দুঃখ দ্বন্দ্ব কন্দ শ্রীগোবিন্দ শ্রীগোবিন্দ

মধুসূদন মদনমোহন মুরলীধর ধরা পোষণ,
শ্যাম মূরত মনোভবন মাধমুকুন্দ শ্রীগোবিন্দ ॥

———

জাগ জাগ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী
জাগ শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণা তিথির তিমির অপসারী।
মহাভারতের হে মহা দেবতা
জাগ জাগ আন আলোক বারতা।
বাজাও তোমার পাঞ্চজন্য সংসার শোক হারী ॥
হরি হে তোমায় সজল নেত্রে ডাকে পাণ্ডব কুরুক্ষেত্রে,
হুর্জ্জধন সভায় দ্রোপদী ডাকে
ডাকিছে লজ্জা হারী।
ডাকিছে গীতার শ্লোক অনাগতা
ডাকিছে যমুনা বারি ॥
ডাকে বসুদেব দেবকী ডাকে
ঘরে ঘরে নারায়ণ ডাকে তোমাকে
ডাকে বলরাম শ্রীদাসসুদাম
ডাকিছে বিশ্বের নরনারী ॥

———

ও আমার প্রাণের ঠাকুর আজ তোমারে আসতে হবে
বাসতে হবে ভাল ।
এস আমার পরাণ প্রিয় হৃদয় করি আলো ॥
বাসতে হবে ভাল ॥
ডাকলে তুমি আসবে বলে সেই যে হরি গেলে চলে
আর এলে না এবার এসো এসো হৃষিকেশ
সোহাগ ভরে কানে কানে এই এসেছি বল ॥
বাসতে হবে ভাল ॥

———

হে পার্থ সারথী বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ ।
চিত্তের অবসাদ দূর কর কর দূর
ভয় ও ভীত জনে কর হে নিশঙ্ক ।
ধনুকের টঙ্কার হান হান
গীতার মন্ত্রে জীবন দান,
ভোলাও ভোলাও মৃত্যুর আতঙ্ক ।
মৃত্যু জীবনে শেষ নহে নহে
অনন্তকাল ধরি অনন্ত প্রবাহ জীবনে বহে,
দুর্মদ দুরন্ত যৌবন চঞ্চল

ছাড়িয়া আসুক মার স্নেহ অঞ্চল
বীর সন্তান দল করুক সুশোভিত মাতৃ অঙ্ক ॥

———

এস গোপী বল্লভ এস দেব দুর্লভ
এস হরি বনমালী বঙ্কিম ঠামে।
এস প্রেমময় এস দয়াময় এস তুমি বন্দিত বন্দনা গানে।
এস লক্ষী বিমোহন নিত্য নিরঞ্জন গোলক উজ্জ্বল কারী
এস ভক্ত প্রাণধন গরুড় বাহন শক্রবিমর্দন হরি।
এস বিপদ বারণ বিপদ নাশন বিপদ ভঞ্জন নামে
এস লহরে লহরে অন্তর মাঝারে স্বচ্ছ আলোক মহিমা।
এস সজীব সচল বাস্তব মুরতি সুরভিত প্রবাহিত গরিমা
এস ঝংকারে ঝংকৃত, মুর্চ্ছনা পুরিত অমরা অমিত করুণা।

———

(মেরে) ঘর আয়ো প্রীতম প্যারা
তুম বিনা সব জগ হারা
তন মন ধন সব ভেট ধরুঙ্গী ভজন করুঙ্গী তুমহারা
তুম গুণবন্ত, মুসাহিব কহিয়ে মোহে অবগুণ সারা
ম্যায় নিওনি কছু গুণ নহি জানু তুম হো হারা
মীরা কহে প্রভু কব রে মিলোগে তুম বিন নৈন জগারা।

তুমি এসেছ হে নাথ এসেছ,
তুমি নিজ হ'তে ভাল বেসেছ
আমি সারাটি জীবন খুঁজিয়া মরিনু
কে জানিত এত কাছে
মম অন্তর মাঝে অন্তর যামী
আজি তোমা মিলিয়াছে
তুমি এত কাছে আগে কি জানি
আমার হৃদয় মন্দিরে আছ, এত কাছে আগে কি জানি
আমি সারাটি ধরণী বিহরিনু সুখে সম্পদ রথোপরি
তুমি আসিলে যে মম অশ্রু সলিলে বাহিয়া প্রেমের তরী
মোর দুখে কি তোমার প্রেম জেগেছে এনে বাহিয়া প্রেমের তরী।
মোর সুখ দুখ সব থাক পড়ে পিছে অসুখে দাঁড়াও স্বামী
আজ চরণে তোমার তুলে লহ নাথ সঁপিনু আমার আমি।

হরি আয়ে তেরে মন মন্দির মে, স্বাগত করলে পূজারী।
ফুল বানালে মনকো তেরে পূজন কর গিরিধারী॥
হৃদয় কমলমে পূজন করলে, দেখ্ মূরতী জীকো ভরকে
চরণ চুমলে নুপূর হোকর বনকরকে গিরীধারী
প্রেমকে আঁসু ভেট চড়ালে ভক্তি প্রেম অনুরাগ বঢ়ালে
তনমন দে দো উন চরণ পর, আয়ে বৃন্দাবন হারী॥

হরি হরি হরি হরি গুঞ্জন করো,
হরি চরণারবিন্দ উরধরো
হরি কীর্ত্তন হোয়ে যব যাহা
গংগা হি আওয়ে চলি তাহা
যমুনা সিন্ধু সরস্বতী আওয়ে
গোদাবরী বিলম্ব না লায়ে
সর্ব্ব তীর্থ কো বাসা তাহা
শোন হরি কথা হোয়ে যাহা।
হরি হরি হরি হরি গুঞ্জন করো॥

আজকে হরি খেলব হোলি এস তুমি নন্দদুলাল
অনুরাগের রং দিয়ে আজ শ্যামল তোমায় করব যে লাল।
পলাশ ছড়ায় ফাগের রেণু তোমার চলার পথটীতে
এস আমার জীবন মরণ পূর্ব্বাচলের তোড়ন দিয়ে
তোমার আসার আশায় বল থাকব আমি আর কতকাল।

———

ক্যায়সে পার লগাও মেরে জীবন নৈয়া কো ভগবান
ক্যায়সে পার লাগাউ
নদিয়া গহরী বোঝ কঠিন হ্যায় তুফান উঠা অতি ভারী
ডগমগ ডোলে নৈয়া মোরী তীরণ পাউ নিহারী

আ রহি ঘন ঘোর ঘটা, তুফান উঠা হ্যায় ভারী
হ্যায় আনাড়ী কেবট হারা নাও পড়ি মাঝ ধারী
হে অনাথ নাথ আয়ো, অপনি করুণা হাত বঢ়ায়ো
নৈয়া মোরী পার লাগাও কেবল আশা তুহ্ মারী।

————

নব ঘন শ্যাম মূরতি মনোহর আমারি হিয়া পর জাগে
শ্রুতিমূলে চঞ্চল কুণ্ডল মনিময় পীতবসন দোলে পীঠভাগে
নীল নলিনীদল আঁখি দুটী উজ্বল বিজলী চমকে রূপ রাগে
শত বিধু নিন্দিত চারুমুখ পঙ্কজ শিখিপাখা শোভে শিরভাগে
ইন্দু বিনিন্দিত কুন্দ-কুসুম হাস মণ্ডিত তব পদযুগে
মিনতি চরণ পরে ভকতি মিলাও বঁধু নিতি নিতি নব অনুরাগে
ভৃগুপদ চিহ্নিত বিশাল হিয়া মাঝে পরিমল ফুলহার রাজে।

————

হরি হে তুমি আমার সফল হবে কবে!
আমার মনের মাঝে ভবের কাজে মালিক হয়ে রবে কবে
আমার সকল সুখে সকল দুখে
।মার চরণ ধরব বুকে

কণ্ঠ আমার সকল কথায়

তোমার কথাই কবে।

কিনব যাহা ভবের হাটে, আনব তোমার চরণ বাটে

তোমার কাছে হে মহাজন সবই বাঁধা রবে—কবে ?

স্বার্থ-প্রাচীর করে খাড়া, গড়ব যবে আপন কারা

বজ্র হয়ে তুমি তারে ভাঙ্গবে ভীষণ রবে।

পায়ে যখন ঠেলবে সবাই

তোমার পায়ে পাইব ঠাঁই

জগতের সব আপন হ'তে

আপন হবে কবে ?

শেষে ফিরব যখন সন্ধ্যাবেলা

সাঙ্গ করে ভবের খেলা

জননী হয়ে আমায় কোল বাড়ায়ে লবে।

———

হে মাধব, হে মাধব হে মাধব

তোমার-ই প্রাণের বেদনা কব।

তোমার-ই শরণ লব॥

সুখের সাগরে লহরী সমান

হিল্লোলে উঠে তব নাম গান

দুঃখে শোকে কাঁদে যবে প্রাণ
যেন নাথ না ভুলি তব ॥
তোমা ছাড়া বিশ্বে কাহারো কাছে
এ প্রাণ যেন কিছু নাহি যাচে
যেন তোমার অধিক প্রিয় কেহ নাহি হয়
বিশ্ব ভুবন যেন হেরি তুমি ময়
কলঙ্ক লাঞ্ছনা শত বাধা ভয়
তব প্রেমে সকলি সব।

হরে মুরারে হরে মুরারে পতিত পাবন জগ জন জীবন
অনাদি কারণ কৃপাবারে।
তুমি তেজরূপে তপনে প্রকাশ
জ্যোতিরূপে শশধরে জলরূপে জলধরে
তুমি ক্ষিতি তুমি হে আকাশ
বায়ুরূপে জীবের জীবন তুমি আছ সকলেতে
সকলি আছে তোমাতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ
তুমি আদি তুমি শেষ তুমি হে অনন্ত
আকার কি নিরাকার বুঝিতে শকতি কার
তুমি আছ ব্যপ্ত চরাচরে।

ওম্ হরি ওম্ হরি ওম্ তৎসৎ
তুমি হে দেবেশ পরম পুরুষ
ত্রিগুণে ব্যপ্ত সহ ত্রি-জগৎ সন্ধ্যা-পূজা বন্দনা।
সকলি তোমার উপাসনা।
এ মোহন বিশ্ব সুন্দর দৃশ্য তুমি তো করেছ রচনা।
গঙ্গা যমুনা সপ্ত সমুদ্র
ব্রহ্মা পুরন্দর তুমি হে রুদ্র
তুমি আদি কল্প তোমাতে সঙ্কল্প, তোমাতে হয় সব।
তন্ত্রে মন্ত্রে গীতা ভাগবতে
বায়ুরূপে আছ তুমি জীবনে দেহেতে
তুমি বিশ্বব্যাপী তুমি বহুরূপী
তোমাকে করি প্রভু দণ্ডবৎ॥

দেব দেব দেব কৃষ্ণ দীন বন্ধু পাহি মাম্
নীল মেঘ শ্যাম কৃষ্ণ নিত্য মুক্ত রক্ষ মাম্
বেণু গান লোল কৃষ্ণ বিমল জ্ঞান পাহি মাম্
বিশ্বরূপ বাসুদেব বীর রাম রক্ষ মাম্
নন্দ নন্দন মুকুন্দ নাথ রাধা কৃষ্ণ পাহি মাম
ইন্দু বদন মন্দ হাস ঈশ কৃষ্ণ রক্ষ মাম।

আমাদের কৃষ্ণ

আমি কি সুখে লো গৃহে রব!

আমার শ্যাম যদি ওগো যোগী হ'ল সখী, আমিও যোগীনি হব।

সে আমার ধ্যান করিত গো সদা সে ধ্যান ভাঙ্গিল যদি

সে ভোলে ভুলুক আমি ঐ রূপ ধ্যায়াইব নিরবধি

আমি যোগিনী হব।

শ্যাম যে তরুর মূলে বসিবে লো ধ্যানে আঁচল বিছায়ে রব।

(ধুলায় বসতে দেব না সই) (তার সোনার অঙ্গ মলিন হবে)

কুয়াশায় চাঁদ পড়বে ঢাকা, সইতে আমি পারব না সই

সখি! ধূলায় যদি সে মাগে

আমি আপনি হইব রাঙ্গা পথধূলি বঁধুয়ার-ই অনুরাগে

আমি ধূলি হব

যে পথ দিয়া চলে যাবে শ্যাম সেই পথেরই ধূলি হব

হব ভিক্ষার-ই ঝুলি, শ্যাম লবে তুলি বাহুতে আমারে জড়ায়ে

সখি আমার বেদনা-গৈরিক রাঙ্গা বসন দিব তারে পড়ায়ে

আমারি প্রাণের গোধূলি বেলার রঙ্গে রঙ্গে তারে রাঙ্গাইব আমি

তার গেরুয়া রাঙ্গা বসন হইব জড়ায়ে রব দিবস যামী॥

(সখি গো) আমার এ তনু শুখাবে গভীর অভিমানের জ্বালা

আমি তাই দিয়ে তার হব গলার রুদ্রাক্ষের মালা
আমি মালা হব, মরে এবার মালা হব
জীবনে পেয়েছি জ্বালা শুধু,
(সখি) মরে এবার মালা হব॥

———

জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম হরে হরে
(ঐ নাম) বল বদনে শোনাও কানে বিলাও জীবের দ্বারে দ্বারে
নামে বাঞ্ছা পূর্ণ হয়
অন্তে মোক্ষ সুনিশ্চয়
(নামে) ত্রিতাপ জ্বালা যায় গো দূরে
শমন ভয় হরে।

———

নন্দ নন্দন নবনীত চোর বৃন্দাবন মুরারে
শ্যাম সুন্দর মদন মনোহর বৃন্দাবন মুরারে
করুণা সাগর কমল নয়ন বৃন্দাবন মুরারে
চন্দ্র বদন সৌম্য রূপ বৃন্দাবন মুরারে
পদ্মনাভ পাণ্ডুরঙ্গ বৃন্দাবন মুরারে

———

শ্যামকে হি ধ্যান মে আপনা মন লাগায়ে যা
রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ গায়ে যা
মন হি হ্যায় বৃন্দাবন, জিসমে রহতে হ্যায় মোহন
একরূপ হোকে উনকো রূপমে সমায়ে যা।
চিতবৃজ কিশোর সে লাগানে চিত কি চোর ছে
আপনে মনমে প্রেমকী জ্যোতি তু জ্বালায়ে যা

———

হরিনাম লিখে দিও অঙ্গে
তোমরা সকলে এই করিও মিলে
জাহ্নবীর কূলে নিয়ে যেও সঙ্গে।
আনিয়ে তুলসী দল যত্ন করে তুলে
তারি মালা গেঁথে পরাইও গলে
হরে কৃষ্ণ নাম দিও কর্ণ মূলে
(আমার) প্রাণ যেন যায় হরির নামেরই সঙ্গে ॥
যখন ককে কণ্ঠ রোধ হইবে না সরিবে বুলি
আমায় বলিতে দিবে না নাম রাধা কৃষ্ণ বুলি
(আমার) মাথায় বেঁধে দিও হরি নামাবলি
আমি অন্তিমে হেরি যেন সেই শ্যাম ত্রিভঙ্গে।
আমি নিদান কালে যেন হেরি ওঁ ত্রিভঙ্গে ॥

———

কৃষ্ণ

ওরে আয় আয় আয়রে গোপাল কাঁদে বৃন্দাবন।
কাঁদে কুল কলঙ্কিনী যাচি দরশন
সুর হারায়ে কাঁদে বেণু রাখাল বিহীন কাঁদে ধেনু।
পুষ্পহারা কাঁদে বিথী কাঁদে গোপীগণ॥
তোর বিরহে কাঁদে তমাল কাঁদে কদম শাখা
(আর) কৃষ্ণচূড়া পড়ল ঝরে পড়ল ময়ুর পাখা॥
পড়ল ঝরে, কৃষ্ণচূড়া পড়ল ঝরে,
কৃষ্ণ হারা বৃন্দাবনে
কৃষ্ণচূড়া পড়ল ঝরে পড়ল ময়ুর পাখা॥
প্রেম যমুনা কাঁদে আজি কাঁদে খেয়ার পরাণ মাঝি,
নন্দরাণী কাঁদে ওরে আয়রে যাদুধন॥
কাঁদে মাতা নন্দরাণী, হাতে লয়ে ক্ষীর নবনী
কাঁদে মাতা নন্দরাণী।
(বলে) আয়রে গোপাল, ননী খেয়ে যা আয়রে গোপাল।
দেখরে কত বেলা হ'ল
গগনে আর নাইরে বেলা, আয়রে গোপাল,
ননী খেয়ে যা আয়রে গোপাল আয়রে যাদুধন॥

—————

কিবা ঘোর নিন্দায় নিখিল জগৎ ঝিল্লিরবাবৃত
জীবগণ যত অলসে ঘুমায়।
এমন সময় পতিত পাবন জগৎ জীবন ব্রহ্ম সনাতন
ত্যজিয়া সাধের বৈকুণ্ঠ ভুবন অবতীর্ণ হতে আইলেন ধরায়।
রোহিণী নক্ষত্র্য অষ্টমী তিথিতে দেবকী জঠর সাগর হইতে,
শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রমা উদিল ভারতে নাশিতে জীবের ভার।
বসুদেব অতি কাতর অন্তরে তিমিরে তিমির মণি কোলে করে
বাসুকী মাথায় ফণিছত্র ধরে হাটিয়া যমুনা পার হয়ে যায়॥

———

(আমি) গিরিধারী মন্দিরে নাচিব॥
ছন্দ পুজাঞ্জলী ডালিব চরণে
নাচিয়া হরিপ্রেম যাচিব।
প্রেম-প্রীতিরে বাঁধিব নুপূর
রূপের বসনে আমি সাজিব।
কৃষ্ণ নামাবলি অঙ্গে ভূষণ পড়ি
আরতির নৃত্যে মাতিব॥
জীবন মরণে করতাল ঝংকার বাজিবে মৃদঙ্গ অনাহত ওঙ্কার
পাষাণের ঘুম আমি ভাঙ্গিব রাণাজী
হরিরে মীরার রঙ্গে রাঙ্গিব॥

বাউল

বাঁশী আমায় ডাকে গো নাম ধরিয়া ডাকে গো

রাধা রাধা রাধা বলে ডাকে গো

গৃহ কাজে মন বসে না আমার মন বসে না

আমার মন বসে না, চরণ চলিতে চায় গো ॥

বারণ মানে না গো বারণ মানে না বারণ মানে না

গৃহ কাজে মন বসে না… ॥

ওলো ননদী দিসনে বাধা যেতে দিসনে বাধা

আমি যে কলঙ্কিনী রাধা হায় গো আমি যে কলঙ্কিনী রাধা ॥

কলঙ্ক লয়ে শিরে মন বসে না আমার

মন বসে না আমার মন বসে না

চরণ চলিতে চায় গো ॥

বেলা যে বয়ে এল জলকে যাবার সময় এল

দে ননদী পথ ছেড়ে আজ

লোকে যদি শুধায় তোরে বলিস রাধা গেছে ফিরে

পথের ধুলায় কুল বধুর লাজ

ওরে সর্ব্বনাশা শ্যামের বাঁশী

তবু যে হায় ভালবাসি,

তিলেক ধ্বনি না শুনিলে ধীরজ মানে না হিয়ায়

ধীরজ মানে না হিয়ায় ধীরাজ মানে না ॥

যদি যমুনার জলে ফুল হয়ে ভেসে যাই
ওগো বৃন্দাবনের কূলে।
হে লীলা কিশোর চরণে দিবে কি ধাই,
অচেনা শ্রোতের ফুলে॥
যদি আমি বেনু বনে বেনু হই নিরঞ্জনে
তুমি রাখালিয়া বেশে রাঙ্গা হুটি ক'রে
লবে কি আমারে তুলে॥
যদি শিখি হয়ে নাচি (ওগো) রিমি ঝিম বরষায়
মুকুটে তোমার বাঁধিবে কি চূড়া মোর পাখায়
পাতবাস হব যবে, মোরে কি জড়ায়ে রবে,
যদি বৃন্দাবনের ধূলি এই তবু
রহিবে কি মোরে ভুলে॥

—

প্রভু তেরে চরণমে আওকে ফিরে
আজ কিস্‌কি কি জিয়ে
বৈঠি গঙ্গা কিনারে কেও কূপকা জল পিজীয়ে॥
দীন নির্ধন নহি হুঁ লায়ক
তুম্‌হারে দরবারকা।
মলিন রজনী মাফকর করুণাকি রোশনী দিজিয়ে॥

পতিত পাবন কহত সব জন
শরণ ম্যায় তেরী পড়া,
সফল কর ইস্ স্বপনকো আপনা মুঝে কর লিজিয়ে।
নাম জিস্‌কে বীজ সম ফুল ধাম উছলত পঙ্কমে।
শ্যাম ঐসো ছোড়কে ফির কৌনসে হিত কি জিয়ে॥

———

প্রভু তোমার চরণের ভিখারী হয়ে নাথ
(আর) কাহার কাছে হাত পাতিব?
গঙ্গা তীরে বেঁধে কুটীর কোন মুখে
শিশির জল সুখে চাহিব?
ম্লান অকিঞ্চন কি গুণে পাবে তব সভায় গৌরব আপন
নিশীথ সম্বল করি কেমনে হায়! অরুণ করুণায় সাধিব?
দীন তারণ তুমি আপন মহিমায়
তাই তোমার পায় চাই হে ঠাঁই,
সফল কর মম স্বপন নিরুপম
তোমারে প্রিয়তম জানিব।
শ্যামল নাম যার পঙ্কে বীজ বুনি
কুসুম সুরধনী উছলে
শরণ অধিকার ছাড়িয়া আজি তার
বরণমালা কার গাথিব?

———

বালা ম্যায় বৈরাগন হুঙ্গি,
জিন ভেষা মেরে সাহীব রীঝে
সোই ভেব ধরুঙ্গি ॥
শীল সন্তোষ ধরু ঘট ভিতর, সমতা পকড় রহুঙ্গী,
যাকো নাম নিরঞ্জন কহিয়ে
তাকো ধ্যান ধরুঙ্গী।
গুরুকে জ্ঞান-রঙ্গু তন কপড়া
মন মূদ্রা পহেরুঙ্গি
প্রেম পীপাসু হরিগুণ গাও
চরণন লিপট রহুঙ্গি।
ইয়ে তনকি ম্যায় করু কিঙ্গরী
রসনা নাম কহুঙ্গি
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর
সদা সঙ্গ রহুঙ্গী॥

———

প্রভুজী তুম চন্দন হাম পানি।
জাকি অঙ্গ অঙ্গ বাস সমানি॥
প্রভুজী তুম ঘন বন হাম মোরা।
জৈসে চিতবত চন্দ চকোরা॥

তুম দ্বীপক হাম বাত্তী।
জাকি জ্যোতি বড়েদিন রাতি॥
তুম মতি হাম ধাগা,
জৈসে সো নহি মিলত সোহগা॥
তুম স্বামি হাম দাসা
ঐসে ভক্তি করে রই দাসা।

—

ভৈরবী ॥

এ তুনিয়া এক ভুলানি মায়া তুনিয়া এক ভুলানি।
চুন চুন গাড়া মহল বানায়া
লোগ কহে ঘর মেরা
না ঘর মেরা, না ঘর তেরা, চিড়িয়া রয়না বসেরা॥
নারায়ণকী ভক্তি বিনা কো উতরে ভব পাররে।
একবার হরিনাম লে পাপ হোয়েঙ্গে ছাররে॥

———

সন্ত পরম হিতকারী, জগত মাঁহী॥
প্রভুপদ প্রগট করাবত প্রীতি, ভরম মিটাবত ভারী॥
পরম কৃপালু সকল জীবন পর, হরি সম সব তুখহারী॥

ত্রিগুণাতীত ফিরত তন ত্যাগী, রীত জগতমে ন্যারী।
ব্রহ্মানন্দ সন্তনকী সেবত, মিলত হ্যায় প্রগট মুরারী॥

——–

কৃষ্ণ

ভজে ব্রজস্থ মণ্ডলং সমস্ত পাপ খণ্ডণং
স্বভক্ত চিত্ত রঞ্জনং সদৈব নন্দ নন্দনম্॥
সুপিচ্ছগুচ্ছ মস্তকং সনাদ বেনু হস্তকং।
হ্যনঙ্গরঙ্গ সাগরং নমামি কৃষ্ণ নাগরম্॥১
কদম্বসুন কুণ্ডলং সুচারুগণ্ড মণ্ডলং
ব্রজাঙ্গনৈক বল্লভং নমামি কৃষ্ণ তুর্ল্ভম্।
যশোদয়া সমীপয়া সগোপয়া সনন্দয়া
যুতং সুখৈক দায়কং নমামি গোপ নায়কম্॥২॥
সদৈব পাদপঙ্কজং মদীয় মানসে নিজং
দধান মুক্ত মালকং নমামি নন্দ বালকম্।
সমস্ত দোষ শোষণং সমস্ত লোক পোষণং
সমস্ত গোপ মানসং নমামি কৃষ্ণ লালসম্॥৩॥
ভুবোভরাবতারকং ভবাব্ধি কর্ণ ধারকং
যশোমতী কিশোরকং নমামি কৃষ্ণ চোরকম্

দৃগপ্তকান্ত ভঙ্গিনং সদা সদালসঙ্গিনং

দিনে দিনে নবং নবং নমামি নন্দ সম্ভবম্ ॥

নিখিল গোপিকা, কৃষ্ণ, নন্দনো ভবান্

অখিল দেহিনাং, কৃষ্ণ, অন্তরাত্মদৃক্ ।

বিখন সার্থিতো, কৃষ্ণ, বিশ্ব গুপ্তয়ে

সখ উদেয়িবান্, কৃষ্ণ, সাত্বতাং কুলে ॥১॥

তবকথামৃতং, কৃষ্ণ, তপ্ত জীবনম্

কবিভিরীড়িতং, কৃষ্ণ, কল্মাপহম ।

শ্রবণ মঙ্গলং, কৃষ্ণ, শ্রীমদাততম্ ।

ভুবি গৃণন্তি তে, কৃষ্ণ, ভূরিদা জনাঃ ॥২॥

প্রহসিতং প্রিয়, কৃষ্ণ, প্রেম বীক্ষণম্

বিহরণং চ তে, কৃষ্ণ ধ্যান মঙ্গলম্ ।

রহসি সংবিদো, কৃষ্ণ, যা হৃদি স্পৃশঃ

কুহক নো মনঃ কৃষ্ণ ক্ষোভয়ন্তিহি ॥৩॥

মদনমোহনাষ্টকম্ ॥

জয় শঙ্খগদাধর নীল কলেবর পীতপটাম্বর দেহিপদম্।
জয় চন্দন চর্চ্চিত কুণ্ডল মণ্ডিত কৌস্তুভ শোভিত দেহিপদম্।
জয় পঙ্কজ লোচন মার বিমোহন পাপ বিখণ্ডন দেহিপদম্॥
জয় বেনু-নিনাদক রাস-বিহারক বঙ্কিম সুন্দর দেহিপদম্।
জয় ধীর ধুরন্ধর অদ্ভুত সুন্দর দৈবত সৈবিত দেহিপদম্॥
জয় বিশ্ব-বিমোহন মানস-মোহন সংস্থিতি কারণ দেহিপদম্।
জয় ভক্ত জনাশ্রয় নিত্য-সুখালয় অন্তিম-বান্ধব দেহিপদম্॥
জয় দুর্জ্জয়-শাসন কেলিপরায়ণ কালিয় মর্দ্দন দেহিপদম্।
জয় নিত্য নিরাময় দীন দয়াময় চিন্ময় মাধব দেহিপদম্॥
জয় পামর পাবন ধর্ম্মপরায়ণ দানব-সূদন দেহিপদম্।
জয় বেদবিদাংবর গোপবধু প্রিয় বৃন্দাবন ধন দেহিপদম্॥
জয় সত্য-সনাতন দুর্গতি-ভঞ্জন সজ্জন রঞ্জন দেহিপদম্।
জয় সেবক-বৎসল করুণা-সাগর বাঞ্ছিত পূরক দেহিপদম্॥
জয় পূত-ধরাতল দেব পরাৎপর সত্ত্ব গুণাকর দেহিপদম্।
জয় গোকুল-ভূষণ কংস-নিসূদন সাত্বত জীবন দেহিপদম্॥
জয় যোগ-পরায়ণ সংসৃতি-বারণ ব্রহ্মনিরঞ্জন দেহিপদম্॥

———

কৃষ্ণ ঃ—

শঙ্খ চক্র পীতাম্বর ধারী
করুণা সাগর কৃষ্ণ মুরারী।

জয় জয় জয় হরি নারায়ণ জয়
গোপীজন বল্লভ জয়।

শ্রীকৃষ্ণ কেশব রাধা মাধব
সাধন দুর্লভ জীবন বল্লভ।

জয় জয় জয় জয় জয় জয়
গোপীজন বল্লভ জয়।

রাধে গোবিন্দ ভজ, বৃন্দাবন চন্দ্র ভজ।

দেবকী বসুদের নন্দন
বৃন্দাবন চন্দ্র ভজ

শ্যাম সুন্দর মদন মোহন
বৃন্দাবন চন্দ্র ভজ।

নন্দ নন্দন নবনীত চোর বৃন্দাবন মুরারে।
শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন মুরারে।
করুণা সাগর কমল নয়ন বৃন্দাবন মুরারে।
চন্দ্র বদন সৌম্য রূপ বৃন্দাবন মুরারে।
পদ্ম নাভ পাণ্ডুরঙ্গ বৃন্দাবন মুরারে।

———

রাধে রাধে রাধে রাধে গোবিন্দ।

বৃন্দাবন চন্দ,

জয় বৃন্দাবন চন্দ,

অনাথ নাথ দীন বন্ধু হরি রাধে গোবিন্দ

অনাদি নাথ দীন বন্ধু হরি রাধে গোবিন্দ।

পুণ্ডরীকাক্ষ পুরাণ পুরুষ রাধে গোবিন্দ

পুণ্ডরীকাক্ষ রাধে গোবিন্দ

বৃন্দাবন চন্দ

বল মুকুন্দ মাধব জয় ঘন শ্যাম

দেবকী নন্দন রাধে শ্যাম।

———

নারায়ণ

(গান)

নারায়ণ নারায়ণ নমো নমঃ নমো নারায়ণ।

মধুসূদন বামন খগেন্দ্র বাহন কংশ কেশী নিসূদন

হরি কংশ কেশী নিসূদন॥

মুকুন্দ মুরারী বিপিন চারী

গোপাল বিহারী গোবর্দ্ধন ধারী।

গোপাল গোবিন্দ গোকুল চন্দ্র

কমলা রমণ জনার্দ্দন ॥

শংখ চক্রধর ত্রিভঙ্গ ঠাম

চাঁচর কেশ বরণ শ্যাম

শিরে শিখি চুড়া বাস পীত ধরা

নুপুর রঞ্জিত শ্রীচরণ

গলে বনমালা কৌস্তভ ধর

পতিত পাবন দীন দুঃখ হর

যুগ অবতার ভূভার হারি

অসুর নাসন কারণ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কেশব মদন মোহন

যাদব মাধব শ্রী নন্দ নন্দন

শ্রীরাধা রমণ গোপীজন বল্লভ

মোহিনী মোহন নারায়ণ।

ভজ নারায়ণ ভজ নারায়ণ ভজ নারায়ণ কো নামরে ॥

নারায়ণ কো নাম বিনা তেরে

কোই নেহি ত কাম রে ॥

জীবন হ্যায় দুঃখ সুখ কি মেলা,
দুনিয়া দারবী স্বপনো ক্যা খেলা।
জানা তুঝকো পড়ে একেলা
চল ঈশ্বর কো ধামরে॥
নারায়ণ কী মহিমা গলে
প্রেম কী উস্‌মে রোখ্‌ লাগালে,
জীবন আপনা সকল বানালে
ভজত রহ হরি নাম রে॥

———

গিরিধারী গোপাল ব্রজ গোপ দুলাল।
অপরূপ ঘনশ্যাম নব তরুণ তমালা॥
বিশাখা পটে আঁকা অতি নিরূপম্‌,
কান্তা ললিতা শ্রীরাধা প্রীতম্‌
রুক্মিণীর পতি হরি যাদব গোপাল॥
যশোদা স্নেহ ডোরে বাঁধা মন চোর।
নন্দের নয়ন আনন্দ কিশোর,
শ্রীদাম সুদাম সখা গোপের রাখাল॥
কংশ নিসূদন কৃষ্ণ মথুরা পতি,

গীতা উদ্‌গাতা পার্থ সারথী,
পূর্ণ ভগবান বিরাট বিশাল॥

বল মাধব বল।
আর কত দুঃখ দেবে বল॥
দুঃখ দিয়ে যদি সুখ পাও
তবে আঁখি কেন ছল ছল॥
আমি চাই তব শ্রীচরণে ঠাঁই,
তুমি কেন ঠেল বাহিরে সদাই,
আমি কি এতই ভার এ জগতে
হে পাষাণ তুমি অটল॥
ক্ষুদ্র মানুষ ভুলে অপরাধ
তুমি নাকি ভগবান?
তোমার চেয়েও কি অপরাধ বড়
দিলেনা পায়ে স্থান।
হে নারায়ণ, আমি নারায়ণী সেনা
মোরে কুরুকুলে দিতে প্রাণে কি বাজে না,
যদি চার হাতে মেরে সাধ নাহি মেটে
তবে দু'চরণ দিয়ে দল॥

অন্তর মন্দিরে জাগ জাগ

মাধব কৃষ্ণ গোপাল।

নব অরুণ সম জাগ হৃদয়ে মম

সুন্দর গিরিধারী লাল ॥

নয়নে ঘনাল ব্যথার বাদল

জাগ জাগ তুমি কিশোর শ্যামল।

ল'য়ে রাধা বামে এস ব্রজ ধামে

এস হে ব্রজের রাখাল ॥

যশোদা জীবন এস ননী চোর

মীরার প্রীতম্ এস হে কিশোর।

শ্রীরাধার প্রিয়তম এস অনুপম

এস হে গোষ্ঠের রাখাল ॥

শিব (গান)

নিশা অবসানে প্রেমের আসনে কে তুমি দেবতা বসিয়া ॥

(তোমার) বদন কমলে অপরূপ জ্যোতিঃ

উঠিয়াছে উদ্ভাসিয়া ॥

ধ্যান স্তিমিত অর্দ্ধ মিলিত নয়ন যুগল বাজিছে
(যেন) আপনা হারায়ে আপনারে পেয়ে
আপনারে ল'য়ে মজেছে ॥
বিরাজিছে এক আপন মহিমা
অন্তর নিজ হারায়েছে সীমা ॥
গম্ভীর ধীর নীরব প্রেম বদনে রয়েছে হাসিয়া ॥
কিবা ও তনুর শুভ্র সুষমা—শেখরেতে ঐ শোভে চন্দ্রমা।
গহন জটার আড়াল ভেদিয়া গঙ্গা নেমেছে আসিয়া ॥
কি তব দীপ্তি কি তব শান্তি কল্যাণময় দিব্য কান্তি,
বিগলিত তব করুণা বিশ্বে তুচ্ছতা যায় ভাসিয়া ॥

ইমন

সদাশিব ভজ মন নিশিদিন।
ঋধি নিধি দায়ক বিনত সহায়ক
কাহেনা সুমিরত ফিরত অনবরত সদাশিব ॥
শঙ্কর ভোলা পার্ব্বতি রমণ
শীত তন পন্নগ ভূষণ অনুপণ ॥

বসন্ত-তেওরা

ডমরু হর করে বাজে বাজে।

ত্রিশূল ধর অঙ্গ ভষণ ভূষণ ব্যাল মালা গলে বিরাজে ॥

পঞ্চ বদন পিনাক ধর শিব, বৃষভ বাহন ভূতনাথ,

রুণ্ড মুণ্ড গলে বিরাজিত অজর অমর দিগম্বর রে ॥

কর্ণাটী-একতালা

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বম্ বম্ বাজে গলে।

ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, দুলিছে কপাল মালা ॥

গরজে গঙ্গা জটা মাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,

ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্ক ভাল ॥

কি আর বলিব বলহে মোর প্রিয়

শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।

বলিব না রেখ সুখে চাহ যদি রেখ দুখে

তুমি যাহা ভাল বোঝ তাই করিও।

যে পথে চালাবে নিজে

(আমি) চলিব চাব না পিছে

আমার ভাবনা প্রিয় তুমি ভরিও

সকলে আনিল থালা

ভকতি চন্দন মালা

আমার এ শূণ্য ডালা

তুমি ভরিও ॥

শিবাষ্টক—স্তোত্রম্ ॥

প্রভুমীশ মণীশমশেষ গুণং

গুণহীন মহীশ—গরলাভরণম্ ।

রণ-নির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যপুরং

প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্ ॥

গিরিরাজ সুতান্বিত বামতনুং

তনু-নিন্দিত রাজিত কোটিবিধুম্ ।

বিধি-বিষ্ণু শিরোধৃত পাদযুগং

প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥

শশলাঞ্ছিত রঞ্জিত সম্মুকুটং

কটি-লম্বিত সুন্দর কৃতিপটম্ ।

সুরশৈবলিনী কৃত পূতজটং

প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥

নয়নত্রয় ভূষিত চারুমুখং

মুখপদ্ম পরাজিত কোটিবিধুম্ ।

বিধুখণ্ড বিমণ্ডিত ভালতটং

প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥

বৃষরাজ নিকেতনমাদি গুরুং

গরলাশণমাদিবিষাণধরম্ ।

প্রমথাধিপ সেবক রঞ্জনকং

প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥

মকরধ্বজ মত্ত মতঙ্গ হরং

করিচর্ম্মগ নাগ বিবোধকরম্ ।

বরমার্গণ শূল বিষাণ ধরং

প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥

জগদুদ্ভভ পালন নাশকরং

ত্রিদিবেশ শিরোমণি ধৃষ্টপদম্ ।

প্রিয়মানব সাধুজনৈকগতিং

প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম

অনাথং সুদীনং বিভো বিশ্বনাথ

পুনর্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো।
ভজতোঽখিল দুঃখ সমূহ হরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥
ইতি—শিবাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

———

দ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গানি

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোঙ্কারমমলেশ্বরম্ ॥
পরল্যাং বৈজনাথং চ ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্।
সেতুবন্ধে তু রামেশং নাগেশং দারুকাবনে ॥
বারানস্যাং তু বিশ্বেশং ত্রম্ব্যকং গৌতমীতটে।
হিমালয়েতু কেদারং ঘুসৃণেশং শিবালয়ে ॥
এতানি জ্যোতির্লিঙ্গানি সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্মরণেন বিনশ্যতি ॥

—★—

শক্তি

(গান)

জাগরে জাগরে মন ঘুমায়ে থেকো নারে।
দেখ আজি কে এসেছে কোলে নিতে তোমারে॥
এসেছে বাসিয়া ভাল ঘুচাতে মনের কালো।
জ্বালিতে বুকেতে আলো, লইতে আপন ঘরে।
যার সারা প্রাণে প্রাণে যাঁর প্রেম গানে গানে
আজি একি হ'ল দেখি সে এসেছে এ দুয়ারে।
ধরাতে সে ধরা দিল হয়ে বড় আপনার
সহিবারে কত ভুল বহিবারে কত ভার
এসেছে আনন্দময়ী প্রেমময়ী মধুময়ী
এ ঘোর ভাঙ্গিয়া মায়ের মুখ পানে চাহরে।

———

আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও
জননী এসেছে দ্বারে।
সপ্ত সিন্ধু কল্লোল রোল
বেঁধেছে সপ্ত তারে।

সুর সপ্তক তুলেছে তান
সপ্ত ঋষির গানে।
সপ্ত স্বর্গে দুন্দুভি বাজে
সপ্ত গ্রহের টানে॥
অন্তরে আজ সপ্ত স্বরের
নব জাগরণ স্বরে।
সাত রাঙ্গা রবি রামধনু হাতে
বরণের বান হানে।
সপ্ত কোটি সুসন্তান বিজয় মাল্য আনে,
সপ্ত তীর্থ এক সাথে হয় হৃদি মন্দির দ্বারে
তুলে নাও বুকে তারে।

মা এসেছে মা এসেছে মা এসেছে ঘরে
মোদের আনন্দ আর ধরে নাকো হৃদয় গেছে ভরে
মায়ের কোলে মায়ের ছেলে চলছি মোরা হেসে খেলে
ভয় ভাবনা নাইকো মোদের দৈন্য গেছে দূরে॥
সদা স্নেহ হাসি মুখে কে আবিরে মায়ের বুকে
(মাযে) কোল বাড়িয়ে আছেন সদা দুঃখ মোচন তরে॥

তোর পূজা তুই শিখিয়ে দে মা
শিখিয়ে দে তোর আরাধনা।
তুই আমারে মা শেখাবি সহজ হবে সেই সাধনা।
বনের জবা আপনি ফুটে তোর চরণে-ই পড়ে লুটে
তেমনি করে অঞ্জলি দেই আমার প্রাণের সব কামনা
মন্ত্র আমার নাই মা জানা জানিনা তোর সাধন রীতি
আমি শুধু কেঁদে কেঁদে মা মা বলে ডাকি নীতি
ডাকার মত ডাকলে পরে পাষাণেরও অশ্রু ঝরে
আমার চেয়েও বেশী বাজে মায়ের বুকে মোর বেদনা।

———

অন্ন দে মা অন্নপূর্ণে অন্ন দে মা অন্ন দে।
সারদে হৃদয়পদ্মে জ্ঞানং দেহি যে জ্ঞানদে।।
ধন্য কাশী শিব ধন্য সুরধুনী অবতীর্ণ।
বিরাজিতা অন্নপূর্ণা অঞ্জলি করে ভবদে।।
হ'য়েছে মা ক্ষুধাব্যাধি দে মা গো সুধা ঔষধি
অন্তে চরণে সমাধি মোক্ষং দেহি যে মোক্ষদে

———

অন্নদে অন্নদে গো অন্নদে অন্নদে অন্নদা
জানি মায়ে দেয় ক্ষুধায় অন্ন।
অপরাধ করিলে পদে পদে ॥
মোক্ষ প্রসাদ দাও মা অঙ্গে এ সূতে অবিলম্বে
জঠরেরি জ্বালা আর সহেনা মা তারা
কাতরা হয়োনা প্রসাদে।

———

মায়ের কোলে বসে আছি একি শুধু-ই কল্পনা ?
মায়ের ছেলে মায়ের কোলে এই চরম সত্য মা
অবাধ্য তোর অবোধ ছেলে ভুলে ভবের হট্টগোল
অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে আর হ'ল ভাই লাঞ্ছনা
কখনো পাই মায়ের দেখা কখনো যে পাই না
কভু শুনি মায়ের বানী শুনেও কভু শুনি না।
খেলার নেশায় ছুটে বেড়াই সার হ'ল তাই ব্যাকুল তাই
এত কাছে আছিস তবু সে কথা কি জানি মা ?
মৃন্ময়ী তোর রূপের ছটায় ঝলছে গেল দৃষ্টি যে
চিন্ময়ী তোর সুরের আলো ছড়িয়ে দেখ সৃষ্টিতে
রূপের সুরের ঐক্য তানে, রসের ধারা চালুক প্রাণে
(আমার) প্রাণটী হয়ে তোমার বীণা বাজুক সদাই মা মা মা।

একটা দিন দয়া করে সত্যি-ই যদি এলি মা
মধুর নিবিড় স্নেহের ডোরে সত্যি-ই যদি বাঁধলি মা
জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে দেখা মা হয়ে মা চিনিয়ে দেখা
(তোর) স্নেহের ডাকের ধ্বনুক শুধু মা মা মা।

———

কে তোমারে জানতে পারে, তুমি না জানালে পরে
বেদ বেদান্ত পায় না অন্ত, খুঁজের বেড়ায় অন্ধকারে।
যাগ যজ্ঞ তপ যোগ সকলই হয় কর্মভোগ
কর্ম তোমার মর্ম কি পায় তুমি সর্ব কর্ম পারে ॥
সৃষ্টি জোড়া তোমার মায়া কায়া নাই কেবলি ছায়া
মাঠের মাঝে আকাশ ধরা ঘুরে সারা চারিধারে ॥
তুমি প্রভূ ইচ্ছাময় যদি তোমার ইচ্ছা হয়।
অসাধ্য সুসাধ্য তার' তুমি কৃপা কর যারে ॥
তব কৃপা আশাকরি, রয়েছি জীবন ধরি।
কৃপা নাথ কৃপাকরি, এস এস হৃদ মাঝারে ॥

———

প্রেম স্বরুপিনী মা শ্রীমা,-জ্যোতি স্বরুপিণী মা শ্রীমা।
অনাথ রক্ষক মা শ্রীমা, হৃদয় বাসিনী মা শ্রীমা।
ভক্ত বৎসলে মা শ্রীমা, আনন্দময়ী মা শ্রীমা।

———

জননী আমার আসে শারদ প্রভাতে আজি
আসে অরুণ মেয়ের রথে আসে শেফালি বনের পথে
আসে ঝরানো ফুলের ছলে গো শিশির ভিজানো ঘাসে
আজি গগনে শুনি শুভ শঙ্খের ধ্বনি
এসেছ শারদ লক্ষ্মী গো আজি তার আগমনী
কত ফুল ফোটে বনে, কতগান আসে মনে
যত সৌরভ আসে গো ঝরান ফুলের বাসে।

———

দাও মা আমায় শিষ্য ব্রত।
করি চির জীবন ব্রত পালন হয়ে তোমার পদানত।
খুলিয়া হৃদয় দ্বার পাঠ করি বার বার
ওগো অভিপ্রায় কি তোমার আভাষে ইংগিতে যত।
কখন তুমি কোন বেশে কী বলে যাবে এসে
আমি ব্যাকুল হয়ে শুনব বসে- তোমার বাণী অবিরত

যে অবস্থায় যে শিক্ষা যে পরীক্ষায় যে দীক্ষা
(তুমি) দিয়ে যাবে ভালবেসে (তাহা) লব শিরে অবনত
যে চরিত্রে ভাল যাহা ভালবেসে লব তাহা
(আমি) ভালকে বাসিয়া ভাল হব ভালয় পরিণত
(আমায়) যেমন রাখ তেমনি রব যা সহাবে তাই সব
(হবে) তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা হব তোমার মন মত।

——

কীর্তন একতালা

একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে
তোমার ভুবন ভরা রূপটি একবার দেখে লই মা নয়নে
তুমি অন্নপূর্ণা মা শ্মশানে শ্যামা,
কৈলাসেতে উমা, তুমি বৈকুণ্ঠে রমা।
ধর বিরিঞ্চি—শিব-বিষ্ণু রূপ সৃজন-লয় পালনে॥
তুমি পুরুষ কী নারী, বুঝিতে নারি,
স্বয়ং না বুঝালে তাকি বুঝিতে পারি।
তুমি আধা রাধা, আধা কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে॥
তুমি জগতের মাতা, যোগীজনানুগতা,
অনুগত জনে কৃপা কল্প লতা।
তোমায় মা বলে ডাকিলে নাকি কোলে নাও ভক্ত জনে॥

দুঃখ-দৈন্য-হারিণী, চৈতন্য-কারিণী,
অন্য কিছু চাই না বিনা চরণ দু'খানি।
আঁখি সরোজে সাজাব পদ বাসনা মনে মনে॥
পরিব্রাজক ভিখারী, সাধ মনেতে ভারি,
মধু হাসি মাখা মার মুখখানি হেরি।
বসে মায়ের কোলে মা মা বলে মাতিব যোগধ্যানে॥

যে জানে আনন্দময়ী মা তোকে,
সে যে কি অন্তরে বাহিরে, কেবল আনন্দের ছটা দেখে
যারা দুঃখে হয় ব্যাকুল, ভাবে বিপদ বিপুল
(তারা) জানে না যে গাছে কেবল ফুটিতেছে ফুল।
সংসার নিরানন্দের ফুলে, শেষে আনন্দময় ফল পাকে,
বিপদ সম্পদের তরে দিতে পরম পদ তারে
(ওমা) বিপদ না হ'লে অন্ধজীব ডাকে না তোরে
মা তোর করুণা ফল বিপদ কেবল জাগায় অবোধ বালকে।
তন্ত্র বেদের বিচারে মহাশ্মশান সংসারে
তুমি নৃত্যময়ী সদানন্দের হৃদয়-মন্দিরে
মাগো তবে আর ত্রি-সংসারে আনন্দ নাই বলে কে।

ভবে আনন্দ যে পায়, সে-ত আগে পায় ঐ পায়
(আবার) আনন্দময়ীর চরণ বিনে আনন্দ কোথায়।
(তাই দেখ) চরণ তলে হৃদয় ঢেলে (শিব) পাগল পেল পাগলীকে
ও তার প্রাণ নেচে ওঠে সে নয় সংসারের মুটে
আনন্দময়ী মায়ের মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি হৃদ্‌পটে।
তখন সে ঘটে-পটে-মাঠে আনন্দের ছটা দেখে
সে দিন কবে বা হবে, সংসার 'সং'সার সাজিবে

———

নিরানন্দ শিবচঁন্দ্রের সব অন্ধকার যাবে।
কবে ব্রহ্মানন্দে ব্রহ্মময়ী আমি নাচিব প্রেম পুলকে।
শ্রীদুর্গা নাম ভুলো না, ভুলো না, ভুলো না।
শ্রীদুর্গা স্মরণে সমুদ্র মন্থনে বিষ পানে বিশ্বনাথ মলো না
যদ্যপি কখনো বিপদ ঘটে, শ্রীদুর্গা স্মরণ করগো সংকটে
তারায় দিয়ে ভার সুরথ রাজার লক্ষ অসিঘাতে প্রাণ গেল না
বিভু নামে এক রাজার ছেলে, যাত্রা করেছিল শ্রীদুর্গা বলে
আসিবার কালে সমুদ্রের জলে ডুবেছিল তাতে (তার)
মরণ হ'ল না।

———

লক্ষ্মী মাগো ওগো লক্ষ্মী নারায়ণী আয় এ আঙ্গিনাতে।
সুধার পাত্র সোনার ঝাঁপি লয়ে ওগো লয়ে শুভ হাতে॥
সৌভাগ্য দায়িনী তুই এসে দারিদ্র্য ক্লেশ নাশ কর মা হেসে
কোজাগরী পূর্ণিমা আন মা দুখের আঁধার রাতে।
আন কল্যাণ-শান্তি, জননী কমলা
এ অভাবের সংসারে থাক হয়ে অচঞ্চলা
রূপ দে, মা যশঃ দে, দে জয় অভয় পদে দেখা আশ্রয়
ধরা ভরবে শস্যে ফুলে, ফলে, মা তোর আসার সাথে।

মা মা বলে ডাক তারে, কার কি অন্য সাধনারে
মা যে রে তোর তুই যে মায়ের, মা বই ছেলে ডাকবে কারে
মাতা-পুত্র এ সম্বন্ধ কল্পনা নয় সত্য যে রে
মা নাম যে রে বদন ভরা, মা বল্লে প্রাণ উঠে ভরে।
কত স্নেহ কত দয়া মা নামেতে নিত্য ঝরে
জ্ঞান বৈরাগ্য ওঠে জেগে, মা, মা, মা, মন্ত্র সারে।
আপনি হয় প্রেমের উদয় বক্ষ ভাসে অশ্রু ধারে
মা বলে জড়িয়ে ধর (এই) ভুবন ভরা জননীরে
(তুই) আপনি ছড়িয়ে যাবি অনন্ত বিশ্ব বিস্তারে
আমার বলে মজিস্ নে আর, জগৎ জুড়ে মার খেলারে

ফেলে দিয়ে ভুতের বোঝা সোজা হয়ে দাঁড়া নারে
সাহস করে মায়ের করে ছেড়ে দিলে আপনারে
(তোর) চোখের ঠুলি যাবে খুলি খালাস্ পাবি একেবারে।

সর্ব্ব-মঙ্গলা সব সুখ খানি।
জয় জয় জয় জগদম্ব ভবানী॥
জানিনা জননী কেন এত ভালবাসি।
দুঃখের পীড়নে মোর হৃদয় ব্যথিত হলে
জানিনা তোমার কাছে কেন ধেয়ে আসি।
চাহিলে ও মুখপানে কেন সব ভুলে যাই
দূরে যায় কেন তাপ দুখ তমোরাশি।
জানিনা আননে তব কী মধু সান্ত্বনা আছে
জানিনা কী মোহ মন্ত্রে পড়িত ও হাসি
জানি না জানি না কেন এত ভালবাসি।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

ভবানী দয়ানী মহাবাক্ বাণী
সুর-নব-মুনিজন মানি সকল বুধজ্ঞানী

জগ-জননী জগ-জানি মহিষাসুর মরদিনী
জ্বালামুখ চণ্ডী অমর পদ-দানী।

———

মারোয়া—তেতালা

জগত-জননী জগদোম্ব ভবানী
কির্‌পা করণী, দুখ-হরণী, সুখ করণী।
প্রণত জন শরণী, ভব জলধি তরণী॥
ন্যয় পতিত সেবক চরণনকো
মুঝ্ পর কৃপা দৃষ্টি অব্ কীজে;
মহামায়া যোগনী শিবানী।
প্রণতজনে শরণী, ভব জলধি তরণী।

———

তুই মা আমার হিয়ার হিয়া, তুই মা আমার আঁখির আলো
ঐ চরণে শরণ নিয়ে মাগো, আমার প্রাণ জুড়ালো।
ঝঞ্ঝা রবে ভয় যবে পাই, তোর-ই কোলে মুখটি লুকাই
মধুর হাসির ঝরণা ধারায় দাও ধুয়ে মনের কালো।
চলেছি যে গহন পথে, বড়ই কঠিন বড়ই পিছল
পায়ে পায়ে বাজে আবার আপন হাতে গড়া শিকল

মা বলে মা ডাকলে তোরে বুকের মাঝে পাই কত বল
দূর করে মোর সকল বাধা আঁধারে দীপ তুমিই জ্বালো।
যোগী-ঋষি পায় না ধ্যানে, তোমার তত্ত্ব তোমার সীমা
কত কবি ধন্য হল ছন্দে গাহি তোর মহিমা
নাই না আমার সাধন ভজন নাই মা আমার জ্ঞান গরিমা
সারা হৃদয় দিয়ে শুধু তোমারে মা বাসব ভালো।

———

প্রেমময়ী মায়ে আনন্দময়ী মায়ে
অতি অদ্ভুত মধুর মরী, আনন্দময়ী মায়ে মায়ে
দয়া ময়ী স্নেহময়ী, কৃপাময়ী করুণাময়ী
মধুময়ী অমৃতময়ী, চিন্ময়ী আনন্দময়ী
সদ্‌গুরু জ্ঞানদা মোক্ষদা মায়ে
সারদা বরদা অন্নদা মায়ে, মায়ে মায়ে মায়ে।

———

ওরে মন মাঝি তুই শক্ত করে ধরে রাখিস হাল।
উজান গাঙ্গে মায়ের নামে উড়িয়ে দে তুই পাল॥
মায়ের নামের তরী নিয়ে ভবনদী পারি দিয়ে
পেছন পানে চাস্‌নে ফিরে ভাংগরে মায়া জাল।

মায়া নদীর মাঝে কত আছে রিপুদল
বিবেক বৈরাগ্য রূপি অস্ত্র নিয়ে চল।
মণিহারা ফণীর মত মোরা মা হারান ছেলে যত
আকুল প্রাণে মা বলে ডাক দূরেই যাবে কাল।

বিশ্বজননী জাগিয়াছে আজি করুণা করিতে ভাই
চল চল সবে কেবা আছে ভবে মায়েরে বরিতে যাই
বিভেদের কথা সব ভুলে গিয়ে, মিলন কুসুম মালা হাতে নিয়ে
একতা মন্ত্রে অঞ্জলি দিয়ে চরণে লুটিতে ধাই।
মায়ের চরণ কমল স্পর্শে মেতেছে ধরা পুলক হর্ষে
দুঃখ দৈন্য মৃত্যু জরা আর অবনীতে নাই।
অসুর নাশিতে এস ত্বরা করি, এস মা দুর্গা দুর্গতি হরি
(শুধু) তিন দিনের তরে চাহি না তোমারে প্রাণে প্রাণে সদা চাই।

নিরাকার ব্রহ্ম আজি সাকার রূপ ধরে
আনন্দময়ী মা নামটি নিয়ে এসেছে মোদের ঘরে।
জাগো রে বিশ্ব গাও সবে, আনন্দময়ী মা নাম
সব সঁপে দিয়ে মায়ের চরণে করহ সবে প্রণাম।

তোমার পূণ্য পরশনে আজ, তরুলতা তৃণ ধরে নব সাজ
নামিল শান্তি ধরণীর মাঝ গাহরে মায়ের নাম।
ভক্তি ভরে আজি মায়ের চরণে করহ সবে প্রণাম ॥
যদি না ধরণীর পূণ্য মহিমা, পূণ্য করম রবে
তোমার মত করুণা মুরতি কেমনে জন্ম লবে।
তাই গৌরবে গাহিব গো 'আনন্দময়ী মা'
মুগ্ধ প্রাণে মায়ের চরণে করিব সবে প্রণাম।
সাধক সদা সাধনাকে জানি ধন্য বলিয়া মানে
(আর) তোমার সঙ্গ পাইয়া সাধনা মেতেছে তোমার ধ্যানে
আমরা ক্ষুদ্র অতি শঙ্মতি জানি শুধু মায়ের নাম
আবেগ ভরিয়া মায়ের চরণে করিব সবে প্রণাম।
জগতের যত ছেড়া পুঁথি ছেড়ে রাতুল চরণ যায় পুজিবারে
দুঃখ ক্লান্ত ধরণী মাঝারে গাওরে জয় মা নাম।
আজি শুভদিনে মায়ের চরণে করহ সবে প্রণাম।

সকলের শেষে তোমারে পূজিতে মন্দিরে মা এসেছি
বহু আশা নিয়ে তোমার চরণে অর্ঘ আমার এনেছি
অযুত ভক্ত কণ্ঠে তোমার পরায়ে দিয়েছে কাঞ্চন হার
দীন হীন আমি কোথা পাব তাহা বনফুল মালা এনেছি

চরণ কমলে ঢালিব জননী উছল নয়ন বারি
আরতি করিতে হৃদয় ডালা পুলকে পুরণ করেছি।
মন্ত্র জানিয়া অন্তর বাণী দেব প্রাণ খুলে এই শুধু জানি
আরতী করিতে কোথা হেন দীপ, জীবন প্রদীপ এনেছি।

———

মাঝে মাঝে পাই মা তোমার আসা যাওয়ার সাড়া
দেখব তুমি কেমন ধারা মা একটুখানি দাঁড়া॥
ছেলে ডাকে মা মা বলে, মা দেখে না যায় সে চলে
মা যে এমন নিঠুর হয় তা দেখিনি তুই ছাড়া
দিয়েছ যে ধূলা খেলা তাই নিয়ে মা কাটল বেলা
এখন যে মা ভয়ে মরি শমন এসে দেবে তাড়া।
একা এখন ভবের কূলে, আর কতকাল রাখবি ফেলে
এ দীন বলে সদয় হয়ে কাটিয়ে দে মা সকল ফাঁড়া।

———

আমার মাকে কি দেখেছিস্ তোরা বল সত্যি করে
সে যে নব নব নবরূপে ভুবন মন হরে॥
মা যে আমার নয় রে কল্পনা, সে যে বিময়ী হাস্ত বদনা।
মায়ের স্নেহ চক্ষে প্রেম বক্ষে অমিয় ঝরে

মায়ের রূপে ভুবন আলো, ও তার কোলে শোভে ভক্তদল
রূপে ভুবন আলো
ওরূপ যে দেখেছে সে মজেছে জনমের তরে ॥

মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী কালিকা
পরমা প্রকৃতি জগদম্বিকা, ভবানী ত্রিলোক পালিকা ।
মহাকালী মহাসরস্বতী মহালক্ষ্মী তুমি ভগবতী
তুমি বেদ মাতা তুমি গায়ত্রী ষোড়শী কুমারী বালিকা ।
কোহি ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রমা মহামায়া তব মায়া
সৃষ্টি করিয়া করিতেছ লয় শরতের জল বিন্দু প্রায়
অচিন্ত্য পরমাত্মা রূপিণী সুরনর চরাচর প্রসবিনী
নমস্তে শিবে অশুভে নাশিনী তারা মঙ্গল দায়িকা ।

শ্রীচণ্ডী চণ্ডী এলোরে এলো ঐ রণরঙ্গিণী ।
অসুর সংহারিতে বাঁচাতে উৎপীড়িতে
ধ্বংস করিতে সব বন্ধন গণ্ডী ॥
দনুজ দলনী চামুণ্ডা এলো ঐ এলো ঐ
প্রলয় অগ্নি জ্বালি নাচিছে তাথৈ তাথৈ তাতা থৈ থৈ ।

দুর্বলে বলে মাগো মাভৈঃ মাভৈঃ
মুক্তি লভিবি সব শৃঙ্খল বন্দী ॥
পাতাল তলের যত মাতাল দানব
পৃথিবীতে এসেছিল হইয়া মানব
তাদের দণ্ড দিতে আসিয়াছে চণ্ডীকা সাজিয়া দণ্ডী ॥

বাগেশ্রী

হ্রীংকার রূপিণী মহালক্ষী নমো অনন্ত কল্যাণ দাত্রী
পরমেশ্বরী মহিষ মর্দ্দিনী চরাচর বিশ্ববিধাত্রী
সর্ব দেব দেবী জ্যোতির্ময়ী অশুভ অকল্যাণ অসুর জয়ী
সহস্র ভুজা ভীত জন কারিণী জননী জগৎ ধাত্রী।
দীনতা ভীরুতা লাজ গ্লানি ঘুচায়ো মা লোভ দানবে
রূপ দাও যশ দাও জ্ঞান দাও মান দাও দেবতা কর ভীরু মানবে
শক্তি বিভব দাও, দাও আলোক দুঃখ দারিদ্র্য অপগত হোক
জীবে জীবে হিংসার এই সংশয় দূর হোক মাগো দূর হোক্
প্রলয় তিমির ঘন রাত্রি নমো অনন্ত কল্যাণ দাত্রী।

———

মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে
মাকে মনে পড়ে আমার মাকে মনে পড়ে ॥

কার মায়ায় ঘেরা সজল দিঠি সে কি কভু হারায়
সে যে জড়িয়ে আছে ছড়িয়ে আছে সন্ধ্যা রাতের তারায়।
সেই যে আমার মা, বিশ্বভুবন মাঝে তাহার নেইকো তুলনা।
কার ললাটের সিঁদুর নিয়ে ভোরের রবি ওঠে
আলতা পরা পায়ের ছোঁয়ায় রক্ত কমল ফোটে
প্রদীপ হয়ে মোর শিয়রে কে জেগে রয় দুঃখের ভোরে
সেই যে আমার মা, বিশ্ব ভুবন মাঝে যাহার নেই'ক তুলনা।

ভৈরবী

মঙ্গলময়ী মাগো আমার মঙ্গলময়ী মা
যে দিকে নিরখি কেবলি যে দেখি তোমারই মাধুরিমা
চন্দ্র তপন জাগি দিবা রাতি, জননী গো তব করিতে আরতি
কিরূপ বিভায় সেজেছ মা আজ নাহি যে তার সীমা।
সুন্দর তব চরণ যুগলে দেব কিন্নর মিলি দলে দলে
বন্দনা করে বিহ্বল প্রাণে গাহি তব মহিমা
বরাভয় তোমার কল্যাণ করে, সাজিছে কর রাশি থরে থরে
ঘুচাবে কলুষ কল্মষ ব্যথা দুঃখ ও কালিমা।

—

আজি ভুলোক দ্যুলোক পুলকে মাতিল

জননী গো তব আগমনে।

রাতুল চরণ কমল পরশ লাগিল প্রাণে প্রাণে ॥

(কিবা) পূণ্য আলোকে ঝলকে ঝলকে

ঘুচিল অন্ধকার

(মাগো) বিশ্ব বেদনা ভার

জাগিল ভুবন মাধুরিমা তানে

নব মাধুরিমা গানে ॥

ওগো মাগো আমার শক্তিরূপিণী মা

অভয় দায়িনী মা

লও গো ভক্তি দাও গো শক্তি

আজি আনন্দ গানে।

মধুর মধুর মধুর রে।

মধুর মধুর মধুর রে ॥

মধুর অন্তর মধুর বাহির।

চারিদিকে মধু ঢালিছে রে ॥

মধুময়ী মা মধু দিতে চায়
মধু যদি কেউ চায় রে ॥
এ জীবন রণে মধুময়ী সনে
মধুময় জীবন কর রে ॥

মা হয়ে মা ছেলের প্রাণে
যাতনা আর দিবি কত ?
যত-ই আঘাত হানবি শ্যামা
মাগো আমি সইব তত ।
মা হয়ে মা কাঁদাস যদি
কেঁদে যাব নিরবধি
জন্ম জন্ম কাঁদবে মাগো
কাঁদব মা তোর মনের মত ।

আমার গভীর বুকের ব্যথায়
ফুটবে কেবল কমল দল
তাই দিয়ে মা সাজিয়ে দেব
তোর-ই রাঙ্গা চরণ তল
কখন ভালবাসিস বলে

মোরে তুই নিবি কোলে
অশ্রু দেখে যাবি গলে
জানি মাগো! তোরে যত।

—

বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল
ঘুম পাড়া মা ঘরে তুলে।
ঘন আঁধার ঘিরে এল
আলো ধর মা দোরটি খুলে॥
বেরিয়েছি মা সেই যে ভোরে
সারাদিন মা খেলা করে
শ্রান্ত এখন ঘুমের ঘোরে
আর পারি না, পড়ি ঢুলে।
অন্ধকারে ভয় করে মা
দোর খোল মা, কৈ মা ওমা।
আলো ধরে ঘরে নে মা
ঘুমাই মা তোর অভয় কোলে।

—

মা পাওয়া কি সহজ কথা।
(তারা) নয়ত পথের ধূলা
রয়না পড়ে যথা তথা ॥

যাঁর চরণে হৃদয় পাতি'
মহেশ আছেন দিবস রাতি,
দেখতে তারে ঋষি-যোগী
সইছে কত শত ব্যথা ॥

সুখের সময় ডাকবে না কো,
দুঃখ পেলে মাকে ডাকো
তাইত তারা দেন না দেখা
তাই তাঁহার এ-নীরবতা ॥

———

প্রেমময়ী মায়ে	চিন্ময়ী মায়ে
সদ্‌গুরু জ্ঞানদা	মোক্ষদা মায়ে
দয়াময়ী মায়ে	কৃপাময়ী মায়ে
সদ্‌গুরু সারদা	অন্নদা মায়ে
প্রেমময়ী মায়ে	অমৃতময়ী মায়ে
জগৎগুরু মোক্ষদা	জ্ঞানদা মায়ে
প্রেমময়ী মায়ে	অমৃতময়ী মায়ে
সদ্‌গুরু মোক্ষদা	জ্ঞানদা মায়ে।

———

করুণাপাথার জননী আমার
এলো মা করুণা করিতে।
তাপিতের তরে নব দেহ ধরে
অশেষ যাতনা সহিতে॥
ত্রিদেশ তাজিয়া এ ধরায় আসা
সন্তানের তরে কত কাঁদা হাসা
অহেতুক তব এই ভালবাসা
পারে কি গো নরে বুঝিতে॥
শত জনমের শত পাপ হায়
ঢালিয়া দিয়েছি ঐ রাঙ্গা পায়
সকলি তো তুমি সহিলে হেলায়
কোল দিতে মাগো তাপিতে॥
আবিলতা ভরা হৃদয় আমার
কেমনে পূজিব শ্রীপদ তোমার
নয়ন ভরিয়া দাও প্রেমধারা
পদ পঙ্কজ ধোয়াতে॥

[এই গানটি মাকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীরামপুরে রচিত]

———

তোমারি নাম বলব নানা ছলে
বলব একা বসে আপন মনের ছায়ার তলে।
বলব বিনা ভাষায়
বলব বিনা আশায়
বলব মুখের হাসি দিয়ে বলব চোখের জলে।
বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাকবো তোমার নাম
সেই ডাকে মোর শুধু শুধু-ই পূরবে মনস্কাম
শিশু যেমন মাকে
নামের নেশায় ডাকে
বলতে পারে সেই সুখেতে মায়ের নাম সে বলে

—— ——

কবিগান

কোথায় মা ত্রিপুরেশ্বরী ত্রিপুরা সুন্দরী
মাগো সত্যকাল ত্রেতাকাল সুখে গেল দ্বাপরকাল
কালে কালে গিরীন কালে কলিকালে
কি হবে শংকরী।
ব্রাহ্মণ ছিল ব্রহ্মচারী
স্বধর্মেতে ধর্মচারী
অতি সুবিচারী

এখন হইল কুবিচারী
মা বুঝাইলে না যায় গো বুঝান
মানে না সে সন্ধ্যাপূজা
মানে না সে দশভুজা
সে সব অজ্ঞানে।

রবি হৃদয় হইতে উদয় হইয়া
অস্ত চলে যায় মা
আমি পড়েছি এ ভবঘোরে
তরব তারা কি বোল বলে
তাইতে তারা, ভবদারা ভেঁবে সারা
হইলাম কলিকালে।

যে সব কথা শাস্ত্রে আছে
ধর্ম শাস্ত্রে লিখে গেছে
সে কথা না মানে
তারা খৃষ্টানী মত টানে
মা মাগো শাস্ত্র কথা বেদাচারী
গণ্ডমূর্খ গণ্ডাচারী
হইতেছ সব একাচারী দেখিলাম বিচারে।

তারা করে না ক' জাতের বিচার

তুখে মরি মা।

তারা গো মা প্রলয় হইবার বাকী

কি আর শুনিতে

মরণে ত সুখ দেখিনা আবার হবে আসিতে

যার ভাবে ব্রহ্মচারী

হই আমরা দণ্ডধারী

যায় কাশীতে

মণ্ড মণ্ড চণ্ড কালী চণ্ডিকে যাচ্ছে।

মহামায়া ভুলাইয়াছ দারুণ আশার

সুখেতে

তারা গো মা প্রলয় হইবার বাকী কি

আর শুনিতে।

ভবান্যষ্টক শক্তি

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধু ন ভ্রাতা

ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা।

ন জায়া ন বিত্তা ন বৃত্তির্মমৈব

গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

ভবাব্ধাবপারে মহা দুঃখ ভীরুঃ

প্রপন্নঃ প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।

কুসংসার পাশ-প্রবদ্ধঃ সদাহং

গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

ন জানামি দানং ন চ ধ্যান যোগং

ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্র মন্ত্রম্।

ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং

গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং

ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ।

ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাত

গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ

কুলাচার হীনঃ কদাচার লীনঃ।

কুদৃষ্টিঃ কুবাক্য প্রবন্ধঃ সদাহং

গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং
দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ।
ন জানামি চান্যং সদাহং শরণ্যে
গতিস্তং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রু মধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

অনাথো দরিদ্রো জরারোগ যুক্তো
মহাক্ষীণ দীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ।
বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রণষ্টঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য কৃতং
ভবান্যষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

—★—

দুর্গা স্তব রাজঃ

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্য পাদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

নমস্তে জগচ্চিন্তমান স্বরূপে

নমস্তে মহাযোগিনী জ্ঞানরূপে

নমস্তে সদানন্দ নন্দস্বরূপে

নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য

ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।

ত্বমেকা গতির্দ্দেবী নিস্তারদাত্রী

নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে

হনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।

ত্বমেকা গতির্দ্দেবী নিস্তার হেতু

নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্ত ঘোরে

বিপৎ সাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।

ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তার নৌকা

নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

নমশ্চণ্ডিকে দণ্ডদোর্দ্দণ্ড লীলা

নাসৎ খণ্ডিতাখণ্ডলা শেষ ভীতে।

ত্বমেকা গতির্বিপ্ন সন্দেহহন্ত্রী

নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

ত্বমেকা জিতারাধিতা সত্যবাদি

ন্যমেয়াজিতা ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা।

ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী

নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে

সরস্বত্য রুন্ধত্যমোঘ স্বরূপে।

বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং

নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যা ধরাণাং

মুনিদনুজনরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম্।

নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং

ত্বমসি শরণমেবা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥

পরাণ আজি লুটাতে চায়

মায়ের চরণ তলে।

মনের কালিমা মুছিয়ে ফেলেছি

অঝোর নয়ন জলে ॥

ভুলে যারে আজি মান অভিমান
মায়ের ছেলে যে সবাই সমান।
ভুলে যারে আজি দুঃখ বেদনা
দাঁড়া সবে ভাই বলে॥
(আজি) আকাশে বাতাসে মায়ের গীতিকা
বন্দনা গায় বনের বিথিকা,
পূজিব মায়ের ও রাঙা চরণ
পুত প্রেম শত দলে॥
ছেলে হবি কে রে আয় তোরা আয়
"মা" হারা যারা আয় ছুটে আয়,
(আজি) জগৎ জননী দিয়েছেরে ধরা
মানবী মায়ের ছলে॥

———

জননী আমার! জননী আমার!
কি মধুর নাম তব, কি কহিব আর।
স্মরণে পরাণ জাগে, অরুণ কিরণে,
মলয়া পরশি' যায় সারা দেহ মনে।
ভুলে যাই অতীতের শত হাহাকার॥
জননী আমার জননী আমার।
প্রেমের আকর তুমি মধুর নিলয়,

তাই বুঝি তব নাম প্রেম মধুময়।
নিমেষে হরিয়া লয় যত দুঃখ ভার,
অলখে মুছায়ে দেয় নয়নের ধার
জননী আমার জননী আমার॥

———

ও মা কেন তোরে পাষাণী ব'লে।
ছেলের দুঃখে জল ঝরে তোর
নয়ন শত দলে॥
যারা মা তোর পায়নি সাড়া,
চাওয়ার মত চায়নি তারা।
অভিমানে মিছেই ব্যথা
পায়গো হৃদি দলে॥
[ও মা] তুই যে সদাই শুনিস্ মোদের
কান্না হাসির বাণী।
দুঃখ নাশিতে ব্যাকুল হিয়া
কেঁদে বেড়াস জানি॥
সন্তানে তোর অলক্ষিতে
দু'হাত বাড়াস্ গো খেলিতে।

আমরা ভুলে সে হাত ফেলে
দেই যে পলে পলে ॥

———

জগত তারণ লও হে শরণ
তরণী বিপদ্ নীরে।
ভব পারাবার করে দাও পার
রয়েছি দাঁড়িয়ে তীরে ॥
জানি জানি মা মহিমা তোমার
সাধু কি অসাধ না কর বিচার।
যে হতে চায় পার তারেই কর পার
আর আমি কি রহিব পড়ে ॥
এ মিনতি চরণে তোমার
আমার আসা যাওয়া ভবে হ'ল বার বার।
এবার কর পার ও গো মা আমার
যেন আর না আসিগো ফিরে ॥

———

কা'র মা এমন দয়াময়ী
আমাদের মা তুমি যেমন।
সঙ্গে থাক দিবানিশি
চোখের আড় করনা কখন ॥

পরীক্ষা অনল জ্বেলে
আপনি দাও মা তাতে ফেলে।
আবার আপনি দাও মা উপায় বলে
যাতে বাঁচে আমার পরাণ॥
তুমি ভালবাস যেমন
আমি ত বাসিনা তেমন
ওগো শিখাও মোরে ভালবাসা
আমার প্রতি তোমার যেমন॥

কুপুত্র বলিয়ে মাগে কুপুত্র বলিয়ে
ত্যজিবে কি একেবারে, কাঁদিয়ে বেড়াব কি মা
কোলে কি নেবে না মোরে।
না শুনে তোমার কথা পেয়েছি মা অনেক ব্যথা
কাঁদিয়ে মা হেথা সেথা এসেছি তোমার দ্বারে॥
শুনেছি সকলে কয় কুপুত্র যদিও হয়
কুমাতা কখনও নয়
তাই ডাকি মা তোমারে॥
অপরাধ ভুলে যাও ক্ষমা করে কোলে নাও মা।
সারা দিন ত গেছে গো মা
অজ্ঞান ঘোর আঁধারে॥

কীর্ত্তন

মাগো দাও গো মোরে পাগল করে।
তোমার নামে তোমার প্রেমে
দাও গো মোরে পাগল করে॥
দিন রজনী আপন মনে
কইব কথা তোমার সনে।
তোমার আমার প্রাণের মিলন
আর যেন কেউ বুঝতে নারে॥
অঙ্গে যেন মেখে কাদা
সার করি ঐ নামে কাঁদা
(আমার) সকল শিকল সকল বাঁধা
দেই গো ভেঙ্গে দেই গো চূরে॥
ঠিক যেন গো নদীর মত
স্রোতের টানে রই সতত
নাম প্রবাহের জোয়ার ভাটায়
যেন জগৎ ভুলি তোমার তরে।
দাও ভুলায়ে তৃষ্ণা ক্ষুধা
চাই শুধু তোমার নামের সুধা
(আমায়) করুক নিন্দা বিশ্ব ভুবন
রইল সব ঐ চরণ পরে॥

———

বাউল

মুখ তুলে তাই চাইলে না মা অধম কাঙালে
অনুগত ব'লে কি গো এতই কাঁদালে ॥

নীরবে যাতনা স'য়ে থাকি তোমা পানে চেয়ে
অসহায়ে নিরুপায়ে ভাসি অশ্রুজলে ॥

অন্তরের ব্যথা তুমি জান সবই অন্তর্য্যামী
তবে কি করিব আমি জেনে দুঃখ দিলে ॥

তুমি হায় পরের মত দুঃখ দিতেছ অবিরত
তবু আশায় পুলকিত দয়া হবে হলে ॥

শোন বা না শোন কথা, বোঝ বা না বোঝ .ব্যথা
যাবনা আর যথাতথা তোমায় মাগো পেলে ॥
পারি না তাই মরি কেঁদে রাখ মাগো ঘোর বিপদে।
পরেছি বিষম ফাঁদে কোথায় তুমি রইলে ॥
যে জন মারিতে পারে রাখিলে কে মানা করে
তাই এসেছি তব দ্বারে দিওনা গো ফেলে।
যাব বল কা'র কাছে তুমি বিনে আর কে আছে
এই অধম তাই পড়ে আছে তব পদ তলে ॥

——

ভাবি মনে মা মা বলে ডাকবো না আর তোকে।
ভুল করে মা ডাকি তবু
মধুর নামের নেশার ঝোঁকে॥
তোর পরে যতই রাগি
রই তবু তোর অনুরাগী।
জানি যে তুই বাসিস্ ভাল
যতই কাঁদাস দুঃখে শোকে॥
ঘোর আঁধারে যখন পড়ি
অভয় চরণ স্মরণ করি
জানি পথের মাঝে নিভলে বাতি
পথ দেখাবি তোর আলোকে॥

———

সহিতে দাও মা আমায়
যত আছে অপমান।
অধৈর্য্য হয়ে যেন হারাই না মা তত্ত্বজ্ঞান॥
সঙ্কটে কর মা উদ্ধার চৌদিকে হেরি অন্ধকার।
অশান্তি দুর্গতি অপার হল না আর অবসান॥
সহেনা সহেনা প্রাণে অশ্রুঝরে দু'নয়নে।
দুঃখ দিল মা আপন জনে দাঁড়াইতে পাইনা স্থান॥

ভেঙ্গে দাও মা ভবের আশা স্বার্থ পূর্ণ ভালবাসা।

ঘুচাও মা মোহ তমসা পুরাও আমার মনস্কাম ॥

সমান রেখ সুখে দুঃখে সইতে যেন পারি বুকে।

শুধাইও মা আমায় ডেকে দুঃখে যদি হই ম্রিয়মাণ ॥

তব পদে নির্ভর করে এই দীন সন্তান বসেছে দ্বারে ॥

নেওমা টেনে অভয় ক্রোড়ে চূর্ণ ক্‌রে অভিমান ॥

———

হে ভোলা মন

মাকে যদি চিন্‌তে নারিস্‌ রে।

তবে বৃথারে তোর মন্ত্র সাধন ভজন।

এ সংসারের কঠিন শিকল

তোরে যে আজ করল পাগল

করল পাগল রে।

কি হবে রে পরে কেবল গেরুয়া বসন।

জগতে যারাই প্রিয় তারাই বাঁধে বাঁধে

ভোলা মন দিস্‌নে ধরা

মহা মায়ার মায়ার ফাঁদে ॥

———

ভুলিস্ নে ভুলিস্ নে ওমা
আমি যে তোর অবোধ ছেলে।
আমি যদি থাকি ভুলে
নিস্ মা কোলে ছেলে বলে॥
যে বাঁধনে বাঁধা থাকি
হয় মা মনে বারেক ডাকি
ওমা দয়াময়ী দিস্‌নে ফাঁকি
ভুলিস্ নে মা দিন ফুরালে॥
খেলা ঘরে ধূলো খেলা
যতই খেলি ততই জ্বালা
ডাকি তোরে বিপদ বেলা
চরণ দিস্ মা মরণ কালে॥

———

তর্ক বিচার ছুড়ে ফেলে
জড়িয়ে ধর মা মা বলে।
এই বিশ্বরূপে বিশ্ব মাতা
দেখনারে তুই নয়ন মেলে॥

নয় ব'লে কা'রে ঠেলিস্ ওরে
মা যে আছে বাহিরে ঘরে।
ডুবে আছিস্ মা সাগরে
হারাস্ তো তাই খুঁজতে গেলে॥
মা-ই যে তোর দুঃখ সাজে
মা-ই মুক্তি বাঁধন মাঝে।
মা-ই ছিল মা-ই আছে
মা-ই রবে সকল গেলে॥
মা রবে তোর ভরুক গগন
মা রবে তোর ডুবুক ভুবন
মা রবে তোর হারাক্ আপন
মা বলিলেই মা যে মিলে॥

———

তোমারি গা ভরিয়া প্রাণ
গাহিতে চাই গাহিতে চাই।
তোমারি নামে তোমারি প্রেমে
জীবন যেন লভে গো ঠাঁই॥

তোমারে ছাড়া জানি না আর,
তুমি যে মোর সকল সার
তোমার মত আপন নাই
তোমারে পেলে প্রাণ জুড়াই ॥
তোমারি ঐ চরণ মূলে,
থাকিতে চাহি জগৎ ভুলে,
আপন হাতে লও গো তুলে,
তোমারি আপন ছেলে বলে,
তোমাতে যেন আমারে পাই
তোমাতে যেন সব হারাই ॥
যে গান গাহি তোমার লাগি,
সে গানে যেন আমিও জাগি
কাতরে তব শরণ মাগি
চরণ শুধু লভিতে চাই

————

বাগেশ্রী

এক জনারে জানলে আপন
বিশ্ব ভুবন আপন তোর।
এক জনাতে যুক্ত হলে
সকল ভাণ্ডায় বাঁধে জোর॥

এক জনারে হৃদয় দিলে
বিশ্ব জনার হৃদয় মিলে।
একের তরে ঝরলে আঁখি
সবার চোখে বইবে লোর॥
একের স্নেহের পরশ মাঝে
সবার স্নেহের পরশ আছে।
একের কোলে ঠাঁই নিলে তুই
পাবিরে সকলের ক্রোড়॥
দশ জনাকে যাও ভুলে যাও
এক জনাতে সব সঁপে দাও।
তাঁরি তরে হওরে পাগল
যে জন তোমার চিত্ত চোর॥

———

লেই

লুটের গান

সুর বেহাগ

মায়ের দেওয়া নামামৃত লুটে নেরে তোরা।
আয় সবে ভাই নিবি যদি সন্দেশ জোড়া জোড়া।
তার মধ্যে হাত বাড়াল কাল একটি ছোঁড়া।
সে যে ঐ ব্রজের মাখন চোরা।

ভব ব্যাধি দূরে যাবে পেলে কানা কড়া॥
মায়ের দেওয়া যতটুকু সেই তো মোদের সেরা॥
মায়ের আঁচল ধরে ধরে যেথা সেথা বেরা।
বিপদ আপদ দূরে যাবে মা যে মোদের তারা॥
কীর্ত্তন মাঝে মা যে গাহে গাহে পাগল পারা।
সেই সুরেতে সুর মিলায়ে গেয়ে যা ভাই তোরা॥
মধু পাবি মধু খাবি মা যে মধু ভরা।
"মা মা" নামের তরী বেয়ে চলবে এখন ত্বরা॥

———

আমি চল্লেমরে ভাই সেই আনন্দ কাননে।
সংসারেরই লোকে যারে শ্মশান বলে ভয় পায় মনে॥
ভুতের বোঝা ভূতে আজি মিলাইবার শুভ দিন
ঘটাকাশ আজি আমার মহাকাশে হবে লীন্।
জল যাবে সেই জলধরে, তেজ যাবে সেই বৈশ্বানরে,
রন্ধ্রগত বায়ু আমার মিশবে মহাসমীরণে॥
শির লুণ্ঠন ছলেরে ভাই করছি আমি এ পাশ ও পাশ।
পাশ ফিরে দেখছি আমার ছিঁড়ল কিনা মায়ার পাশ।
স্থির নেত্র দেখে আমার সবাই বলছে হরি বোল
আমি কিন্তু স্থির নয়নে দেখ্ছি আমার মায়ের কোল।

মা আমার ব্যাকুলা হয়ে দু'টী বাহু প্রসারিয়ে
বল্‌ছে ও বাপ আয়রে কোলে ভয় কি রে দুরন্ত শমনে
সেথা আনন্দে তরুতে পাখী আনন্দ সঙ্গীত গায়।
আনন্দ ফলমূল দুলিছে আনন্দ বায়।
চিদানন্দ ধাম সে যে কিছু নাই আনন্দ বৈ
পিতা সদানন্দ আমার মাতা আনন্দময়ী,
সেথা যদি লাগে ক্ষুধা খেতে দেন মা প্রেম সুধা,
তাইতে দ্বিজ গোবিন্দের এত আনন্দ আজ মরণে॥

———

ভবে নামই জীবের গতি
তবু নাম গানে নাই মতি।
নাম ব্রহ্ম নাম ধর্ম সৃষ্টি লয়ের কারণ
নামে দৃঢ় নিষ্ঠাতে হয় জন্ম মরণ বারণ,
ও মন নামে রাখ মতি॥
জন্ম মাত্র প্রাণ বায়ু নাম রূপে চলে
ঐ ধ্বনি বীজই বীজ মন্ত্র আদি তত্ত্বে বলে,
সে যে গুহ্য কথা অতি॥
নিশ্বাসেতে নামের ধ্বনি উর্দ্ধগামী হয়,
প্রশ্বাসেতে অধোমুখে প্রাণ বায়ু বয়,
নাই নামের বিরতি॥

নামে জেগে কুণ্ডলিনী উঠে সহস্রারে
শব্দ ব্রহ্মের স্পন্দনেতে আনন্দে বিহরে
বোঝ নামের শকতি॥
মোহন যদি যেতে চাওরে ভব সিন্ধু পার।
নাম জপ দমে দমে নাম কর সার
কর নাম ব্রহ্মে নতি॥

———

মাগো! এত স্নেহ সুধা ভরা অন্তর তোমার
তুলনা কোথায় তার সীমা কোথা তার?
ডাকিনি কাঁদিনি কভু তবু তো এসেছ মাগো
ঘুচাতে মরম ব্যথা নয়নেরি ধার॥
ভুলে যাই বার বার অপরাধী শতবার।
তবু অবিরাম ঝরে করুণা তোমার॥
তব স্নেহ পাশরিয়া তব বাণী বিস্মরিয়া
তব কৃপা উপেখিয়া ছুটি অনিবার।
অভিমানে দূরে রই মরমে মরিয়া যাই
অনিমেষ স্নেহ আঁখি কৃপা পারাবার॥
ও কোমল হৃদে মাগো করি কত আঘাত
অবহেলা করে বার বার আশীষ তোমার॥

এত স্নেহ ভালবাসা এত ক্ষমা এত আশা
এত প্রেমে না গলিল এ পাষাণ অন্তর ॥

আর কিছু ত জানিনে মা
ঐ চরণে শরণ দে মা।
জানি শুধু তুই মা আমার
আপন জনে চায়না কে মা ॥
রজনী আঁধার হলে মাগো
রাখিস্ তোর আঁচল তলে।
দেখিস্ যেন অবোধ শিশু
(ওগো করুণাময়ী মাগো আমার)
বেঘোরে পথ হারায় না মা ॥
সারাদিনের খেলার শেষে
ফিরব যখন মলিন বেশে
ফিরব যখন কেঁদে হেসে
আদর করে কোলে নিতে
তুই বিনা বল্ আছে কে মা।

আমার চোখে জল দেখিলে
ছুটে এসে কর কোলে
মায়ের মত মায়া ঢেলে কর সান্ত্বনা
আবার কেমনে পলাও কেমনে ভুলাও পাইনে ঠিকানা॥
তুমি যে মোর আপন কত
কেউ নাই আমার তোমার মত
তবু তোমার অনুগত হতে পারলাম না
আমায় কি ঐ পদানত করে লবে না॥
হরি দিন ত গেল সন্ধ্যা হ'ল
পার কর আমারে।

———

মাতৃ সঙ্গীত

মা আমায় পাগল করেছে
পাগল মায়ের পাগল হাওয়া গায়ে লেগেছে
লজ্জা সরম রইল নাকো আর
আনন্দে দোল দিয়েছে মনের চারিধার
অভয়ার হাত খানি মোর গায়ে লেগেছে (ছোঁয়া লেগেছে)।

আমার শ্যাম চরণ রাঙ্গা
আমার মার চরণ রাঙ্গা
আমি চরণ পানে তাকিয়ে দেখি অভেদ তুজনা
(আমার) বিচারে কি কাজ
আমি চরণ সেবার দাস
আমার শ্যাম শ্যামা এক নাম
আমার শ্যাম শ্যামা এক নাম
আকারে তফাৎ শুধু আকারে তফাৎ
আমার শ্যামা হোল শ্যাম শ্যামা হোল শ্যাম
শ্যামার আকার মিটিয়ে দিলেই শ্যামা হোল শ্যাম
আমার শ্যাম হোল শ্যামা শ্যাম হোল শ্যামা
শ্যামে আকার দিয়ে দিলেই শ্যাম হোল শ্যামা।

———

হ্রীংকার রূপিণী মহাশক্তি
নমঃ অনন্ত কল্যাণ দাত্রী
পরমেশ্বরী মহিষ মর্দ্দিণী চরাচর বিশ্ব বিধাত্রী।
নমো অনন্ত।
সর্ব্বদেব দেবী জ্যোতির্ম্ময়ী অশুভ অকল্যাণ অসুর জয়ী
দশভূজা তুমি মা ভীত জন তারিণী জননী জগৎ ধাত্রী ॥

দীনতারে লুটাও লাজ গ্লানি ঘুচাও
দলন কর মা লোভ দানরে
রূপ দাও যশদাও জ্ঞান দাও মান দাও
দেবতা কর ভীরু মানবে
শক্তি বিভব দাও দাওমা আলো দুঃখ দারিদ্র্য অপগত হোক
জীবে জীবে হিংসা হেরি সংশয়
দূর হোক মাগো দূর হোক প্রলয় তিমির ঘন রাত্রি
নম অনন্ত কল্যাণ দাত্রী ॥

মা আছেরে সকল নামে মা যে আমার সর্ব্বনাম
সেই নামেতে ডাকো মাকে পুরবে তোমার মনস্কাম
ভালবেসে আমার শ্যামা মাকে
যার যাহা সাধ সেই নামেতে ডাকে
সেই নামে মা দেয় যে সাড়া সেই শ্যামা আর শ্যাম।
এক সাগরে মিশে গিয়ে সকল নামের নদী
সেই হরি হর কৃষ্ণ ও রাম দেখিস মাকে যদি
নিরাকারা সাকারা সে কভু
সকল জাতির উপাসক এ প্রভু
নয় সে নারী নয় সে পুরুষ

সর্ব্ব লোকে তাহার ধাম
মা যে আমার সর্ব্ব নাম ॥

———

আহা কি করুণা তোমার মা বলে যে চিনেছি গো
মা আমার বলিবার অধিকার চমৎকার
বিপদ দুঃখ মাঝারে প্রলোভন আঁধারে
কোলে মুখ ঢাকিবার অধিকার চমৎকার ॥
পরাজয় পতনে অনুতাপ শতনে
চরণে কাঁদিবার অধিকার চমৎকার
তোমারি এ আলয়ে তোমার কাছে কাছে রয়ে
বাঁচিবার খাটিবার অধিকার চমৎকার
তোমারি হইবার অধিকার চমৎকার ॥

———

তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী শিবের শিবানী
নমস্তে শকতি রূপিণী
কালী তারা আদি দশ রূপধারিণী
দশ মহা বিদ্যা কেন গো জননী

দশ ভাবে তুমি ফের গো জননী
লইয়ে তোমার নাগিনী যোগিনী
ইচ্ছা পুরবাসী সেবকবৃন্দে গো
যাচে গো তোমার চরণবিন্দে গো
রাখিও এমতি আমার মিনতি
পুজিতে তোমারে ওগো ত্রিনয়নী।

মহাপ্রভু

নিতাই কাণ্ডারী করুণা বিতরি
হরি নামের তরী নিয়াছে এবার
যদি চাও ত্বরিতে উঠ সে তরীতে
তরিতে হইবে ভব সিন্ধু পার ॥

দয়ার মাঝি নায় কে যাবিরে আয়
উত্তম অধম কিছু করে না বিচার
যে জন হরি বলে, তারে নেয়রে তুলে
বিনা মূল্যে পার করে অনিবার ॥

আমি দেখেছিরে তায়।
গৌর বরণ সন্ন্যাসী এক এসেছে হেথায়॥
(ও তাঁর) হরি বলতে নয়ন ঝরে
আপনি কাঁদে কাঁদায় পরে
(ও তাঁর) রূপে ভুবন আলো করে
ধূলাতে মুরছা যায়, বলে কোথায় শ্যামরায়।
হেরিয়ে গগনে ঘেরা নব জলধর
চকোরে চাহিয়ে বলে হে মুরলীধর,
দেখা যদি নাহি দেবে কেন গো বাজালে বাঁশী।

হরি বলে ডাকরে ও মন গুরু বলে ডাক
দিবানিশি ভাব বসি চরণ তলে পড়ে থাক।
পশু পাখী তারা সবে প্রহরে প্রহরে ডাকে।
তুমি মন লিপ্ত সুখে ঘুমের ঘোরে মারছ নাক।
টাকা পয়সা সোনা গয়না দেখনা কারো সঙ্গে যায় না
যাবার কালে ছেঁড়া তেনা তোড়া থাকে হাজার লাখ॥

এস হে গৌরাঙ্গ হরি আমার হৃদয় মাঝারে।
আমি শক্তি শূন্য ভক্তি শূন্য কিসে পাব হরি তোমারে ॥
আমি সাধন ভজন শূন্য (হরি) ভজন শূন্য কিসে পাব
হরি তোমারে ॥

ওকে গান গেয়ে চলে যায়, পথে পথে ঐ নদীয়ায়।
ওকে নেচে নেচে চলে মুখে হরি বলে
পড়ে চলে ঐ পাগলেরি প্রায়
ওকে যায় নেচে নেচে আপনারে বেচে
পথে পথে পথে প্রেম যেচে যেচে
ওকে দেবতা ভিখারী মানব দুয়ারে
তোরা দেখে যারে তোরা দেখে যা।
সে যে বলে হেসে হেসে শুধু ভালবেসে
ভ্রমি দেশে দেশে এই চাই
বলে, "কই ত কেহ পর নাই
সবাই যে মোর নিজ ভাই।
ওকে প্রেমে মাতোয়ারা দু'নয়নে ধারা
কেঁদে কেঁদে যেন সারা ভাই
তোরা আয় সবে চলে মুখে হরি বলে
তোদের ছেঁড়া পুঁথি ফেলে চলে আয়।

———

দেখে এলাম তরুণ উদাসী
কেঁদে কেঁদে পথে চলে যায়।
কোটি চাঁদের সুধা নিঙাড়িয়া গো
বল কে গড়েছে তায়॥
কাঙাল তারে কে করেছ বল
ঘরণী আর মা বুঝি তার ধরণী ভাসায়॥
নয়ন তার কালার মত বাঁকা
ধনুর মত ভুরুর নাচন যেন তুলির আঁকা।
আমি তারে দেখে মরি
আমার একি হল দায়॥
কোন পথে সে গেল চলি বলে দে আমায়।
আমার জীবন যৌবন ধরম করম
আমি সঁপেছি তার পায়॥

———

(আমার) যায় যাবে প্রাণ যাক্ না কেন
যদি গৌর পাই।
আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ
তাতে ক্ষতি নাই॥

নিশীথে ঘুমায়ে থাকি, গৌররূপ স্বপনে দেখি
জাগিয়া দেখিলাম গৌর নাই ॥
অঙ্গে গৌর সঙ্গে গৌর গৌর জগৎময়
দিবা-নিশি গৌর বলে কাঁদিয়া বেড়াই ॥
জল আনিতে গাঙের ঘাটে
জলের ছায়ায় রূপ দেখিলাম তাকে
আমার মন প্রাণ নিয়েছে হরে
কেমনে ঘরে যাই ॥

———

হরি সঙ্গীত

হরি হরি বোল হরি হরি বোল
মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল ॥
কেশব বোল মাধব বোল
মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল ॥
রাম রাম বোল রাম কৃষ্ণ বোল
মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল
হরি বোল হরি বোল হরি হরি বোল
কেশব মাধব গোবিন্দ বোল।

———

বিফল প্রাণ হরি নাম বিনা

হৃদয় দীপ হরি জ্যোতি বিনা

ভুবন রূপ রবি ভাতি বিনা,

হৃদয় রাগ হরি গীতি বিনা॥

চন্দ্র নিশা বিনা, গন্ধ কুসুম বিনা,

কুসুম ভ্রমর বিনা, ভ্রমর গীত বিনা

গীত রাগ বিনা, রাগ ভজন বিনা

ভজন বিফল হরি নাম বিনা॥

ভবন দীপ বিনা, দীপ জ্যোতি বিনা

জ্যোতি নয়ন বিনা, নয়ন ভাব বিনা

ভাব মরম বিনা, মরম প্রেম বিনা,

প্রেম বিফল হরি নাম বিনা॥

জনম ভুবন বিনা, ভুবন ভোগ বিনা

ভোগ দেহ বিনা, দেহ রূপ বিনা

রূপ প্রেম বিনা, প্রেম ভকতি বিনা

ভকতি বিফল হরি নাম বিনা॥

———

ম্যা হরি চরণন কি দাসী।
মলিন বিষয় রস ত্যাগে জগকি।
রাম নাম রস প্যায়াসী।
দুঃখ অপমান কষ্ট সব সহিয়া
কুটিল জগত কি হাসি
মীরা কহে প্রভু গিরিধর নাগর
ত্যাগো জগত কি হাসি।
আও পীতহ সুন্দর নিরূপম
অন্তর হও ত উদাসী
মন ত নহি মানে ধীরজ মোহন
তরপত নিশদিন দাসী॥
শ্যামলিয়া মোহনিয়া নাগরিয়া মেরো প্রিয়া।
প্রভু আও আও আও আও আওজী॥

———

ভজ মধুর হরি নাম
হরি নাম নিরন্তর।
সরল ভাব সে হরি ভজে যো
পাওয়ে সো সুখ ধাম।
হরি হি সুখ হ্যায় হরি হি শান্তি
হরি হি প্রাণারাম।

হরি হি পাপ সে মুক্ত করে

জো ভজন করে অবিরাম।

ভজন করে অবিরাম নিরন্তর॥

ভজ মধুর হরি নাম॥

——

হরি তোমায় ছেড়ে জীবন ধরে

রইব কেমন করে।

তুমি ধন দিয়েছ মান দিয়েছ

প্রাণ নিয়েছ কেড়ে॥

আমার কি কাজ ধনে তোমায় বিনে

যখন ভাবে গলে ডাকি হা কৃষ্ণ বলে

তুমি অমনি এস হেলে দুলে

ভব সাগরের তীরে॥

——

হরি বলতে কেন নয়ন ঝরে না।

শুনি তা না হলে তুমি নাকি দেখা দিবে না॥

আপন বলে যে জানে মারে
তার তরে তার নয়ন ঝরে।
আমি না জানি তোমারে পর কি আপনার
তবে কেমন করে তোমার তরে হবে ভাবনা॥
(হরি) তোমার খাই তোমার পরি
তোমার ঘর তোমার বাড়ী
তোমার তবিল নাড়ি চাড়ি আমার কিছুই না
তোমার দেশে চলি ফিরি তোমায় চিনি না॥

— — —

অনাদি নাথ দীনবন্ধু রাধে গোবিন্দ॥
বেণু বিলোলা বিজয় গোপালা রাধে গোবিন্দ
বেণু বিলোলা রাধে গোবিন্দ।
বৃন্দাবন চন্দ
জয় বৃন্দাবন চন্দ
অনাথ নাথ দীনবন্ধু রাধে গোবিন্দ॥
নন্দ কুমারা নবনীত চোরা রাধে গোবিন্দ
নন্দ কুমারা রাধে গোবিন্দ॥
বৃন্দাবন চন্দ
জয় বৃন্দাবন চন্দ
অনাথ নাথ দীনবন্ধু রাধে গোবিন্দ॥

পুণ্ডরী নাথ পাণ্ডুরঙ্গ রাধে গোবিন্দ
পুণ্ডরী নাথ রাধে গোবিন্দ
বৃন্দাবন চন্দ
জয় বৃন্দাবন চন্দ
অনাথ দীনবন্ধু রাধে গোবিন্দ ॥

কৃষ্ণ নামের মন্ত্রখানি শিখাইয়ে দাও গো
যে দেশে আছেন কৃষ্ণ সেথা নিয়ে যাও গো।
কৃষ্ণ নামে আঁখিবারি দর দর বহিবে
যে পথে যাইব আমি নাম লেখা রহিবে,
আমার নয়ন জলে নাম লেখা রহিবে।
কৃষ্ণ নাম লয়ে আমি যাইব যে বনে
গাহিব কৃষ্ণের নাম বিহগের সনে।
কৃষ্ণ নামের নামাবলী অঙ্গেতে ধরিব
নাম সুধা সিন্দু মাঝে ডুবিয়া বহিব।

আমার কৃষ্ণ কোথায় তোরা বল্ বল্‌রে।
আমার মন যে মানেনা মানা
নয়নে বাদল ঝরে অবিরলরে॥
আমার কৃষ্ণ বিনা এল কৃষ্ণ রাতি
ব্রজের সুনীল আকাশে—
শ্যামচন্দ্র আজি মথুরা পুরে
পূর্ণিমা চন্দ্র হাসে।